# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

## ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

## ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

# ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী আপন আপন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত ভীড় করেছে। সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তর থেকে সুরু ক'রে সর্ব্বনিম্ন স্তরের পর্য্যন্ত কোন মানুষেরই তাঁর কাছে আসার বাধা ছিল না। কেউ এসেছে জানতে, কেউ পরীক্ষা করতে, কেউ সমস্যাপীড়িত হৃদয় নিয়ে, কেউ একেবারে অসহায় অনাথ হ'য়ে, কেউ বা আবার প্রবৃত্তির দন্তর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে। আবার, দূরদেশের মানুষ বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়ে পরিত্রাণলাভের কামনায় যে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়েছে তারও তরঙ্গ সময়বিশেষে এসে আন্দোলিত ক'রে তুলেছে সেই পরম ভূতমহেশ্বরের চিৎশক্তিকে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি সমাধানবাণী দান করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন—মানুষের অন্তরের অজ্ঞান-তমসা বিদূরিত হোক, প্রতিপ্রত্যেকে সুস্থ স্বস্থ দেহ-মনের অধিকারী হ'য়ে অস্তি-প্রবোধনা নিয়ে বাঁচুক। তাঁর সেই অমৃতময় আশাভরা বাণী পেয়ে মানুষের অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়েছে, চিত্তের বিভ্রান্তি অভ্রান্ত আলোকসম্পাতে অপগত হয়েছে, পথহারা পেয়েছে পথ, জীবনে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পেয়েছে সবাই। ইষ্টকেন্দ্রিক সদ্‌ভাবনা ও সুকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তা' শ্রীশ্রীঠাকুর নানা ভাবে, নানা ছন্দে তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথার মধ্যে ধোঁয়াশা কোথাও নেই। সমস্ত সমস্যার জট ছাড়িয়ে প্রতিটি জীবন কিভাবে সরল ছন্দে ঈশ্বরাভিমুখে প্রবাহিত হ'তে পারে, তার সুস্পষ্ট নিশানা তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিপুল বাণীসম্ভার অবতীর্ণ হয়েছে বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি, সংস্কৃত, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায়—গদ্যছন্দে ও পদ্যছন্দে। তাঁর সুদীর্ঘ একাশী বৎসরের লীলাকালে যখন যে-বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তা' লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে তাঁর দেওঘর-অবস্থানকালে প্রদত্ত কেবলমাত্র বাংলা গদ্য বাণীগুলি তারিখ ও সময়ের পারম্পর্য্য অনুযায়ী সাজিয়ে "আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ" নামক গ্রন্থ

প্রকাশ করার অভিপ্রায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং ব্যক্ত করেছিলেন।

বাংলা ১৩৮১ ( ইং ১৯৭৫ ) সাল থেকে এই আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ নামক অমূল্য গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ঐ ধারার ত্রয়োদশ খণ্ড। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, নারীধর্ম্ম, ব্যবহারবিধি, ইত্যাদি বহু বিষয়ের সন্নিবেশ হয়েছে। বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত দু'টি আশিস্-বাণীও এই গ্রন্থের অন্তর্ভু'ক্ত হয়েছে। ক্রেতাগণের সুবিধার্থে এই খণ্ডে পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা শতাধিক পৃষ্ঠা বর্দ্ধিত ক'রে দেওয়া হ'ল। এর ফলে, খণ্ডসংখ্যা কমে যাবে এবং পাঠকবর্গ একসঙ্গে অনেকগুলি বাণী পেয়ে যাবেন। এখন থেকে প্রতি খণ্ডই এইভাবে ( আনুমানিক পঁচিশ ফরমা ক'রে ) পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা থাকবে।

এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে মোট ৩৬৬টি বাণী। প্রথম বাণীটির অবতরণকাল ইং ২০।৩।১৯৫৩, বিকাল পাঁচটা। এবং সর্ব্বশেষটি অবতীর্ণ হয় ইং ২৯।৯।১৯৫৩, রাত আটটা পঞ্চাশ মিনিটে।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে যাবতীয় বক্তব্য প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেই উল্লিখিত হয়েছে। অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ কথা এই।—বিংশ শতাব্দীর এই সমস্যাবিক্ষুব্ধ ভীতিবিহ্বল ধরণীকে ক্ষেমপ্রসূ ধ্রুব পন্থার নির্দ্দেশ দানে অভিস্নাত ক'রে তুলতে নরবপুধারী পরমপুরুষকে এক-এক দিনে কত ভাবের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে তারই সময়-তারিখ সহ ঐতিহাসিক উল্লেখ এই মহাগ্রন্থের বিষয়। সেদিক দিয়ে এ গ্রন্থের উপযোগিতা শুধু বর্ত্তমান কালের নয়, যুগযুগান্তের। আমাদের কামনা—প্রতিগৃহে এই গ্রন্থ রক্ষিত হোক এবং এর নিত্য অধ্যয়ন, মনন ও অনুশীলন ব্যষ্টি তথা সমষ্টি-জীবনে নিয়ে আসুক ধীদীপ্ত স্থৈর্য্য, অচঞ্চল ক'রে তুলুক জীবনের প্রতি প্রত্যয়, প্রবুদ্ধ ক'রে তুলুক সবাইকে সাত্বত সুকেন্দ্রিক চলনে। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
শুভ বিজয়া দশমী, ১৩৯৮

প্রকাশক
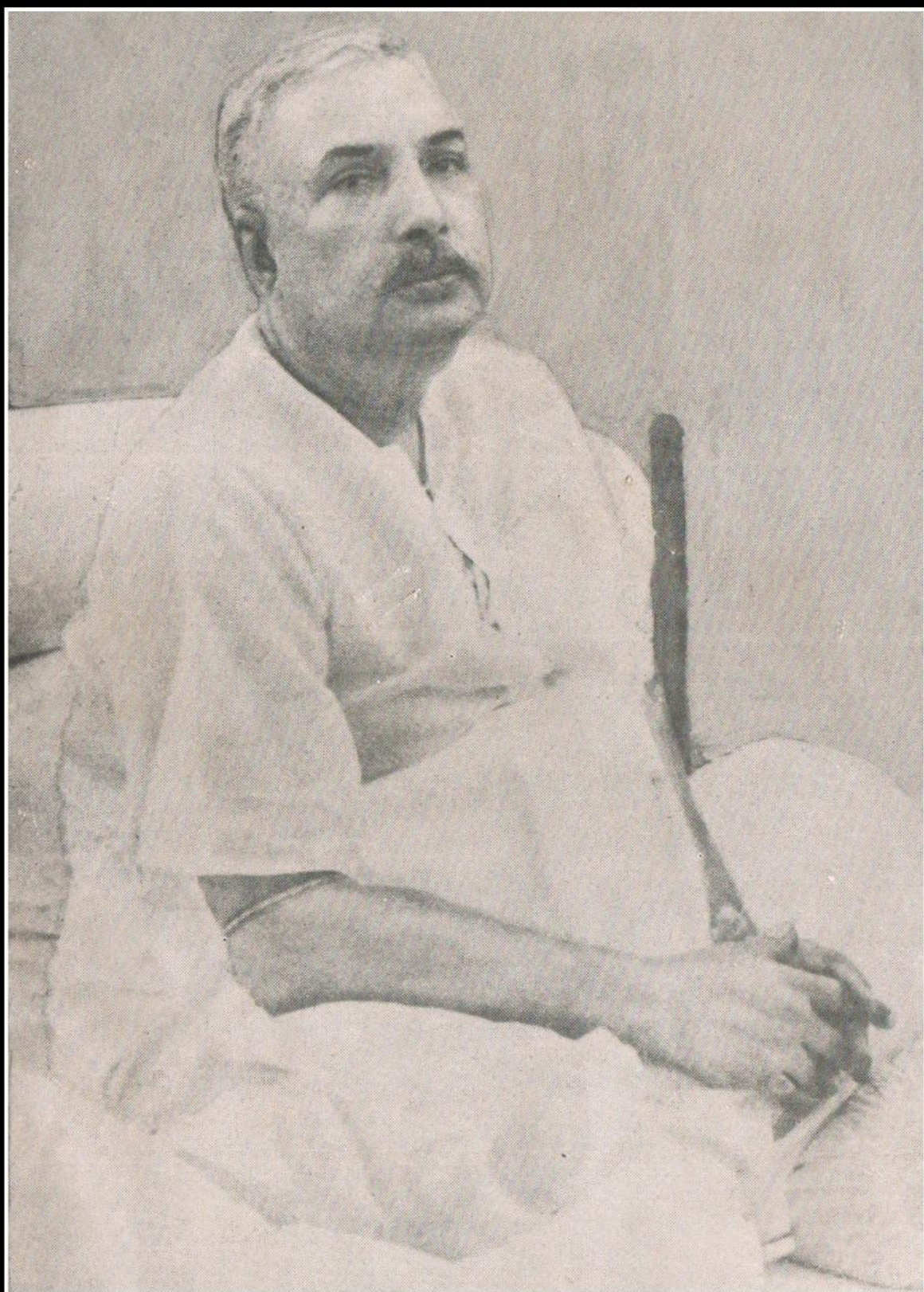
# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

তোমার প্রবৃত্তিগুলি
বিক্ষুব্ধ অস্মিতার
অনবনত উদ্ধত প্রেরণায়
যতই এলোমেলো ফাটল সৃষ্টি ক'রে তুলবে,—
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে
যেখানেই প্রিয়-প্রয়োজনায়
নিয়োগ করতে যাবে,
প্রতিটি কথার অর্থ
তোমার ঐ এলোমেলো ধারণায় ব্যাহিত হ'য়ে
নানা রকমারির সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে ততই ;
ফলে, তুমি প্রিয়-চাহিদা-পূরণ-সার্থকতার
আত্মপ্রসাদকে উপেক্ষা ক'রে
প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ চাহিদা-পূরণে ব্যাপৃত হ'য়ে
ব্যর্থ সার্থকতার ব্যাহৃতিতে
নিজেকে পরিচালিত করবে ;
তুমি যদি প্রবৃত্তি-বিক্ষুব্ধ প্রমত্ততায়
এলোমেলোভাবে চলতে থাক—
তাহ'লে যিনি হয়তো তোমার পরমার্থ,
যাঁকে দিয়ে তুমি সব পেয়েছ,
তাঁরই সেবা-সৌকর্য্য হ'তে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে
ব্যাঘাতের উপাসনায়
বিপর্য্যয়কে আমন্ত্রণ ক'রে চলবে ;
তোমার আপূরণী যিনি,

তোমার অন্তর্দেবতা যিনি,
তোমার লাখ সদিচ্ছা সত্ত্বেও
তাঁকে আপোষণ ক'রে তুলতে পারবে না,
বিড়ম্বিত প্রেত-অভিসারে চলাই
তোমার পরম-সার্থকতা হ'য়ে উঠবে ;
তুমি এখনও যদি
তোমার ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে মোচড় দিয়ে
তোমার ঐ এলোমেলো চলার রাস্তা হ'তে
প্রতিনিবৃত্ত না হও,
অন্তঃকরণকে প্রিয়চর্য্যার
ইরম্মদ-আবেগে নিয়োজিত না কর,
তবে ঐ দুরাগ্রহ দৈন্য
তোমাকে অশেষ বিকৃতির বিড়ম্বনায় ফেলে
বিমর্দ্দিত ক'রে চলবে ;
তোমার অন্তঃকরণের ধাঁজই এমনতর হবে,
যা'র ফলে, তোমার সম্মুখের উদাত্ত পথ
গভীর-তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে
ঐ নিকটতম স্পষ্ট যা'-কিছু সবকেও
দুর্ব্বোধ্য ক'রে তুলবে,
সিন্ধুকূলেও তোমার জলাভাব মিটবে না ;
তুমি যদি সুকেন্দ্রিক নিয়মনায়
আত্মানুশাসন-তৎপর হ'য়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না কর,
ঐ অমনতর চলন
শুভ ও শিবদ হ'য়ে উঠবে না তোমার পক্ষে,
সাবধান !
একাগ্র হও,—
অধিবেদনায় আপ্লুত হ'য়ে
অনুচর্য্যী অনুপোষণায়
প্রিয়ার্থকেই তোমার স্বার্থ ক'রে তোল—

কুশলকৌশলী দক্ষতায়,
বোধায়নী তৎপরতা নিয়ে,
তদর্থে সকলকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
ঈশ্বর যা'-কিছুর ছন্দ-প্রগতি,
স্বচ্ছন্দতা তাঁ'র ছান্দিক অর্থ,
এলোমেলো যা'-কিছু
তা'তেই তিনি উৎসারণ-সম্বেগী হ'য়ে ইতস্ততঃ,
তিনি চঞ্চল হ'য়েও স্থাণু। ৫০৩৯।
২০।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

তোমার অন্তর্নিহিত উচ্ছল আবেগ
যে-চাহিদায় অন্তরাসী হ'য়ে
অভিনিবেশ-সহকারে
তৎপ্রাপ্তির অনুবেদনায়
যেমন ক'রে তা' হয়,
তদনুগ নিয়মনায়
সুসঙ্গত পরিবেদনায়
তোমার করণ ও চলনাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যেমনতর নিষ্পন্নতায়
আরূঢ় হ'য়ে উঠবে—
তদনুপাতিক আত্মনিয়মনে,—
হবেও তাই ;
এই হ'চ্ছে—
বিধিবিনায়নী তৎপরতায় হ'য়ে পাওয়া,
ঐ পাওয়ার বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
তোমার চাহিদা
যতই উদগ্র হ'য়ে উঠুক না কেন,
ঐ হওয়াও হ'য়ে উঠবে না,
পাওয়াও জুটে উঠবে না,
কথায় বলে—

'যা চায়, তাই পায়,
বিধি কারও বাম নয়' ;
ঈশ্বর আত্মিক-সম্বেগ,
চাহিদার আকূতি-দীপনা,
হওয়ার আত্মবিনায়নী সংশ্রয়,
পাওয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ। ৫০৪০।
২১।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-৫

আবার বলি—
অশ্রেয় কুলে কন্যাদান অসিদ্ধ,
তা'তে পুরুষের স্বামিত্ব
বা মেয়ের বধূত্বই অর্শে না,
তাই, তেমনতর ব্যাপার সংঘটিত হ'লেও
উক্ত বিবাহকে অসিদ্ধ জ্ঞানে
ঐ কন্যাকে যদি শ্রেয়বরে সমর্পণ করা যায়,
তা' বৈধ ও বিধেয় বলেই গণ্য ;
অশ্রেয় বর মানেই হ'চ্ছে
বর্ণে, বংশে অথবা কুলমর্য্যাদায়.
বিদ্যায়, যোগ্যতায়,
যে কন্যা অপেক্ষা নিকৃষ্ট,
অর্থাৎ, যে-পুরুষে বিদ্যা ও যোগ্যতা
জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে নি—
তা'র বর্ণ ও বংশানুগ ভিত্তিতে,
তা'র ভিতর সর্ব্বতোভাবে গণ্য হ'চ্ছে
বর্ণ ও বংশ,
বর,
বর্ণ ও বংশে অন্ততঃ সমান হওয়া চাই,
আর, শ্রেষ্ঠ হ'লে তা' তো গৌরবেরই,
মেয়ের সমকুলে বিবাহ
গৌরবেরও নয়,

অপযশেরও নয়,
উচ্চ কুল বা বর্ণ-সহ
বর যদি বিদ্যা ও যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হয়,
তাহ'লে তো আরো ভাল হয়,
তা' ছাড়া, কুলব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা
স্বাস্থ্য, আয়ু, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা,
নিষ্ঠা, তপানুচর্য্যা, দান ও আবৃত্তিতে
স্বস্তি-সমন্বিত কিনা
মোটামুটি এইগুলির হিসাব ক'রে
মেয়ের কুল ও স্বামীর কুলের
সমঞ্জসা সঙ্গতি যেখানে পাওয়া যায়,
সেই স্থানেই কন্যাদান বিধেয় ;
আর, তা'তে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীও সুখী হয়,
এবং তৎ-নিঃসৃত জাতকও
জীবনে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে,
রজস্-দীপনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
তাই, জনননীতির নিয়মকে সার্থক ক'রে
বিবাহানুবন্ধন অর্থাৎ পরিণয়-সংঘটন
একান্তই উচিত,
নয়তো, পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র
অপজাতকের আবির্ভাবে
নিয়ত খিন্নই হ'য়ে চলে,
গৌরব-দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না ;
তা' ছাড়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ
বা বিবাহ-বর্জ্জনকে যদি উৎসাহিত কর,
তবে তা'ও সমাজকে বিশৃঙ্খল ক'রে তুলবে,
এবং জাতক-জীবনও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
তাই, তা' সর্ব্বথা গর্হিত ;
ঈশ্বর চির-গরীয়ান,
উদ্গতি-অভিযাগে তিনি অধিভূত,

শ্রেয়-সন্দীপনায়
প্রীণন-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী তৎপরতায়
তিনি জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ৫০৪১।
২১।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-২৫

কুল মানবে না—
বিয়ে দেবে,
ভুল ছাড়বে না,
খানায় পড়বে,
উপঢৌকন পাবে অভিঘাত। ৫০৪২।
২১।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

বর্ণ-বৈশিষ্ট্যে যদি অভিঘাত হান,—
তোমাকে আত্মঘাতী হ'তেই হবে,
বর্ণানুগ আত্মনিয়মন হ'তে
যদি বিরত থাক,
বৈশিষ্ট্যকে বিবর্দ্ধিত ক'রে যদি না তোল,—
মানুষকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে না,
তোমার মস্তিষ্কই এমনতর
হীন-ধী-প্রবণ হ'য়ে উঠবে যে,
কোন বৈশিষ্ট্যকেই সম্মান করতে
পারবে না,
সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে পাবে না,
মর্য্যাদাই বুঝতে পারবে না তা'র,
তাই, তোমাকে ইতর প্রসাদ-পরিভৃত হ'য়ে
চলতে হবে,
আর তাই নিয়ে

জীবনকে পরিপালিত করতে হবে—
উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের মত। ৫০৪৩।
২১।৩।১৯৫৩, সকাল ১০টা

পণ-ভুক যা'রা,
কিংবা পাত্র ও কন্যা-পক্ষের একপক্ষ
যেখানে অন্য পক্ষের সামর্থ্যকে
লাঞ্ছিত ক'রে
দান-সামগ্রী বা যৌতুক নিষ্কাশিত করে,
সেখানে তা'দের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করাই
গণ-কল্যাণপ্রসূ,
তা'দের অন্নজল গ্রহণ করাও
গণ-কল্যাণবিরোধী,
অবশ্য, সাধ্যমত সালঙ্কারা সদক্ষিণা
কন্যাদানই সব থেকে শ্রেয় এবং শিষ্ট ;
পণভুকরা সংকীর্ণ-স্বার্থ-প্রলুব্ধ হ'য়ে
বর্ণ, কুল, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের
সরাসরি অশুভাকাঙ্ক্ষী,
কল্যাণ-সংঘাতী ;
তা'রা নিন্দিত-সত্তা তো বটেই—
তা' ছাড়া, গণঘাতী, গণদূষক তা'রা,
এদের স্বার্থ-অনুধ্যায়িতা
সমাজ ও রাষ্ট্রকে বঞ্চিত ক'রে
ইতর-অনুদীপনাকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
ওরা পরিধ্বংসের স্বাগতম্-সুহৃদ ;
তাই, তুমি যদি এ দোষ-আক্রান্ত হ'য়ে থাক,
এখনই তা' পরিহার কর,
ঐ দোষদুষ্টদিগকে নিরাময় ক'রে
সমাজকে স্বস্থ, সমৃদ্ধ
ও সুজাতক-সম্ভাবনা-সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;—

নয়তো, একটা ঘোড়ার পায়ের নালের জন্য
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
যোগ্যতার অভিদীপনা,
এমন-কি, তোমার রাষ্ট্রকেও পর্য্যন্ত
অদূর ভবিষ্যতে হারাতে বাধ্য হবে ;
সাবধান !
ঈশী-সম্বেগ যেখানে সঙ্কুচিত,
জীবনও সেখানে প্রবঞ্চিত। ৫০৪৪।

২১।৩।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

তুমি যা'কে যেমনতরই ভালবাস না কেন,
ঐ ভালবাসা যতই বাস্তবে
রূপায়িত হ'য়ে উঠবে তোমার অন্তরে,—
অন্তরাসীও হ'য়ে উঠবে তুমি ততই—
তা'র পালনে, তোষণে, পোষণে ও পূরণে ;
আর, ঐ ভালবাসা, ভক্তি বা প্রীতি
বাস্তবতায় যত চ্যুতিদুষ্ট,
তখনই তুমি আত্মপালনী, আত্মপোষণী,
আত্মপূরণী তৎপরতায়
তৎপর হ'য়ে উঠবে তেমনি—
স্বীয় স্বার্থকেন্দ্রিকতায়
তদর্থকে উপেক্ষা ক'রে,
আর, তা'কে পরিচর্য্যায় পরিপ্লুত করার ধান্ধা
তোমাকে পেয়ে বসবে না,
পেয়ে বসবে—
আত্মপোষণী ও তৎ-শোষণী
চালবাজী কপট প্রীতি-অভিব্যঞ্জনা,
কিংবা তা'র প্রতি উপেক্ষা ;
তাই, যদি কাউকে ভালই বেসে থাক,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে

তদর্থ-অনুপূরণায় তৎপর হ'য়ে ওঠ,
তৎ-স্বার্থেই স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ,
ঐ প্রীতিই তোমার অন্তরে
অচ্যুত কর্ম্মদীপনা প্রজ্জ্বলিত ক'রে
তোমার অন্তরকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,—
সফল কর্ম্মী হ'য়ে উঠবে তুমি—
জীবনে উদ্বর্দ্ধনা লাভ ক'রে ;
অবশ্য, তোমার ঐ প্রীতি বা ভালবাসা
যেমন পাত্রে
অচ্যুত যোগ-দীপনায় নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তোমার সাত্ত্বিক নিয়মনও
তেমনতরই সংঘটিত হয় ;
ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ,
এই প্রেমই কর্ম্মদীপনা,
আবার, এই আগ্রহদীপ্ত কর্ম্মদীপনাই
নিয়ে আসে শক্তি,
নিয়ে আসে ধৃতি ;
ঈশ্বরই সর্ব্বার্থ-আপূরণী কেন্দ্র,
ধৃতির আত্মবিনায়নী সম্বেগ,
ঈশ্বরই শক্তি-সন্দীপনা । ৫০৪৫ ।
২১।৩।১৯৫৩, বিকাল ৩-১৫

পুরুষের পৌরুষ-সম্বেগ-অনুস্যূত
জনি-বিনায়ন স্থিতিস্থাপক ;
কিন্তু নারীর অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত
রজস্-দীপনা
ডিম্বকোষের ভিতর যে রজোবিন্যাস
সৃষ্টি ক'রে থাকে—
যা'কে স্ত্রী-জনি বলে,
তা' পুরুষ-সঙ্গত অনুক্রমণায়

যথাপ্রকৃতি সজ্জিত হ'য়ে
মর্ম্মে ঐ পৌরুষ-সন্দীপ্ত ধারণার রেখাপাত করে ;
তাই, যে-নারী
যত পুরুষের সঙ্গতি লাভ করে,
রজোবিন্যাসও তা'র তেমনতরই
ঐ ঐ সম্বেগ-অনুপাতিক
বিন্যাস-বিধৃত হ'তে চায় ;
আবার, বহুপুরুষগামী যে-স্ত্রী,
তা'র বিন্যাসও অমনতরভাবে
বহু পুরুষে বিন্যাসিত হ'য়ে
একটা বিড়ম্বিত বিকার সৃষ্টি ক'রে তোলে—
বিধানকে বিক্ষুব্ধ ক'রে,
ফলে, পুরুষ-বীজানুগ রজোবিন্যাসও
তেমনতর সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,—
সুজননও ক্ষুব্ধ হয়,—
ঐ অন্তরের ধৃতিরেখা-অনুবেদনী
অনুধায়ী বিড়ম্বনায় ;
আবার, নারীর বহুগমনাধিক্য
যে-ক্ষেত্রে যত বেশী হয়—
সেখানে প্রকৃতি বা বৈধানিক স্বভাবই
তা'র গর্ভধারণ ক্ষমতাকে নিরুদ্ধ ক'রে তোলে ;
তাই, নারীর বহু পুরুষ-সঙ্গতি
সৃজন-বিক্ষোভী, ব্যতিক্রমী,
কিন্তু পুরুষের বেলায় তেমনি নয়কো,
সেজন্য এক পুরুষ
বৈধী অনুক্রমণায়
বহু স্ত্রীর স্বামী হ'তে পারে,
কিন্তু একই নারীর পক্ষে
বহু পুরুষের স্ত্রী হওয়া—
বিকারের বিড়ম্বিত আহ্বান ছাড়া

আর কিছুই নয়কো ;
ঈশ্বর পরম পুরুষ—
প্রকৃতির বহু আলিঙ্গনেও
তিনি সলীল—
প্রদীপ্ত সম্বেগ। ৫০৪৬।
২১।৩।১৯৫৩, বিকাল ৩-৪০

পুরুষের পৌরুষ-সত্তা বা পৌরুষবীর্য্য
স্থাস্নু—স্থিরপ্রকৃতিসম্পন্ন,
নারীর রজস্-দীপনা বা রজঃপ্রকৃতি চরিষ্ণু,
চলন-সম্বেগী অর্থাৎ চলৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন,
আবার, যে পুরুষের স্থয়ীভরণ
যত শক্তিসম্পন্ন—
বিশেষ বিন্যাসে অবস্থিত,—
সে তত উন্নত সত্তা,
ব্যক্তিত্বও তা'র উন্নত-বিন্যাসী,
কুলের মর্য্যাদা সেইই ;
আবার, নারীর রজস্‌দীপনা বা রজস্-সম্বেগ
চরভরণ-সম্পন্ন ;
সে যেমনতর পুরুষে অনুরক্ত ও সংশিলষ্ট হয়,
সেই অনুযায়ী
তৎপোষণী চর-বিন্যাসী হ'য়ে ওঠে,—
এই যোগারূঢ় রজস্-দীপনা যা'র যত বেশী,
তা'র ব্যক্তিত্বও তেমনতর উন্নত-বিন্যাসী ;
আবার, কোন পুরুষের স্থয়ীভরণ
যদি দুর্ব্বল হয়,
আর, তা'র স্ত্রীর চরভরণ
যদি শক্তিসম্পন্ন হয়,
তাহ'লে ঐ স্থয়ীভরণকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
চরভরণ শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,

ফলে, তদনুসৃষ্ট জাতকও তেমনি
অস্থির, বিকৃতিসম্পন্ন হয়—
যেমন প্রতিলোম-সংস্রবে হ'য়ে থাকে ;
তাই, নারী যদি পুরুষ-বৈশিষ্ট্যের
অনুপোষণী না হয়—
তা'র প্রকৃতিতে,
বর্ণ-বৈশিষ্ট্যে
ও আত্ম-বিনায়নায়,
তাহ'লে ঐ অন্বিত সত্তা
ও তদনুসৃষ্ট জাতকও
অপকৃষ্টই হ'য়ে থাকে,
আর, তদন্বিত অনুপোষণী হ'লে
শ্রেয়-সৃজী হ'য়ে ওঠে,
তাই, নারীর অশ্রেয়-সঙ্গতি
পরিধ্বংসেরই সৃজন-আরতি ;
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই প্রেয়,
ঈশ্বরই
অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সন্দীপ্ত জীবন-প্রবাহ—
সম্বর্দ্ধনা-সন্দীপী ব্যক্তিত্বের উৎসৃজী-সম্বেগ।৫০৪৭।
২.১।৩।১৯৫৩, বিকাল ৪-৩০

স্থাস্নু পৌরুষ-দীপনার স্থয়ী-সম্বেগ
চর-প্রকৃতিতে সঙ্গতি লাভ ক'রে
স্থয়ন-আবেশে
স্থপন-সম্বেগী হ'য়ে
এক হ'তে অন্যে
স্থপন-চলায় স্থাপিত হ'য়ে
কত গুণ হ'তে গুণে
রূপ হ'তে রূপে

আন্দোলিত হ'তে হ'তে
সসত্ত্ব-অভিদীপনায় থেকে
চলন্ত হ'য়ে চলেছে ;
এই থাকাটাই অস্তি,
আর, থেকে উৎক্রমণী চলনটাই সম্বর্দ্ধনা—
বিবর্ত্তনের আরতি-সম্বেগ,—
যা' আরো হ'তে আরোতে
নিজের সত্তাকে বিনিয়ে-বিনিয়ে
রকমারি চলনে
বর্দ্ধনে বিন্যাসিত হ'য়ে
স্ফুরণার অফুরন্ত সম্বেগে
নিজেকে বিস্তার ক'রে চলেছে ;
আবার, চর যেখানে প্রবল,
তা' স্বতঃই স্থয়ীকে আত্মসাৎ ক'রে,
নানা বিচ্ছিন্নতায় বিধায়িত ক'রে,
অবস্থান্তর, রূপান্তর বা গুণান্তরে
অন্বয়-পরায়ণা ;
আবার, এই স্থয়ী প্রবল যেখানে,
চর সেখানে চলৎশীল হ'য়েও সংহত,
উন্নত-পরাবর্ত্তনী,
আত্মনিয়মনে ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
বিবর্ত্তনে নিজেকে বিধায়িত ক'রে
বিন্যাস-পরিক্রমায় প্রবর্দ্ধন-নিরত ;
এই স্থাস্নু যা',
তা'ই পুরুষের স্থয়ী-সম্বেগ,
পৌরুষ-বীর্য্যবাহী ;
চরিষ্ণু যা' তা'ই চর-সম্বেগী—
রজস্-দীপন-দীপ্ত ;
স্থয়ী পুরুষ, চর প্রকৃতি,
অর্থাৎ, স্থয়ী ঋজী, আর চর যা' তা' রিচী ;

এই প্রকৃতি-পুরুষের
সলীল সঙ্গীতিই হ'চ্ছে—
সৃজন-দীপনী ভোগ-আরতি,
তাই ভগবান মনু বলেছেন—
'যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু, চরিষ্ণু চ
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি।'—
'যখন জীব অণুমাত্রিক হয়ে স্থাস্নু ও চরিষ্ণু বীজে
প্রবেশ করে,
তখন তাহা সৃষ্ট হয় ও মূর্ত্তি গ্রহণ করে।'
এই সঙ্গীতি যেখানে ব্যভিচারগ্রস্ত,
দুর্ভোগও সেখানে দুস্তর হ'য়ে
ফাটল-সংক্ষুধ ;
স্থয়ী-ভরণ যেখানে প্রদীপ্ত,—
অভিব্যক্তিও স্থাণু সেখানে,
ব্যক্তিত্বও পুষ্ট, সুসংহত,
বোধমর্ম্ম-বিনায়িত ;
আর, চর-ভরণ যেখানে প্রবল—
স্থয়ীকে উল্লঙ্ঘন ক'রে,
তদ্-যোগানুগ না হ'য়ে,—
স্থয়ী-দীপনাও সেখানে
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, ইতস্ততঃ-চলৎশীল,
ব্যক্তিত্বও সেখানে সঙ্কীর্ণ,
বোধিমর্ম্মও মূঢ়, অবষ্টব্ধ ;
তাই, ঈশ্বরই স্থয়ী-দীপনা,
ঈশ্বরই চর যা'-কিছুরই স্থয়ী-সম্বেগ,
ঈশ্বর স্থির, অচঞ্চল, বশী, চরপ্রভু। ৫০৪৮।
২১।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫

মানুষের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
যা' তা'র নয়

বা যা' তা'র নাই,
সেই দিকে হাত বাড়িয়ে
তা'কে আয়ত্তীকরণ-প্রচেষ্টা
বা আপ্তীকরণ-প্রচেষ্টা,
বিশেষতঃ সঙ্কীর্ণমনা যা'রা,
সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপ্রয়াসী যা'রা,
তা'দের আবার এমনতরই প্রবৃত্তি—
যা'কে তা'রা বোঝে বা জানে
তা'দের নিতান্তই আপনার,
যা'কে না চাইলেও তা'রা পাবেই,
তা'কে পোষণ-পালনী প্রবর্দ্ধনায়
পুষ্ট না ক'রে,
অনুচর্য্যা না ক'রে
উপেক্ষা করে,
অবজ্ঞা করে,
তদনুগ আত্মনিয়মনী পরিচর্য্যায়
নিজেদের বিন্যাস ক'রে,
তার প্রীতিপোষণ-প্রদীপনাকে প্রবৃদ্ধ করার
ধার ধারতে চায় না তা'রা,—
মূর্খ, মূঢ় আবেগের লক্ষণই অমনতর,
কিন্তু যা'কে তারা বোঝে যে,
সে তাদের যে-কোন মুহূর্ত্তে
ত্যাগ করতে পারে,
বা যা' হ'তে দুর্দ্দশা-নিষ্পেষিত হ'তে পারে,
কিংবা যা'র বিরাগ-আঘাতে
তা'দের হৃদয় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতে পারে,
তা'র প্রতি আগ্রহ-আতুর হ'য়ে ওঠে তা'রা ;
তা'রা অনুগতকে সহ্য করতে পারে না,
তাই, তা'কে শোষণে প্রবঞ্চিত করতে
একটু দ্বিধাও বোধ করে না,

ফলে, প্রবঞ্চনা অবজ্ঞা-বিধুর
রোষ-কশায়িত লোচনে
তাকেও প্রবঞ্চিত করতে
ত্রুটি করে কম,
তা'দের প্রীতি
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তদর্থে অন্বিত হ'য়ে
ঐ অনুক্রমণায় বিস্তারই লাভ করতে পারে না,
ভূমায় ভৌম হ'য়ে উঠতে পারে না,
সম্বর্দ্ধনী চলনও তা'দের
দুর্দ্দশা-ধুক্ষিত হ'য়ে চলে ;
মূর্খ, স্বার্থান্ধ, সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণ-সম্পন্ন
বোধিপ্রকৃতির অভিব্যক্তি অমনতর—
কোথাও-কোথাও ;
আবার, এর উল্টোও দেখতে পাওয়া যায়,
তা'রা হয়তো যা'কে আপন ব'লে মনে করে,
কেবলমাত্র তা'তেই মগ্ন ও মুগ্ধ হ'য়ে
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে থাকে,
তা'দের ঐ প্রীতি বিস্তার লাভ করে না ;
যদি হৃদয়কে ভরপুর রাখতে চাও,
শ্রেয়ার্থ-পোষণী হ'য়ে
ভরণ-সম্বেগী হ'য়ে ওঠ তাঁরই,
অভাবের যত ভ্যাংচানিই আসুক না কেন,
ভরণ-প্রদীপ্ত স্বভাব
তা'তে দৃকপাতই করবে কম ;
ঈশ্বর প্রীতিদীপ্ত বর্দ্ধনার
সুকেন্দ্রিক সাম-সঙ্গীত,
আবেগ-বর্দ্ধনী আলিঙ্গন,
আত্মনিয়মনী বোধিসত্ত্ব। ৫০৪৯।
২২।৩।১৯৫৩, সকাল ৮-৫০

কোন স্ত্রীলোক স্বীয় পুরুষের অজ্ঞাতসারে
যদি তা'র অর্থ, বিত্ত বা অন্য কিছু
অপহরণ ক'রে,
আত্মভোগ-প্রণোদনায় ব্যবহার করে,
বা নিজস্ব প্রীতি-সম্পর্কীয় যা'রা
তা'দিগকে দেয়—
স্বীয় পুরুষকে শোষণ ক'রে,
ঐ পুরুষের সম্পোষণী স্বার্থ না হ'য়ে,
তবে সে একানুধ্যায়ী অনুচর্য্যা-নিরত
থাকার ফলে
যে কর্ম্ম ও বোধি-বিন্যাস সংসাধিত হ'ত
তা' হ'তে বঞ্চিতই হ'য়ে ওঠে,
সে
সার্থকতায় আপূরিত না হ'য়ে
বিক্ষুব্ধ দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠে,
স্বভাব তা'কে কিছুতেই ত্যাগ করে না,
ঐ চৌর্য্য-প্রকৃতি এমনতর কপটজাল
বিরচিত ক'রে
তা'র বোধধৃতিকে
ফাটল স্ফুটবিধুর ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, তা'র অন্তঃকরণ দীর্ণতায়
খান-খান হ'য়ে
বিকৃত ধারণার ছন্নতায়
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
শূন্যতায় হাহাকার করতে থাকে,
ধুক্ষিত ধক্‌ধকানির দরুন
তা'র হৃদয়
স্থিতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে চলতে পারে না,
মর্ম্মর-ফাটলের মত
সত্ত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে,

মৃত্যুভীতি ও জীবনভীতি
তার অস্তিত্বকে শঙ্কান্বিত ক'রে
দুর্দ্দশার দিকে
ধাক্কা দিতে দিতে নিতে থাকে ;
তুমি যদি তোমার স্বীয় পুরুষের
কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখতে পার—
তবে তা' নিয়ে
শুভ-সন্দীপনায়
তৎপোষণী আবেগ নিয়ে
তা'রই আপদ-মুক্তির জন্য প্রস্তুত থেকো ;
সে-সংরক্ষণা তোমাকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলবে না,
বরং প্রসাদমণ্ডিতই ক'রে তুলবে ;
যদি এমনতর ক'রে থাক,
এখনও সাবধান হও,
কাপট্য ছাড়,
নিজেকে ইষ্টার্থপরায়ণ
আত্মবিনায়নী তৎপরতা
ও তদনুগ পরিপোষণায়
নিরত ক'রে তোল,
বাঁচবার পথ এখনও প্রশস্ত ;
ঈশ্বরই পরম পবিত্র,
সুকেন্দ্রিক পরিবেদনী পরিপোষণার ভিতর-দিয়ে
তিনি প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
তিনি সাধ্বীর সাধনা,
তিনি পতিতের উদ্ধাতা,
তিনিই পরম-পুরুষ,
শ্রদ্ধোষিত ভক্তি-অনুচর্য্যাই তাঁর অর্ঘ্য,
আত্মবিনায়নী সম্বর্দ্ধনাই তাঁর অবদান । ৫০৫০ ।
২২।৩।১৯৫৩, সকাল ১০টা

পতিব্রতা সতী সাধ্বী রমণীর সন্তান-সন্ততি
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়ন-তৎপর হ'য়ে ওঠে,
কারণ, তা'র অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
এমনই দৃঢ় চলৎশীল,
যা'র ফলে ঐ সন্তান-সন্ততির
বৈধানিক বিনায়না
অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে,
ব্যক্তিত্বও ঐ সংগঠনে সংগঠিত হ'য়ে থাকে ;
সম্বেগ যেখানে শ্লথ,—
আত্মবিনায়ন-তৎপরতা
ও অনুচর্য্যী অনুবেদনাও
সুসঙ্গতি নিয়ে
সেখানে বিন্যাস-বিবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
বোধিমর্ম্মও তেমনি অবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
যে কুল, যে পুরুষানুক্রম
ও যেমনতর তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পুরুষের অন্তর্নিহিত জনি
এবং নারীর অন্তর্নিহিত রজস্-দীপনা
যেমনতর বিন্যাস-সংস্থ হ'য়ে ওঠে,
তা'দের বোধি, বিবেচনা, বিচারণাও
তেমনি বাক্য, ব্যবহার, আচরণ-সমন্বিত হ'য়ে
তেমনতর ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ;
তাই, উপযুক্ত পরিপোষণী কুলের
পরিপোষণী প্রকৃতি-সম্পন্ন কন্যার সহিত
যদি উপযুক্ত পরিপূরণী কুলের
পরিপূরণী চরিত্র-সম্পন্ন পুরুষের
বিবাহ হয়,
তজ্জাত সন্তান-সন্ততিও
সেই বিধায়নায়

বিধৃত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে—
যদি অন্তঃক্ষেপ কিছু
সংঘটিত না হ'য়ে থাকে ;

ঈশ্বরের ব্যক্ত অভিদীপনাই
প্রেরিত পুরুষোত্তম,
তাঁতে আত্মবিন্যাস করাই
ঈশ্বরে আত্মবিন্যাস,
ঐ স্থায়ী বিন্যাস-সঙ্গীতিতে
যে যেমন সঙ্গত হ'য়ে ওঠে—
অচ্যুত ভাব-সম্বন্ধ হ'য়ে,
সে তদনুপাতিক
পরাবর্ত্তনী সংগঠনে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই পরাবর্ত্তনী সম্বেগ। ৫০৫১।
২২।৩।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

তোমার জীবন-সম্বেগ
যেমন চাহিদা-অনুক্রমণায়
তৎ-নিয়মনী তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-প্রদীপ্ত হ'য়ে চলবে—
একাগ্র অনুপ্রাণনায়
নিরন্তর হ'য়ে,—
তোমার বৈধানিক উপাদান-বিন্যাসও
সেই ধাঁজে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
তেমনতরই হ'য়ে চলবে—
তোমাকে যোগ্যতায় উপযুক্ত ক'রে ;—
প্রাপ্তিও ঘটবে তেমনি,
এই হওয়ার চলাই আত্মিক-অভিগমন ;
ঈশ্বর এক,

একাগ্র নিরন্তর অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
রূপায়িত হ'য়ে থাকেন তিনি। ৫০৫২।
২২।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩৫

ব্যভিচার-ব্যস্ত যা'রা,
প্রবৃত্তি-বিক্ষুব্ধ উদ্ধত যা'রা—
এমনতর লোক,
কুটিল উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণনা নিয়ে
মিষ্টি বাক্, ব্যবহার-সম্পন্নও যদি হয়,
তোমার সুবীক্ষণী সন্ধিৎসায়
সঙ্গতি-সহকারে
বোধিচক্ষু দিয়ে তাদের দেখে নাও—
চলনের কূটমাত্রাকে অভিনিবেশ-সহকারে
লক্ষ্য ক'রে,
রকম, ভাব, ভঙ্গী, দৃষ্টি, আচার-ব্যবহার
ইত্যাদির সমন্বয়ী অনুবোধনায়,
নির্ব্বাক অনুধাবনী বীক্ষণায় ;
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার হৃদয়ের
উৎসারণী তৎপরতা নিয়ে
এমনতর হৃদ্য বিনায়নায়
তা'দের সত্তার মর্ম্মস্থল স্পর্শ কর—
ইষ্টীচলনে অচ্যুত থেকে,—
যা'তে সে বা তা'রা
যা'ই হো'ক আর যেমনই হো'ক,
তোমার ঐ হৃদ্য অনুপ্রেরণা
তা'দের সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
তোমার প্রতি তা'দিগকে
এমনতর অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে তোলে,
যা'র ফলে তা'রা,
তোমার ইচ্ছা ও চাহিদার আপূরণে

ত্রস্ত ব্যস্ততা নিয়ে চলে—
আত্মপ্রসাদ-প্রণোদনায়,
তোমাকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করার
অনুপোষণা নিয়ে,
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে,
ঐ আত্মপ্রসাদী অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলতে ;
এমনটা দেখলেই বুঝবে—
তুমি তা'র সত্তার মর্ম্মকে স্পর্শ করেছ,
তোমার অস্তিত্ব তা'র ঐ মর্ম্মস্থলকে
অনুপোষণায় বিভামণ্ডিত ক'রে তুলেছে,
তোমাকে প্রীত করার অনুচর্য্যার প্রলোভন
সে এড়াতে পারছে না,
সঙ্গে-সঙ্গে তুমি তা'র প্রকৃতির
অসমঞ্জস অবিশ্বস্ত যে ধাঁজগুলি আছে,
তা' তোমাকে ব্যাহত, ব্যতিক্রান্ত বা বিপন্ন
ক'রে তুলতে না পারে—
এমনতর সতর্ক নিরোধ সৃষ্টি ক'রে
চলৎশীল থেকো ;
এর ফলে, তা'র প্রকৃতি যদি নাও বদলায়,
তোমার প্রীতি-প্রলোভন-সন্দীপনায়
সে তা'কে অনেকটা
অমনতরভাবেই সঙ্গত ক'রে তুলবে—
আশা করা যায় ;
তা'ও অন্তরালে তুমি
অনুবেদনী বোধ-নিয়মনায়
নিজেকে যেখানে যেমন ক'রে চালাতে হয়,
তা'র ত্রুটি ক'রো না,
মিশে না যাও,
ফাঁদে না পড়—

সেটাকে কার্য্যতঃ দীপ্ত রেখে,
আর, নারীই হো'ক, পুরুষই হো'ক,
ঐ ব্যভিচার-ব্যস্ত জীবন নিয়েও
সে যদি তোমাতে সংহত হ'য়ে
সুনিবন্ধ হ'য়ে
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তা'র প্রকৃতিকে তোমাতে অর্থান্বিত ক'রে
তুলতে পারে,
তা'তে কোনপ্রকার নিরোধ সৃষ্টি ক'রো না,
হয়তো তোমাকে পেয়ে
তা'র জীবন-চলনা বদলিয়েই যেতে পারে,
কিন্তু আত্মসংরক্ষণী নিরোধ ও আরতিকে
কখনই অবহেলা ক'রো না,
হয়তো, সত্তার স্বতঃ-নন্দিত আশীর্ব্বাদ
তা'কে ও তোমাকে
প্রসাদমণ্ডিত ক'রেও তুলতে পারে ;
ঈশ্বরই সব হৃদয়ের সাত্ত্বিক-মর্ম্ম,
ঈশ্বরই প্রীতি-অনুদীপনা,
ঈশ্বরই নিরাপদী নিরোধ—
ন্যায়, নীতি ও কুশলকৌশলী তৎপরতার
অনুদীপনী সম্বেগ। ৫০৫৩।
২৩।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

বরং অবৈধ বিক্ষেপবিহীন
নিকৃষ্ট-কুলসম্ভবা কন্যার পাণিগ্রহণ কর—
তা'ও ভাল,
কিন্তু তোমা হ'তে উচ্চ বর্ণ বা কুল-সম্ভবা
কন্যার পাণিগ্রহণ করতে যেও না কিছুতেই,
তা'তে তোমার
ও তোমার ঔরসজাত সন্তান-সন্ততির

ধী ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু,
তা'দের জৈবী-সংস্থিতি
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত হবে,
তা'দের বৈধানিক বিন্যাসও
বিকারগ্রস্ত হ'য়ে
তোমার বংশ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের
অশেষ অকল্যাণকে আবাহন করবে—
সংক্রমণের বিকৃত সংঘাতে ;
ঈশ্বর বিধি-বিনায়িত বৈধী নিয়মনী
বিবর্ত্তন-সম্বেগ,
বিধান ও ব্যক্তিত্বের
অনুস্যূত জীবনজ্যোতি। ৫০৫৪।
২৪।৩।১৯৫৩, সকাল ৭-৫০

বাস্তবতাকে এড়িয়ে ভাবুক হ'তে যেও না,
বাস্তবতার সহিত
যে-ভাবের সঙ্গতি আছে,—
তদনুধ্যায়ী আবেগ নিয়ে চলা ভাল ;
নয়তো, তুমি আত্মনিয়মনী কর্ম্মসঙ্গতি
ও বোধবিন্যাস-তৎপরতাকে
ছন্ন ক'রে তুলবে,
তোমার ব্যক্তিত্বও আকাশকুসুম-ধারণায়
অবশ হ'য়ে
বৈধী-বিবর্ত্তনাকে হারিয়ে ফেলবে কিন্তু ;
ঈশ্বর ইচ্ছাময়,
বোধিসত্ত্ব,
বিধি-বিনায়িত বিবর্ত্তন-সম্বেগ। ৫০৫৫।
২৪।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

অনুভব-আবেগের উত্তেজনা হ'তেই
আসে অভিব্যক্তি,

আবার, এই অনুভব-আবেগ আসে—
বৈধানিক বিন্যাস-সম্ভূত চিৎ-দীপনা
যখন সংঘাতপ্রাপ্ত হয়—
যে-কোন প্রকারে ;
অভিব্যক্তিকে অবলম্বন ক'রে
নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা কর—
অন্তর্নিহিত আবেগ ও অনুভবকে,
—তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক,
—বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রেই
তোমার অনুধায়নী বোধিচক্ষু
অন্তর্ভেদী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সাত্ত্বিক সম্বেগ,
সুসঙ্গত বিধানে তিনি স্বস্থ-চিতী। ৫০৫৬।
২৯।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫-১৫

উত্তর যেখানে সহজ ও স্বচ্ছ নয়,
তা'র মানে, সেই উত্তরের অন্তরীক্ষে
অনেক কিছু চাপা আছে,
বা তৎ-সম্বন্ধীয় ধারণা
সুসঙ্গত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
সুবীক্ষণী আত্মনিয়মনে
স্বস্থ হ'য়ে ওঠেনি,
অর্থাৎ চাহিদা ও ধারণা
এলোমেলো বা অগোছালো হ'য়ে
সার্থকতায় উপনীত হয়নি। ৫০৫৭।
২৪।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৭-২০

ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা,
তা'রা আপোষণী শ্রেয়কে অগ্রাহ্য করে,—
বিপরীত-সমর্থন-প্রবণতা তা'দের বেশী ;
কা'রও অবস্থার সমীচীনতাকে অবহেলা ক'রে
অন্যায্য ব্যাখ্যায়
ন্যায়কে তা'রা
নিজেদের
হীনম্মন্য মতলববাজী খেয়ালের সমর্থনে
নিয়োগ ক'রে থাকে—
ঐ তা'কে হেয় প্রতিপন্ন করতে ;
বিশ্বস্ততা প্রায়ই সেখানে কানা। ৫০৫৮।
২৪।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৩০

অশ্রেয় উদাহরণ—
যা' অস্তিবৃদ্ধির অন্তরায়,
তা' যেন তোমাকে লুব্ধ না করে ;
কারণ, এই লুব্ধ হওয়া মানেই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলা। ৫০৫৯।
২৫।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

সন্ধিৎসু সমীক্ষা,
বিনীত আপ্যায়না,
ত্বরিত তৎপরতা,
কুশলকৌশলী বাক্ ও কর্ম্ম-বিনায়ন,—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টনীতপা অনুবেদনায়
হৃদ্য অনুকম্পী অভিব্যক্তি নিয়ে
যতই স্বভাবসিদ্ধ,—
মানুষের ব্যক্তিত্বও সেখানে তেমনতর
সার্থক অন্বয়ে ফুটন্ত। ৫০৬০।
২৫।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৩০

অসৎ যা',
অসুষ্ঠু যা',
অস্তিবৃদ্ধির অন্তরায় যা',
দৃশ্যতঃ সৎ হ'য়েও
ভবিষ্যতের পক্ষে বিষাক্ত অকল্যাণপ্রসূ যা',
বৈশিষ্ট্য-সংঘাতী জাঁকজমকশীল যা',
তা' লাখ সাধু আখ্যায়
আখ্যায়িত হো'ক না কেন,
সেদিকে আনত হ'তে যেও না কিছুতেই,
এমন-কি, সমর্থনী সমালোচনাও
ক'রো না তা'র ;
তোমার অসৎ-নিরোধী পরাক্রম
খিন্নই হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ তা'তে,
তুমি আদর্শহীন ব্যক্তিত্বহারা
কুৎসিত সংক্রমণ-বাহী হ'য়ে চলবে ;
বরং দৃশ্যতঃ অসৎ হ'লেও
ভবিষ্যৎ যা'র শুভ-সন্দীপী,
আনত অভিবাদনে
তাঁর ধন্যবাদ-মুখর হ'য়ো,
কিন্তু মানুষের অস্তিবৃদ্ধিতে
যা' সংঘাত হানে
এমনতর অসতের প্রশ্রয়ী হ'তে যেও না ;
ঈশ্বরই সৎ,
ঈশ্বরই চিৎ,
ঈশ্বরই আনন্দ,
ঈশ্বরই শুভদ যা'-কিছুরই সৎ-সন্দীপনা। ৫০৬১।

২৫।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৩০

প্রেরিত-পুরুষোত্তমের আবির্ভাব
যখনই হ'য়ে থাকে,

প্রাচীনের সুসঙ্গত সূত্রে
বিন্যাস লাভ ক'রে
তিনি আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন—
অস্তিবৃদ্ধির আপূরণী উদ্‌গময়ক হ'য়ে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সাত্ত্বিক সম্বেগ নিয়ে,
তাই, ঐ প্রাচীনের তন্মাত্রিক সমাবেশ
তাঁ'র ভাষণ, চলন, চরিত্রে
মাঝে-মাঝে বিজলী আভার মতন
বিকশিত হ'য়ে থাকে ;
ব্রহ্মসন্দীপনা বা ব্রহ্মভাতি
তাঁরই ঐ সম্বুদ্ধ বিনায়িত সত্তার
অঙ্গজ্যোতি-রূপে
তত্তপা অনুরাগসন্দীপ্ত যা'রা
তা'দের সুকেন্দ্রিক বোধিদৃষ্টির
সুদীর্ঘ আয়তনে
গোচরীভূত হ'য়ে থাকে ;
অচ্যুত অনুচর্য্যানিরত রাগদীপনায়
নিবিষ্ট যা'রা,
মমতা-বিগলিত উৎসারণী অন্তর তাঁ'র
বৈশিষ্ট্যপালী গণ-অস্তিবৃদ্ধির
উদয়নী তৎপরতায়
স্বতঃই আলিঙ্গন করে তাদিগকে ;
তিনি জীয়ন্তদের ভিতর
জাগ্রত ঈশ্বর-প্রেরণা,
তিনি পরম জ্ঞানী হ'য়েও অজান,
সমস্ত বিপরীতের অন্বয়ী সঙ্গতিশীল
সমীচীন সার্থক কেন্দ্র,—
মানুষের পরম বান্ধব,
পরম আত্মীয়,
আত্মিক সম্বেগের মূর্ত্ত মানুষ,

উদয়নী উদ্বর্দ্ধনার সামসঙ্গীত,
অস্তিবৃদ্ধির দ্যুতিচ্ছটার মন্ত্র-মানুষ ;
ঈশ্বর চির-করুণাময়,
তাঁর মানুষী আবির্ভাবই—
সীমায়িত অসীম,
মায়া-মূর্ত্ত হ'য়েও জীবনস্রোতা,
অজ্ঞ হ'য়েও বিজ্ঞ দীপনা,
মহান হ'য়েও সহজ। ৫০৬২।
২৫।৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০টা

ঈশ্বর যেমন স্বতঃস্রোতা—
উদয়নার বৈধী অবিরল উদ্গাতা,
তাঁর এই স্রোত যেমন কোথাও
নিরুদ্ধ হয় না,
আর, এই নিরুদ্ধতা যেমন অচিন্তনীয়,
প্রাচীনের সঙ্গতিসূত্রে
আত্মবিনায়িত অনুপ্রেরণার
মূর্ত্ত আবির্ভাবে পূর্ণচ্ছেদও
তেমনি অচিন্তনীয় ,
এই নিরুদ্ধতায় বিশ্বাসী যা'রা,
তা'রা ঈশ্বরপ্রেমিক কিনা
এবং তিনি যে স্বতঃস্রোতা—
সেইটেই তা'দের বোধিমর্ম্মে স্ফুরিত কিনা—
তাইই বিবেচ্য ;
ঈশ্বরই প্রতিটি ব্যষ্টিতে দয়ী-সম্বেগ,
তিনিই পরম দয়াল। ৫০৬৩।
২৫।৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০-২

তোমার বর বা বরেণ্য
যদি কেউ থাকেন,

যিনি সর্ব্বতোভাবে
তোমার আপূরণী প্রদীপ্ত মূর্ত্তি,
আত্মবিনায়নার শ্রেয়-কেন্দ্র,
তুমি যদি তাঁতে
অচ্ছেদ্যভাবে অনুরক্ত হ'য়ে থাক,
কোনপ্রকার লুব্ধ লোভনা
যদি সে-অনুরাগে বিক্ষেপ আনতে না পারে,
তুমি যদি তাঁতেই তৃপ্ত থাক,
তৎস্বার্থই যদি তোমার
আত্মস্বার্থ হ'য়ে থাকে,
তদনুচর্য্যাই যদি তোমার জীবনের
স্বতঃ-আকূতি হ'য়ে উঠে থাকে,
তাঁর আপালন, আপোষণ বা আপূরণ
যদি তোমার জীবনের
স্বতঃ-উৎসারণী নন্দনা হ'য়ে থাকে,
তুমি যদি সর্ব্বতোভাবে
প্রত্যাশারহিত নির্ম্মম আত্মনিবেদনে
অমনতরভাবেই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে থাক,
তাঁর হৃদ্য হওয়াই
যদি তোমার হৃদয়ের
তপশ্চর্য্যা হ'য়ে উঠে থাকে,
তুমি বাহ্যতঃ যেমনভাবেই
তাঁতে নিবদ্ধ থাক না কেন—
আন্তরিকতা নিয়ে,—
তোমার বিশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠার ভয় নিতান্তই কম ;
তোমার হৃদয় স্ফূরণ-দীপনা নিয়ে
গায়ত্রীর মত গাইতে থাকবে—
'আমি তাঁর,
আমি তাঁরই'
আর, তাঁর সেবাই আমার ধর্ম্ম,

তাঁর পোষণ-পরিচর্য্যাই আমার তপ,
তাঁর এতটুকু স্পর্শেও
তোমার বিধান অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠবে—
'সার্থক হলাম,
ঠাণ্ডা হলাম',
তোমার জীবন
আঘাত-ব্যাঘাত-সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক চলনায়
অবিরল হ'য়েই চলবে,
ভেবো না!
ঈশ্বর সুনিষ্ঠ অনুরাগে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
ঐ অনুরাগই
অনুরাগীকে বিনায়িত ক'রে তোলে,
ঐ বিন্যাসেই
ঈশ্বর ভক্তির বিভু। ৫০৬৪।
২৬।৩।১৯৫৩, সকাল ১০-২৫

নিরাশায় অবশ হওয়ার চাইতে
আশাদীপ্ত থাকা ঢের ভাল,
তাই ব'লে,
অলস বা অসৎ আশাবাদী হওয়া
ভাল না;
আশাকে সমাধান করতে পারে—
এমনতর সুসঙ্গত কর্ম্মরচনার ভিতর-দিয়ে
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোলাই
আশা-আপূরণার বিহিত পথ। ৫০৬৫।
২৬।৩।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২০

যদি কোন শুভ-সংসৃজনী আন্দোলনকে
দোলনদীপ্ত ক'রে চালাতে চাও,

ঐ আন্দোলনের কেন্দ্রপুরুষে
মানুষের ভাবানুকম্পিতাকে নিবদ্ধ ক'রে তুলো—
একটা উদ্দীপনাময়ী অনুচর্য্যা-পরায়ণতাকে
প্রত্যেকের অন্তরে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে,
তারপর বেছে নাও—
ঐ আন্দোলনের জীবনমর্ম্ম কী কী,
বেশ সুবিন্যাস-সহকারে
সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে তোল—
এমনতর বিনায়ন-তৎপরতায়,
যা'তে সেগুলি
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণার
সরাসরি স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
যখন কোন দোলন দেওয়ার প্রয়োজন হয়,
স্মরণ রেখো—
তা'র ফলে
ঐ মর্ম্মগুলির সাথে
কেউ যেন সঙ্গতিহারা না হ'য়ে ওঠে,
তা'র প্রসাধন, পরিচর্য্যা,
আয়-ব্যয়ের ভিতর-দিয়ে
যেন ঐ মর্ম্মগুলি পরিধৃত হ'য়ে থাকে—
তা'র অনুপোষণী হ'য়ে,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র যা'-কিছু যেন
সম্বর্দ্ধিত, সুপুষ্ট ও উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে উঠতে থাকে,
দোলন যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
তেমনি ক'রেই দাও,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ জীবনমর্ম্ম থেকে
কেউ বিচ্যুত ও ব্যতিক্রম-গ্রস্ত না হ'য়ে ওঠে,
বরং প্রতিটি ব্যষ্টির উদাত্ত অন্তরাবেগ
ঐ মর্ম্মগুলিকে পরিপুষ্ট ক'রেই চলতে থাকে,

ঐ কেন্দ্রপুরুষে যোগনিবদ্ধ হ'য়ে
সংহতির সলীল-দীপনায়
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
উৎসারণ-অভিব্যক্তি নিয়ে
যোগ্যতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে
প্রস্তুতির পর্য্যায়ী পদক্ষেপে
সবাই যেন এগুতে থাকে ;
যতই এমনতর সুষ্ঠু নিষ্পাদনার সহিত
চলতে পারবে,
দেখতে পাবে—
সংহতি সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
ক্রম-বর্দ্ধনশীল হ'য়েই চলেছে—
একটা পরাক্রমী অভিদীপনার
তর্পণ-আবেগে,
সৌজন্যময়ী আপ্যায়না নিয়ে,
পরস্পরকে পরস্পরের সম্বর্দ্ধনী স্বার্থ ক'রে,
বিস্তারে আত্মপ্রসার করতে-করতে,
যোগ্যতা-অভিদীপ্ত প্রস্তুতি-পরায়ণ হ'য়ে ;
এই হ'চ্ছে—
আন্দোলনকে দোলন-দীপনায়
বর্দ্ধন-প্রসারী ক'রে
পারস্পরিক অনুবেদনায়
সংহতি-সংস্থাপনায়
মানুষকে বৃহত্তর সত্তায়
সঞ্জীবিত ক'রে তোলবার তুক ;
তৃপ্তি পাবে সবাই,
সুখী হবে তোমরাই,
আদর্শনিষ্ঠ ধর্ম্মকৃষ্টির পরিচর্য্যায়
শক্তি-প্লাবন-দীপনায়
যোগ্য জীবন-অভিসারে

এগুতে থাকবে সবাই—
ঐ আদর্শে আত্মোৎসারিণী
বিনায়িত আত্মনিবেদন নিয়ে ;
ঈশ্বরই আদর্শ,
আদর্শ-সম্বেগ-প্রবোধনাই আনে
আত্মবিনায়ন,
আত্মবিনায়নী অভিদীপনার ভিতর-দিয়েই
কর্ম্মনিরত যোগ্যতা উদ্‌গত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঈশ্বর
ঐ উদ্‌গময়নী ঈশী-মন্ত্রে
উজ্জীবিত হ'য়ে
ঈশিত্বে অধিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠেন
সবারই অন্তরে,
ঈশ্বর পরমকারুণিক। ৫০৬৬।
২৭।৩।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

তোমার আত্মপোষণ-বৰ্দ্ধনার
উপাশ্রয় যিনি,
তোমার জীবনের পথ যিনি,
আত্মবিনায়নী অনুপ্রেরণা যিনি,
তাঁকে ভরণপ্রসাদমণ্ডিত না ক'রে,
তাঁর শরীর, মন ও সত্তার
অনুচর্য্যাস্বার্থী না হ'য়ে,
তৎপ্রবর্দ্ধনায় আত্মনিয়মন না ক'রে,
যদি ব্যতিক্রম-তৎপরতায়
স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে চলতে চাও,
তাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
কুশল সত্তায় রাখবার
বালাই-ই যদি বহন করতে না চাও,
তোমার অতটুকু ধীর ধৃতি বা ধৈর্য্য

যদি না থাকে,
তাঁর ক্ষয় ও ক্ষতিকে
স্বতঃস্বেচ্ছ অধ্যবসায়ী তৎপরতায় আপূরণ করা
তোমার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করা ব'লেই
যদি মনে কর,
তবে তাঁকে শোষণ-শীর্ণ ক'রে
তোমার স্বেচ্ছাচারী জীবনের
পোষণ সংগ্রহ করার
অধিকার কোথায় তোমার ?
যে পালে, ধারণ করে, বহন করে,
অধিকার স্বতঃ-প্রবর্ত্তনায়ই
আধিপত্য বিস্তার করে সেখানে ;
তোমার ঐ স্বেচ্ছাচারিতার ইন্ধন জুগিয়ে
যারা পরিপোষিত হয়,
নন্দিত হ'য়ে ওঠে,
নিজেকে সার্থক মনে করে,
তোমার জীবন-আপোষণার যা'-কিছু
তাদের হ'তে
নিয়ে চলাই তো সমীচীন ;
তুমি শরীরে, মনে, শুভ-অনুধ্যায়িতায়
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
যা'কে এতটুকু প্রসাদ-প্রদীপ্ত
ক'রে তুলতে পারবে না,
তা' হ'তে গ্রহণ করা কি
তোমার জীবনের পক্ষে শুভকর হ'য়ে উঠবে ?
তুমি ক্রমশঃ শীর্ণই হ'তে থাকবে,
তোমার অন্তর্নিহিত অভাব
আক্রুদ্ধ হ'য়ে
তোমাকে নিয়ত দংশন ক'রেই চলবে,
সে-বিষ তোমাকে জর্জ্জরিত করতে

কসুর করবে কমই ;
তাই, যা' হ'তে পাও,
তোমার সত্তাধর্ম্মের অনুপ্রেরণা
স্বতঃ-নন্দনায় যদি তা'কে
তোমার সাধ্যমত আপোষিত ক'রে চলে,
তবেই তা' হ'তে গ্রহণ ক'রো—
নয়তো তা' করতে যেও না,
তোমার ঐ স্বেচ্ছাচারী আত্ম-অনুচর্য্যা
যা'দের প্রসাদদীপ্ত ক'রে তোলে—
তা'দের হ'তেই তা' ক'রো ;
ঈশ্বর সবারই আপূরক,
আপোষণার ভিতর-দিয়েই
তিনি প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
আবার, শোষণে মানুষের অন্তর্নিহিত ঈশিত্ব
ব্যতিক্রম-বিনায়িত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার করণই তোমাকে
যেমনতর চাও
তেমনি ক'রে পরিব্যক্ত ক'রে তোলে,
ঈশ্বরই বিধি,
ঈশ্বরই বিধাতা,
তিনিই সব সমস্যারই সমাধান। ৫০৬৭।
২৭।৩।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

তোমার ধরা, ভাবা, করা
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সার্থক অন্বয়ে
সত্তায় সঙ্গতি লাভ ক'রে
স্বতঃ-উৎসারিত আচরণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
চরিত্রকে রঞ্জিত ক'রে তুলবে যেমন—
দক্ষ বোধি-কুশল বিন্যাসে,—

তোমার জীবন ফুটন্তও হবে তেমনি ;
কিন্তু ঐ ধরা, ভাবা বা করা
যদি সুকেন্দ্রিক না হ'য়ে
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারপরায়ণ হয়—
তা' বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে
ব্যর্থ ছন্নতার গঞ্জনায়
তোমাকে গঞ্জিত ক'রে তুলবেই,
তা' ছাড়া, ঐ ছন্ন বোধি
উচছন্ন অধিগমনে
বিদাহী দক্ষ অনুপ্রেরণায়
ঘূর্ণিবাত্যার মতন
তোমাকে কোথায় নিয়ে কেমনতর করবে,—
তা' অননুমেয় ;
ঈশ্বর সার্থক সঙ্গতিরই অভিজ্ঞান—
মূর্ত্ত-দীপনা। ৫০৬৮।
২৭।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫৫

যতক্ষণ তুমি সুস্থ থাক,
স্বীয় জীবন-অনুচর্য্যা যা'-কিছু—
যেখানে যেমন সম্ভব,
তা' নিজ হাতে নিষ্পন্ন করতে যত্নবান থেকো,
অন্যে তোমার সেবা সম্পর্কে
যদি কিছু নাও করে,
সে-জন্য কা'কেও দোষারোপ ক'রো না,
বা বিরক্ত হ'য়ে উঠো না,
তোমার করণীয়গুলি তুমি নিষ্পন্ন করো—
বিহিত ব্যবস্থায়,
মিতব্যয়ী চলনে,
এই অভ্যাস তোমাকে
কাউতে নির্ভরশীল হ'তে দেবে কমই,

তা' ছাড়া, ঐ অভ্যাসই তোমাকে
কর্ম্মকুশল ও দক্ষ হওয়ায় অনুপ্রেরণা
যোগান দিয়ে চলবে
ও বোধ, বিবেচনা ও সুসঙ্গত ব্যবস্থিতিতে
অভ্যস্ত ক'রে তুলবে ;
যত পার, অন্যের কর,
নিজে সেবা নিতে কুণ্ঠিত থাক,
পারতপক্ষে নিতে যেও না,
অশোভন যা'-কিছুকে এড়িয়ে
ঐ ছোট্ট-খাট্ট অভ্যাসে যতই
সুচারু সুসঙ্গত বিন্যাস-ব্যবস্থ হ'য়ে উঠবে,
সব কাজের ভিতরে
ঐ অভ্যাস তোমাকে প্রেরণা দেবে,
তৃপ্ত হবে তুমি,
অপরকে তর্পিত ক'রে তুলবে
তপরঞ্জিত অনুপ্রেরণায়—
সার্থক সুসঙ্গত সুব্যবস্থ
অন্বিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে ;
ঈশ্বর পালন-সম্বেগ, ধারণ-সম্বেগ ও বহন-সম্বেগে
অধিষ্ঠিত থাকেন,
ঈশ্বরই পরম ধৃতি-সম্বেগ। ৫০৬৯।
২৭.৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০টা

জানার অহমিকা যা'র যেমন
ক্রূর ঔদ্ধত্যপূর্ণ, দুর্ব্বিনীত,
জ্ঞান যা'কে বিনীত ক'রে তোলেনি,
শুশ্রূষু ক'রে তোলেনি,
দক্ষ কর্ম্ম-তৎপর হৃদ্য ব্যক্তিত্বে
উদ্ভিন্ন ক'রে তোলেনি,—

তা'র শিক্ষা ও জ্ঞানের
জীবন-যবনিকা ওখানেই। ৫০৭০।
২৭।৩।১৯৫৩, রাত্রি ১০-৩০

মানুষকে ধারণ কর,
পালন কর,
বহন কর,
বিনায়িত ক'রে
আধিপত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ কর। ৫০৭১।
২৮।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৯টা

বিনীত আপ্যায়না-মণ্ডিত হও,
কিন্তু তা'র দাবীও ক'রো না,
না পেলে দুঃখিতও হ'য়ো না। ৫০৭২।
২৮।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৯-১৫

প্রতিলোমের ছিটেফোটাও
যদি কোথাও থাকে,
সেখানে অকৃতজ্ঞতা থাকবেই—
ভাবে, ভাষায়, ব্যবহারে,
তা'রা যতই বদান্য হো'ক না কেন,
ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক আত্মসম্ভ্রম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস
তাদের স্বভাবগত,
আপ্যায়না বা সৌজন্যের ভিতরও
তাদের ঐ ধাঁজ থাকে,
তা'রা বিনয়কে উপলব্ধি করতে পারে না,—
বিনীতদিগকে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখে থাকে,
স্বার্থসন্ধিক্ষু সংকীর্ণতাকে
অবহেলা করতে পারে না তা'রা,
তা'দের প্রীতি বা প্রণয় অবদান-মুখর নয়,

আত্মম্ভরী অভিশপ্ত জীবন তা'দের,
শ্রেয়কে সমর্থন করার চাইতে
তা'রা সমর্থন ক'রে তাদের—
যা'রা তা'দের দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের সমর্থক
কিংবা তা'দের হীন স্বার্থের সঙ্গে জড়িত,—
অনাচারকেও সদাচারের নামে
চালিয়ে দিতে চায় তা'রা। ৫০৭৩।
২৯।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

ভক্তি যেখানে সক্রিয় নয়কো,
সুনিষ্ঠ অনুচর্য্যা-উদ্যমী নয়কো,
অনুসরণ-অনুশীলন-প্রয়াসী নয়কো,
অবদান-উৎসাহী নয়,
আবার, পেয়েও
কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ হ'তে পারে না,—
সেখানে ভক্তি নেই,
আছে স্বকপোল-কল্পিত ভাবতর্পিততা। ৫০৭৪।
২৯।৩।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৪০

যিনি শ্রেয়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেয়,
অস্তিবৃদ্ধির হোতা,
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের
প্রবৃত্তি-বিনায়নী যন্তা যিনি,
যা'রা তৎ-সান্নিধ্য পেয়েও
সঙ্কীর্ণ মূঢ়ত্ব নিয়ে
তাঁ'র প্রতি কূট-কটাক্ষ ক'রে থাকে,
সেই কটাক্ষের ইঙ্গিত হ'তেই বুঝে নিও—
ঐ বৃত্তিরই অনুচর সে ;
কূট তাৎপর্য্যে অসৎ-নিরোধী বীর্য্যকে

অন্তরে দীপ্ত রেখে
বোধিবীক্ষণায় নিজে সাবুদ সামাল থেকে
যখন যেখানে যেমন ক'রে
নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ করতে হয়,
তা' ক'রো ;
শুভ-সন্দীপনী তোমার ঐ প্রচেষ্টা
হয়তো তা'দের অন্তরকে জাগ্রত ক'রে
শুভ-সম্বুদ্ধ ক'রেও তুলতে পারে। ৫০৭৫।
৩০।৩।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

যা'রা প্রত্যাশার আপোষণী উপকরণ
যতক্ষণ পায়,—
ততক্ষণ খুশী থাকে,
যে-মুহূর্ত্তে কোনক্রমে
ঐ পাওয়া ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
তখনই দুঃখিত হয়,
বা বৈরীভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি-উদ্যমও নষ্ট হ'য়ে যায় যা'দের,
কিংবা যা'দের প্রীতি
অবদান-উৎসারণা-বিহীন,
তা'রা লুব্ধ মানব,
প্রত্যাশা-প্রণয়ী তা'রা,
তা'দের বান্ধবতা মর্ম্মবিহীন ;
সাবধান থেকো তা'দের থেকে—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
নইলে, বন্ধুত্ব কর্কশ হ'য়ে
আপদের সৃষ্টি করতে পারে। ৫০৭৬।
৩১।৩।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

প্রিয়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
যে বা যা'রা নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়—

তা'র বা তা'দের সংকীর্ণ স্বার্থসন্ধিৎসু
প্রীতির বাহানায়,—
প্রিয়পোষণী বালাই বহন করা
বেকুবী ছাড়া কিছুই নয়—
এমনতর চিন্তায় অভ্যস্ত যা'রা,—
তা'রা প্রণয়হীন,
শোষণ-তৎপর,
আত্মস্বার্থ-সংক্ষুব্ধ। ৫০৭৭।
৩১।৩।১৯৫৩, বেলা ১১টা

সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
ঐ সক্রিয় স্বার্থ-অনুদীপনাই
তোমাকে ইষ্টীতপা ক'রে তুলুক,
অর্থাৎ, তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি
অনুরাগ-দীপনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে
উপচয়ী ইষ্টার্থ-পরিসেবায়
নিয়োজিত হ'য়ে উঠুক,
এই নিয়োজনের
সার্থক বিন্যাসে বিন্যাসিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
তোমার অন্তঃস্থ যোগাবেগ-নিবন্ধনে সম্বদ্ধ হ'য়ে
সুসংহত সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে উঠুক,
ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয় ইষ্টার্থ-নিবদ্ধ ব্যক্তিত্ব
চরিত্রে প্রকাশ-প্রদীপ্ত হ'য়ে
আচরণে, বাক্যে, ব্যবহারে
অস্তিবৃদ্ধির সুসংহত বিভা বিকীরণ ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বের
মর্ম্ম-বিকশিত কিরণমালায়
পরিবেশকে আলোকিত ক'রে তুলুক,

এই বিকিরণী বিভাই হ'চ্ছে
লোকদীক্ষার দক্ষ প্রতিভা ;
তোমার সংস্পর্শে বা সংস্রব আয়তনে এলেই
ঐ মর্ম্ম-বিকিরণায় বিভান্বিত হ'য়ে
মানুষ অন্বিত হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
একটা অন্বয়ী আবেগ নিয়ে,
আকুল শ্রদ্ধোষিত প্রীতি-উৎসারণায় ;
তুমি তোমার
সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
সুনিষ্ঠ অনুবেদনায়
তাঁরই বিকাশ-প্রতীক হ'য়ে
তাঁরই মন্ত্রে,
তাঁরই দীক্ষায়,
মন্ত্রবীজ মানুষের অন্তরে রোপণ করলে
তোমার অন্তর-অনুপ্রেরিত ইষ্টদীপনা
ইষ্টার্থী সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যাতপা হ'য়ে
শ্রদ্ধোষিত প্রীতি-অভিনিষ্যন্দী তর্পণায়
তা'দের অন্তরেও
ঐ মন্ত্রবীজ অঙ্কুরিত ক'রে তুলতে পারে ;
এতে তা'রাও সার্থক হবে,
তুমিও সার্থক হবে,
যেমন এতটুকু একটা শিশিরবিন্দু
সবিতার উন্মুখ-অনুদীপনায়
তা'র মর্ম্ম হ'তে জ্যোতি-বিকিরণ ক'রে থাকে,
তোমার ঐ অন্তর্নিহিত বিভা
তা'দের অন্তরেও তেমনি
ইষ্টবিভা বিকিরণ ক'রে
তোমার দীক্ষা ও দীক্ষিতকে
বিভান্বিত ক'রে তুলবে ;
আর, যতই তুমি অমনতর হ'য়ে উঠবে,

তোমার দীক্ষার উপযুক্ততাও
যোগ্যতার অভিসারে
গুরু-গৌরব-বিকিরণায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে ততই,
এই হ'চ্ছে মানুষকে দীক্ষিত করার
আত্মনিয়ন্ত্রণী ব্যক্তিত্ব-বিকাশী মানদণ্ড ;
এমনতর সুনিষ্ঠ সংহত
ইষ্টার্থপরায়ণ ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে
দীক্ষার প্রযোক্তা ;
যেখানে এমন নেই,
তেমনতর অবিন্যাসী ব্যক্তিত্ব
দীক্ষা দেবার উপযুক্তই নয়,
তা'র দীক্ষা মানুষকে
বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন, বিমূঢ়ই ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই অস্তিবৃদ্ধির আত্মিক-সম্বেগ,
ঈশ্বরই বীজ,
ঈশ্বরই মন্ত্র,
ইষ্টার্থ-অন্বিত ব্যক্তিত্বই মন্ত্র-উদ্গাতা,
আর, ঐ মন্ত্রই আত্মিক অভিগমনের
অনুপ্রেরণা,
—বর্দ্ধনের বিবর্ত্তনী বিভা,
মন্ত্রের সার্থকতাই ঈশ্বর। ৫০৭৮।
১।৪।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১৫

জনয়িত্রি! ধাত্রি! নারি!
তুমিই কন্যা,
তুমি কোথাও বধূ,
তুমিই পরিমাপনী সত্তা—
মাতা তুমি,
দেশ ও দুনিয়ার ধরিত্রী,

জনম, জীবন ও বর্দ্ধনের অনুদীপ্তি তুমি ;
শোন !
তুমি যে-কুলে জন্মেছ,
সেই কুলের শ্রদ্ধার্হ পোষণ-প্রবুদ্ধ—
এমনতর কুলের বরেণ্য সন্তান,
যা'র ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, বিদ্যা বা যোগ্যতায়
তোমার স্বভাব
সন্দীপ্ত ও শ্রদ্ধোৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
আপোষণী তৎপরতায় উদগ্র হ'য়ে ওঠে—
তৃপ্তি-প্রদীপ্ত অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যা নিয়ে—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার গৌরব-মুর্চ্ছনায়,—
যথাসম্ভব এমনতর যেখানে পাও,
তোমার বর্ণ, বংশ
গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে যেখানে,
তোমার পিতামাতা সুনন্দিত হ'য়ে ওঠেন
যাঁকে পেয়ে,—
এমনতর কাউকে তোমার বর মনোনীত ক'রো—
সাধ্য ও সঙ্গতির সম্ভাব্যতা-অনুসারে,—
যাঁকে তুমি তোমার জীবনে
উদ্‌ভাসিত শ্রেয়-অনুধ্যায়ী আবেগ-আলিঙ্গনে
আঁকড়ে ধরতে পার ;
যখনই এমনতর বরেণ্য যিনি,
তোমার বর যিনি,
বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
লাজ-আনত সুষ্ঠু স্বতঃ-অনুজ্ঞা-অনুদীপনায়
তাকাও তাঁর দিকে,
ভাব'—
তিনিই তোমার জীবন-সর্ব্বস্ব,
তিনিই তোমার জীবনের মোহন-দীপনা,

অন্তর-উৎসারিত আবেগের
সুকেন্দ্রিক আলম্বন তিনিই,
তিনিই তোমার সত্তাপ্রতীক,
তিনিই তোমার স্বামী,
অর্থাৎ, তোমার অস্তিত্ব,
স্মিত প্রাঞ্জল বদনে
ললিতলাস্য-রঞ্জনায়
লাজদীপ্ত বদন নিয়ে
আবার দেখ তাঁকে,
এই-ই বাস্তব শুভ-দৃষ্টি,
আর, শুভ সৃষ্টিরও সুরু ওখান থেকেই ;
আর, একাগ্র ধায়িত সম্বেগ নিয়ে
তখন থেকেই তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাক—
এমনতরভাবে—
যেন তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
অনুচর্য্যী বিভব বহন ক'রে
ঐ তোমার স্বামীকে উচ্ছল প্রেরণা দিয়ে
উদ্ভাসিত প্রীতি-উজ্জ্বল ক'রে তোলে—
ইষ্টীতপা প্রব্রজ্যার
সক্রিয় আত্ম-বিনায়নী তৎপরতায়,
দক্ষ ধী-কুশল সম্বেগে ;
তুমিও ঐ ইষ্টানুগ যোগদীপনা নিয়ে
দক্ষকুশল ধী-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
ঐ তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে
তাঁর যা' যা'-কিছু
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
বিহিত সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তৎপরতা নিয়ে
সংহতির অন্তর-মন্ত্রে

যেখানে যা' যেমন করা উচিত
সপরিবেশ তাঁর পোষণ-প্রবর্দ্ধনায় তা' করতে
একটুও সংকুচিত হয়ো না ;
এমনি ক'রেই তুমি
সংসারে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ—
ধারণ, পালন ও বহনের
সুসঙ্গত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে,
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির
এমনতর পোষণ-অনুচর্য্যায়
আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠ,
আর, এমনি ক'রেই নেত্রী হ'য়ে ওঠ ;
বিহিত অনুকম্পী অনুবেদনায়
যা'কে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনি ক'রেই তা'কে ধ'রো,
পালন ক'রো,
বহন ক'রো—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে ;
সংসারে লক্ষ্মী হ'য়ে ওঠ,—
সন্ধিৎসাপূর্ণ দর্শন,
সুসঙ্গত আলোচন,
বিহিত বোধায়নী অংকন, জ্ঞান ও চিহ্নীকরণ
ইত্যাদির অনুশীলনী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
এই যোগ্যতা
মানুষের অন্তরে বোধিবিনায়নায়
সার্থক অন্বয়ী সঙ্গতিশীল যতই হ'য়ে ওঠে,
লক্ষ্মীর ব্যক্তমূর্ত্তিও সে তেমনি হ'য়ে ওঠে ;
মনে রেখো—
তোমার বিনায়িত অন্তরের রূপই
চরিত্রে প্রকটিত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে যেমনতর অনুরঞ্জিত ক'রে তুলবে,

তোমার রূপলাবণ্যও ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
আরো মনে রেখো—
তুমি তোমার স্বামীর অংশ,
অংশীদার নও—
তা'র সত্তার সাত্ত্বিক সংহতি,
তিনিই তোমার স্বার্থ,
তাঁ'র ব্যক্তিত্বের লাবণ্য-প্রতীক তুমি,
তাঁ'র তপস্যার উত্তরসাধিকা তুমি ;
তাই, উভয়ে উভয়ের অনুপোষণী হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
তর্পণ-তপা জীবন নিয়ে
বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে যেতে থাক,
আর এমনি ক'রেই
সুবিন্যাসিত চরিত্র ও জীবনের ভিতর
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
সুজাতকের আবির্ভাব হো'ক,
আয়ু, মেধা, বল, বীর্য্য, পরাক্রম
ও সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে
তোমার সন্তান-সন্ততি
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
ইষ্টীতপা জীবনে যোগ্য হ'য়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে চলুক ;
সন্তান-সন্ততি মনে করুক—
তা'রা তাদের অমনতর মা পেয়ে
অমনতর বাপ পেয়ে
ধন্য হয়েছে,
কৃতার্থ হয়েছে,
তোমাদের এমনতর যোগ-জৃম্ভী, বিনায়িত
দক্ষকুশল চরিত্রই
তা'দের শিক্ষা ও সম্বর্দ্ধনার যাগভূমি হ'য়ে উঠুক,

শিক্ষা, দীক্ষা, জীবন তা'দের
সৎ-সন্দীপনার ক্রীড়াক্ষেত্র হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বর-অনুবেদনার জাগ্রত জীবনবীজ নিয়ে
বালসূর্য্যের মত উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুক তা'রা ;
আয়ু নিয়ে, সাফল্য নিয়ে,
সুখ-সন্দীপনায় সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে,
কৃতি-সিংহাসনে
তাঁরই আরতি-লাস্যে
নাচনবর্ত্তনায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে
অনন্তের পথে
বাস্তব বিকাশে
বিকশিত হ'য়ে উঠুক তা'রা,
আমার বাক্
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে
তোমাদিগকে অমৃতমণ্ডিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর,
তিনিই সুকেন্দ্রিক রাগ-দীপনা,
তিনিই বাক্,
তিনিই কর্ম্মানুপ্রেরণা,
তিনিই মন্ত্র—
জপ-প্রতিভা,
তিনিই সিদ্ধি,
ঈশ্বরই সিদ্ধেশ্বর। ৫০৭৯।
২।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

অল্পবয়স্কদের জন্য হো'ক
বা বয়স্কদের জন্য হো'ক,
এমনতর খেলাধুলার উদ্ভাবন ও আমদানী ক'রো,
যে ক্রীড়া-কৌশলের ভিতর-দিয়ে
তা'রা সঙ্গত ধী-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—

সন্ধিৎসু বোধিবিচক্ষণতায় অন্তরাসী হ'য়ে,—
তাঁদের ইন্দ্রিয়
অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি,
প্রবৃত্তিগুলি,
মানসিক অন্ধতা বা বধিরতা ইত্যাদি
ঐ ক্রীড়াচাতুর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ বিন্যাস-অনুধ্যায়ী চলনে অন্বিত হ'য়ে
সার্থক-সঙ্গতিতে
উৎকর্ষ-অধিগমনশীল হ'য়ে ওঠে,—
সঙ্গে-সঙ্গে বিধান-বিন্যাসও
সক্রিয় তৎপরতায়
সুষ্ঠু সঙ্গতিশীল হ'য়ে
বল-বীর্য্য ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'য়ে ওঠে,
শরীর, চিন্তা, আত্মিক-অধিগমনও
সুসঙ্গত বিন্যাসে অন্বিত হ'য়ে
সর্ব্বাঙ্গীণ বিধানকে
সুষ্ঠু সঞ্চলন-শীল ক'রে তোলে—
দক্ষ বোধিকুশল তৎপরতা নিয়ে,
সতর্ক, তড়িৎ চলৎশীলতায়,
উপস্থিতবুদ্ধিকে উদগ্র ক'রে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রদীপনায়,
ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলিকে
আত্মিক সম্বেগ,
চিত্ত ও শারীরিক বিন্যাসের সহিত
সুসঙ্গত অনুদীপনী অনুধ্যায়িতায়
সুবিন্যস্ত ক'রে ;
আর, এই ক্রীড়াকৌশল
যেন শিক্ষাক্ষেত্রেও
যোগ্যতা ও সুব্যবস্থ প্রস্তুতি-প্রবণতা নিয়ে
কুশল দীপনাকে উদ্ভিন্ন ক'রে

সত্তা-সংস্থিতিকে
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে,
সঙ্গে-সঙ্গে বাক্য, ব্যবহার, আচরণের
সঙ্গতিশীল প্রয়োগ ও চালন-পটুতা
যেন সর্ব্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু কুশল চাতুর্য্যে
বিনায়নী অনুপ্রেরণার উদ্‌গ্রীব আকৃতিতে
নিষ্পন্নতায় মূর্ত্তি লাভ করে ;
দেখবে—স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য
স্বাগত আহ্বানে
নন্দিত ক'রে তুলছে সবাইকে ;
সুষ্ঠু অনুশীলনী তৎপরতা
ও যোগদীপনী প্রভাব-বিভবই
ঈশ্বরের সাম-আহ্বান । ৫০৮০ ।
২।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৭-২৫

তুমি রাগদীপনী তপ-তৃপণার
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
অনুশ্রয়ী অনুবেদনা নিয়ে
বোধায়নী অগ্রগতিতে
যতই এগুতে থাক না কেন,
দেখবে—
সেই আত্মিক অভিদীপনার সাত্ত্বিক সম্বেগ,
সেই যোগাবেগের সুজৃম্ভণী আকর্ষণ-বিকর্ষণ,
সেই ভক্তির ভজনলাস্য,
হৃষী-স্পন্দনার কণ্ঠিকত ঝঙ্কার,
গুরু-গৌর অজচ্ছল অণিকা-নির্ঝর,
সাত্ত্বিক-সমাহারী চিৎ-কণার রস-সম্ভারী
রাসলীলা,
হিরণ্ময় কিঙ্কিনী-ঝঙ্কারের
আন্দোলনী আবেগদীপ্ত নাদছন্দ ;

আর, এই সবগুলির সমাবেশের ভিতর-দিয়ে
আসে—
বাস্তব অভিব্যক্তির বিগ্রহ-দীপনা,
সচ্চিদানন্দের সংহিত বর্ত্তনা,
ধারণ-পালনের বিবর্ত্তনী ক্রম-অভিব্যক্তি,
দুস্তর রচনার রঞ্জিম-ভঙ্গী,
বিরহ-মিলনের ক্ষুধাতুর আরতি-ভঙ্গিমা ;
ঈশ্বর পরম ঐশ্বর্য্য,
ঈশ্বর ভোগ-বিভব,
ঈশ্বরই লীলা-লাস্য,
ঈশ্বরই বিভু । ৫০৮১ ।
৪।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৩৫

তোমার চালচলনকে
ত্রুটিশূন্য করতে চেষ্টা কর—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনী তৎপরতা নিয়ে,
প্রতিটি পদক্ষেপ
সতর্ক ও সন্ধিৎসাপূর্ণ যা'তে হয়,
এমনতর সজাগ থেকে চলতে অভ্যস্ত হও,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত থেকে
দক্ষ ও তড়িৎ-স্বভাব হ'য়ে ওঠ,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা
তোমার প্রতিটি কর্ম্মের সাথেই যেন
বাস্তব বিনায়নায় বিনায়িত হ'য়ে চলে ;
এই তিনটি ব্যাপারের এতটুকু ত্রুটিও
কিন্তু এমন সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে,
যা'তে তোমার জীবন ও দীপনবিভা
বিধ্বস্ত হ'য়ে
তুমি ব্যাহত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠতে পার,
এমন-কি, ঐ অসাবধানতা

তোমার জীবনদীপনাকেও
নিভিয়ে দিতে পারে ;
তাই বলি,
তোমার প্রত্যেকটি মনন, অভ্যাস ও চলনা যেন
ঐগুলিতে সজাগ থেকেই চলন্ত হ'য়ে চলে ;
অনেক দুর্ভোগ এড়িয়ে
জীবনকে বিবর্ত্তন-যাত্রী ক'রে তুলে
চলতে পারবে,
সাবধানীরা নিহত হয় কমই,
ঈশ্বর অবধানেরই আধার। ৫০৮২।

৬।৪।১৯৫৩, সকাল ৮-২

তোমার ইষ্টার্থপরায়ণ সম্বেগ
যেন অলস না হয় কখনও,
সক্রিয় তৎপরতা নিয়ে
উদাত্ত উদয়নী আগ্রহেই
চলতে থাকে যেন,
যা'ই কর, যেখানেই থাক,
যে-ভাবেই ভাবান্বিত হও না কেন,
তা' যেন ইষ্টার্থ-সম্বেগী হয়,
যত পার, হামেশাই
ঐ ইষ্টবেদীমূলে
উপস্থিত হ'য়োই কি হ'য়ো—
তা' যেমন ক'রেই পার,
আর, এর পুনরাবৃত্তির সম্ভাব্যতা যত দ্রুত হয়,
তাইই ভাল ;
এর ফলে, তোমার আগ্রহ, বোধসঙ্গতি
রাগদীপনী ভজনাবেগ-প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে
তোমাকে ত্রুটিশূন্য করতে

ত্রুটি করবে না—
সুসঙ্গত নবীন ক্রম-ক্রমণায়,
তা' তোমার বোধসঙ্গতিকে অনুপ্রেরিত ক'রে
কর্ম্মদীপনাকে সক্রিয় ক'রে তুলে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে
পোষণ-পুষ্ট ক'রে
সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে তুলবে
তোমাকে,
অনেক আপদ-বিপদ তোমার কাছে
ভোগ্য প্রমোদ-ক্রীড়নকের মতন হ'য়ে উঠবে,
সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে
সার্থকতায় পৌঁছান
ও আত্মপ্রসাদ লাভ করা
তোমার খেলাধুলা হ'য়ে উঠবে ;
যতই ভক্তিমান হও,
ভজনশীল হও,
তা' যদি না কর,
তুমি বঞ্চিত হবে অনেকখানি,
আর, প্রবৃত্তি-অবষ্টব্ধ সে-বঞ্চনা
তোমার জীবন-চলনাকেও
বঞ্চিত ক'রে তুলতে পারে,
অলস ইষ্টার্থ-পরিসেবা
যামঘোষেরই যামিনী-ঘোষণা ;
তাই বলি সাবধান !
সুনিষ্ঠ অনুদীপনা নিয়ে
ক্রিয়মাণ তপশ্চর্য্যায় আত্মনিয়মন ক'রে
তাঁরই অভিসারে চলতে থাক ;
ঈশ্বরই অভিসারের
উপভোগ-উদ্দীপনা,

ঈশ্বরই যোগ্যতার ধাতা ও পাতা,
ঈশ্বরই জীবন-ধর্ম্ম । ৫০৮৩ ।
৬।৪।১৯৫৩, সকাল ৮-১৫

ব্যষ্টিজীবন ও তা'র অন্তর্নিহিত যোগসম্বেগ
পরিবারে সংহতি লাভ ক'রে,
তা'দের প্রতিপ্রত্যেকে
সমাজ-জীবনে সংহত হ'য়ে
রাষ্ট্রে ভূমায়িত হ'য়ে
যখন সমাজ ও রাষ্ট্র
ধর্ম্মার্থপরায়ণ সঙ্গতি নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
সহজ অনুকম্পিতায় সুনিবদ্ধ থেকে
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যের স্ফুরণায়
একানুধ্যায়ী তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যজীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে
স্বাভাবিক পারস্পরিক অনুচর্য্যায়
অনুরঞ্জিত থেকে
উদ্‌গতিশীল হ'য়ে চলে—
ঐ ধর্ম্মকৃষ্টির অস্তিবৃদ্ধির অভিযানে—
বৈধী-নিয়মনী তৎপরতায়
প্রেরণার বিবর্ত্তনী অনুচর্য্যায়,—
তখনই বুঝবে—
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ তা'দের
পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সত্তা
সুসঙ্গত উদয়নী অভিসার নিয়ে
শুভ জীবনের হিরণ্য-অভিযানে চলেছে ;
স্বস্তি, তৃপ্তি, শান্তি
সম্বর্দ্ধন-বিভব,
প্রস্তুতির পরাক্রম

সুব্যবস্থ তৎপরতা নিয়ে
তা'দের উৎক্রমণী স্বাগতম্-আহ্বানে
সলীল সন্দীপনায়
উদয়নার বালকিরণ-স্নাত ক'রে
লাবণ্যে দেব-বিভূতিসম্পন্ন ক'রে তুলেছে ;
ঈশ্বর সনাতন,
তিনি এক—অদ্বিতীয়,
বৈশিষ্ট্যপালী একসংহতি-অনুচর্য্যাই
ঈশ্বরের অনুদীপনী আহুতি। ৫০৮৪।
৬।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

যদি ইষ্টনীতপাই হ'তে চাও,
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুচর্য্যায়
তোমার জীবনকে অভিষিক্ত করতে চাও,
দীক্ষা-বিভবই যদি লাভ করতে চাও,
তবে কা'রও আপ্যায়না, সৌজন্য,
অনুরোধ-উপরোধের প্রত্যাশী না হ'য়ে
স্বীয় যোগাবেগ-সম্বুদ্ধ
ঐ তপশ্চর্য্যাতে আত্মবিনিয়োগ কর,
আর, ঐ আদর্শই যেন তোমার
জীবনের মূলমন্ত্র হয়,
ঐ আদর্শ-অনুচর্য্যাই যেন
তোমার জীবনের তপশ্চর্য্যা হয়,
আর, তাঁর স্বার্থ যেখানে দেখ,
তা'কে আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়
পরিপুষ্ট ক'রে
সুসঙ্গত অনুধ্যায়ী অনুবেদনা নিয়ে
সাহচর্য্যের সুক্রিয় তৎপরতায়
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনাকে
বাস্তবায়িত ক'রে তোল,

সেখানে তোমার কোনরকম প্রত্যাশা
বা অনুরোধ-উপরোধের চাহিদা
হীনম্মন্যতারই
অনুপোষণী অর্ঘ্য হ'য়ে উঠবে,
তুমি ব্যর্থ হবে,
দেখো, ঐ তাঁরই স্বার্থের
কোন ব্যতিক্রম হয় কিনা,
আর, ঐ ব্যতিক্রমকে
ব্যাহত করতে ত্রুটি ক'রো না,
যা'রা এই কর্ম্মে অভিষিক্ত,—
তা'রাই তোমার আপনার জন হ'য়ে উঠুক,
কোন দলে গলে যেও না
বা ফেঁসে যেও না,
নিজেকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলো না,
যদি পার, ঐ ইষ্টানুগ নিয়মনী তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যে দলই হো'ক না কেন,
তা'কে তোমার বল ক'রে নাও ;
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে থাক—
ঐ আদর্শ ও ইষ্টানুচর্য্যী তপস্যায়,
করও তা'ই,
বিভূতি লাভ করবে,
অর্থাৎ তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম বিভূতি,
ঈশ্বরই বিভু। ৫০৮৫।
৬।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-৩৫

যা'দের কুলের বৈশিষ্ট্য-বিধৃত
পর্য্যায়ী চলনে
ঐ জনি-অনুপোষণী কুলের

সংশ্রয়ী-বিন্যাস ছাড়া—
বহিরাগত অন্তর্বিক্ষেপে
ঐ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি-স্বরূপ যে-জনি,—
তা'তে বিক্ষেপ-ব্যতিক্রম-বিন্যাসের
সৃষ্টি হয় নি,
সেই কুলকেই বিশুদ্ধ কুল বলা যেতে পারে,
ঐ কুলে জৈবী-সংস্থিতির
ঔপাদানিক বিন্যাস
এমনতরই হ'য়ে চলতে থাকে,
যা'র ফলে, জনি-বৈশিষ্ট্য—
যা' দিয়ে
ঐ জৈব-সংস্থিতি সংস্থ হ'য়ে রয়েছে,
তা'র আচার, ব্যবহার, চালচলনও
কিছু-না-কিছু
তদনুপাতিক হ'য়েই থাকে,
তাই, তা'দিগকে কুলীন আখ্যায়
আখ্যায়িত করা যেতে পারে,
আর, তা' প্রামাণিক ব'লে
তা'দিগকে প্রামাণিক আখ্যায়ও
আখ্যায়িত করা যেতে পারে,
এই কুল-বিশুদ্ধতার সংরক্ষণাই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতী কুলমর্য্যাদাকে
রক্ষা ক'রে চলা ;
এই কুলছন্দকে বিকৃত ছন্দ-সংঘাতে
ভেঙ্গে ফেলো না,
বৈশিষ্ট্যের উল্লসিত গতি
নিরুদ্ধ বা ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে উঠবে ;
আর, যখনই ঐ বৈশিষ্ট্য
প্রতিলোমক্রমে বহিরাগত অন্তঃক্ষেপ দ্বারা
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,

ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠে,—
তখনই তা' অন্ত্যজই হ'য়ে ওঠে,
এই অন্ত্যজ-বৈশিষ্ট্যবান যা'রা
তা'দের প্রবণতাই হ'চ্ছে পরিধ্বংস ;
ঈশ্বরই ছন্দ-স্বরূপ,
ঈশ্বরই ছান্দিক অভিব্যক্তি,
আর তিনিই ছন্দ-সঙ্গতি। ৫০৮৬।
৬।৪।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

প্রতিলোম-প্রসূত মেয়ে যা'রা,
সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়,—
অপকৃষ্টের দিকে তা'দের ঝোঁক সহজ,
প্রবৃত্তি-প্রবণতাও ঐ অপকৃষ্ট-ঝোঁকা,
উৎকৃষ্ট অনুচর্য্যায় আত্মবিনায়ন ক'রে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা
তা'দের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা ছাড়া
আর কিছুই না ;
অপকর্ষী যা',
অস্তিবৃদ্ধির বিক্ষোভী যা'—
তা'ই তা'দের নারকীয় উপভোগ্য,
তা'রা উৎকৃষ্টকে উপভোগ করতে পারে না,
তা'দের ধারণারঙ্গিল দোষদৃষ্টির কুহকজাল
তা'দিগকে ও-হ'তে বঞ্চিত ক'রে তোলে,
তাই, তা'রা তা'দিগকে সমর্থন না ক'রে
বরং বিদ্রূপাত্মক বিকৃত কটাক্ষে
ব্যঙ্গই ক'রে থাকে ;
আর, প্রতিলোমজ পুরুষদের তেমনি থাকে—
উৎকৃষ্ট-কুলসম্ভব মেয়েদের প্রতি
একটা লুব্ধ আকর্ষণ,
তা'রা মনে করে—

তা'দিগকে আয়ত্তে না আনতে পারা
নিজেদের জীবনের পক্ষে
একটা আক্রুষ্ট সংঘাত,
এমনি ক'রেই তা'রা
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
শাতনী লুব্ধ ছলনায়
ক্রম-পদক্ষেপে
উৎসাদনের দিকেই নিয়ে যেতে চায় ;
একে যদি মূলেই নিরোধ না করা যায়,
জাতি
অভিশপ্তের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের
বিষাক্ত দীক্ষায়
আত্মবিলয় করতে বাধ্য হ'য়ে ওঠে ;
আর, এ জন্তুজগতেও যেমন,
উদ্ভিদ-জগতেও তেমনি। ৫০৮৭।
৬।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৭-২০

বিশুদ্ধ জনি-সম্পন্ন কুল যেখানে
বৈশিষ্ট্যানুপোষী করণীয় কুল হ'তে
কন্যা গ্রহণ করে,
ও তেমনতর কুলে কন্যা দেয়—
জনি ও রজঃসঙ্গতিতে লক্ষ্য রেখে,
তা'রাই সাধারণতঃ বিশুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ কুল ;
আবার, যা'রা নিজ কুল হ'তে
অধস্তন কুলের মেয়েকে গ্রহণ করে,
কিন্তু তেমনতর কুলে মেয়ে দেয় না,
তা'রা মধ্যম হ'লেও উৎকর্ষ-অনুদীপনী ;
এবং যা'রা নিজেদের হ'তে নিম্ন কুলে
মেয়ে দেয়
ও উচ্চ কুল হ'তে মেয়ে নে ,

তারাই নিকৃষ্ট ;
সমবর্ণের ভিতরেও যা'রা এমনতর করে,
তা'রাও প্রতিলোমেরই প্রশ্রয়দাতা,
যা'র ফলে, সমাজ
উৎকর্ষ-বিনায়নী না হ'য়ে
অপকর্ষ-অনুধ্যায়িনী হ'য়ে ওঠে,
আর, যা'রা অমনতরভাবে
নিকৃষ্ট-বর্ণান্তরে মেয়ে দেয়—
তা'রা সমাজের সাংঘাতিক অপচয়ী তো বটেই,
তা' ছাড়া, তা'রা
জাতির সংহারের পুরোহিত,
কারণ, তা'র ফলে
প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়েও
ঐ মূল বিশুদ্ধ জনি-সংস্থিতির অনুপ্রতিষ্ঠা
অর্থাৎ প্রতিলোম-সঞ্জাত
বিরুদ্ধ বিকৃত জনি-সংস্থিতিকে
বিশুদ্ধিতে পুনঃস্থাপিত করা
একরকম অসম্ভব হ'য়ে ওঠে ;
আবার, সগোত্র বা সমবীজস্রোতা গোত্র ছাড়া
অন্য-গোত্রীয়
বা অন্যবীজস্রোতা জাতককে
দত্তক, ধর্ম্মপুত্র বা পোষ্যপুত্র ক'রে নিয়ে
মন্ত্রপূত ক'রে নেওয়ার ভাঁওতায়
যদি কেউ তা'কে স্বগোত্রীয় ব'লে
আখ্যায়িত করে—
ঐ দত্তকের জনক-গোত্রের
কোন কন্যার সহিত
তা'র বিবাহ নিষ্পন্ন করে,—
তা' প্রাকৃতিক নিয়ম-অনুসারে অবৈধ,
কারণ, সে ঐ গোত্র বা কুলজাত নয়কো,

তাই, অমনতর দত্তক-গ্রহণও অবৈধ,
এমনতর প্রচলিত প্রথার ফলে
অনেক বিকৃতিরই আবির্ভাব হ'তে পারে ;
ঈশ্বর ছন্দ-প্রাণ,
ঈশ্বরই ছান্দিক-অভিদীপনা,
ছান্দিক সঙ্গতিতে
ঐ সম্বেগ বিধায়িত হ'য়ে
স্ব-ছন্দ নিয়মনায়
ঐ বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ আত্মিক-সম্বেগই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই নির্ব্বিশেষ হ'য়েও
যা'-কিছু বিশেষেরই সাত্ত্বিক অভিনিবেশ। ৫০৮৮।
৬।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৮টা

অনুজ্ঞা কর,—
কিন্তু হৃদ্য আপ্যায়না নিয়ে। ৫০৮৯।
৭।৪।১৯৫৩, বিকাল ৫-১৫

কর্ম্ম যদি দায়িত্বের অনুচর্য্যা না করে,
তা' হতচ্ছাড়া। ৫০৯০।
৭।৪।১৯৫৩, বিকাল ৫-১৬

প্রতিলোম-সম্বন্ধকে
এখনই নিরোধ কর,
প্রতিলোমজ সন্তান যা'রা
তা'দের মধ্যে মেয়েদের
সহজ ঝোঁক বা প্রবণতাই হয়—
অপকৃষ্ট পুরুষের সহিত
সম্বন্ধান্বিত হওয়া,
আর, পুরুষগুলির ঝোঁক হয়—

উৎকর্ষী বা উৎকৃষ্ট কুলের
মেয়েদিগেতে সম্বন্ধ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করা ;
এটা তাদের জন্মগত জৈবী যোগলিপ্সু ঝোঁক,
উৎকৃষ্টকে অবৈধভাবে
আক্রুষ্ট সম্বেগ নিয়ে
সত্য, মিথ্যা বা স্বকপোলকল্পিত কল্পনার
আশ্রয় নিয়ে
অপকৃষ্ট দলের সামিল ক'রে তুলতে পারাই
তা'দের হীনম্মন্য
লোলুপ আত্মপ্রসাদী অনুবেদনা ;
প্রতিলোমজ কন্যা যা'রা,
তা'রা উৎকৃষ্ট কুলের উৎকৃষ্ট যা'রা
তা'দিগকে শ্রদ্ধা ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই পারে না,
তা'দের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ এমনই বিকৃত—
যে, প্রবৃত্তিগুলিকে
যমন-তান্ত্রিকতার ভিতর-দিয়ে নিয়মিত ক'রে
ঐ উৎকৃষ্ট-কুলজ উৎকৃষ্ট পুরুষের সংশ্রয়ে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোলা
একটা বিকট বিড়ম্বনা-স্বরূপ হ'য়ে ওঠে
তা'দের পক্ষে ;
ঐ ব্যতিক্রান্ত প্রতিলোমজ সংস্থিতির
অন্তরাবেগই হ'চ্ছে—
উৎকৃষ্টকে দুষ্ট ক'রে
চাহিদানুপাতিক রং ফলিয়ে
অশ্রদ্ধাপূর্ণ ভ্রূকুটির সহিত
বা লুব্ধ লোলুপ রঞ্জনায়
তা'দিগকে অবষ্টব্ধ ক'রে
শ্রেয়-সমর্থন-সম্বেগহীন

ক্রূর কলুষ হাতানিতে
তা'দিগকে নিজের উপভোগ্য ক'রে নিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করা,
—এই তা'দের উদ্ধত গর্ব্বোপ্সার কৃতি-দীপনা ;
সে যাই হো'ক,
সুষ্ঠু সন্ধিৎসা নিয়ে
তা'দিগকে এমনতরভাবে
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,
যা'র ফলে, ঐ প্রতিলোম যৌন-সংশ্রব
কোনপ্রকারেই সংঘটিত না হয়,
বা ঐ জাতীয় অনুপ্রেরণা
কাউকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে না পারে,
তারপর বিশিষ্ট বিশিষ্ট
বিশুদ্ধ উন্নত কুল-সঞ্জাত
সুসংস্থ কতকগুলি গুচ্ছ
জায়গায় জায়গায় ছিটিয়ে
তা'দিগকে অনুপ্রেরিত ক'রে
তারা ঐ প্রতিলোমজ মেয়েদিগকে
যা'তে গ্রহণ করে
তা'র ব্যবস্থা করতে হবে—
বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ রকমে—
ঐ পুরুষদের সবর্ণ বিবাহকে অব্যাহত রেখে,
এই এই সম্বন্ধের ভিতর-দিয়ে
যে-কন্যা সৃষ্টি হবে
তা'কে আবার অমনতর ক'রে
সম্বন্ধান্বিত করতে হবে,
এমনি ক'রে ক্রমাগতভাবে
অমনতরই চালাতে হবে,
যতদিন তা'রা ঐ বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনায়
উপনীত না হয় ;

কিন্তু বংশানুক্রমে বিভিন্ন নিম্নবর্ণের সহিত
বার-বার বিকৃত প্রতিলোম
যেখানে যত বেশী হয়,
সেখানে ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ক'রে
এই প্রক্রিয়া খাটান
একটু কঠিনই হ'য়ে ওঠে,
তাই, অতি সাবধানে
দক্ষতার সহিত
নিপুণ সৌকর্য্যে
এগুলিকে নিরূপণ করা উচিত
বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে,
এই পথে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে যদি বিশুদ্ধ স্থায়িত্বে
উপনীত করতে পারা যায়,
তা' খুবই ভাল,
এবং আশাপ্রদ অনেকখানি,
তাই, এটা সর্ব্বতোভাবে প্রচেষ্টনীয় ;
মেয়েরা চরপ্রবল ব'লে
তা'দের প্রত্যাবর্ত্তন অনেকটা সহজ,
কিন্তু পুরুষরা স্থয়ী·প্রবল ব'লে
প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
তা'দের নিয়মন অত্যন্ত সুকঠিন,
প্রত্যাবর্ত্তনী সম্ভাব্যতা যেখানে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ
বা সুকঠিন,
সেখানে জনন-বর্ত্তনা
স্তব্ধ ক'রে রাখাই সমীচীন,
উদ্ভিদ-জগৎ, জীব-জগৎ
এমন-কি মনুষ্য-জগতেও
সাংঘাতিক ব্যতিক্রম-ক্ষেত্রে

প্রকৃতিরই এমনতর বৈধী অনুশাসন ;
গোড়ায় যেন মনে থাকে—
সব সময় ঐ প্রতিলোমজ সন্তানদিগকে
ইষ্ট-ধর্ম্ম-কৃষ্টির
সুসঙ্গত অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রেরিত ক'রে
তৎকর্ম্মান্বিত ক'রে তোলার
দোলন-দীপনায় নিয়োজিত রাখতে হবে,
যা'তে সুকেন্দ্রিক অনুবেদনা
তা'দের প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে,
বোধিমর্ম্মকে
অমনতরভাবেই অঙ্কিত ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধোষিত আবেগোচ্ছল অনুদীপনায় ;
সঙ্গে-সঙ্গে
এটা যদি না করতে পারা যায়,
তাহ'লে ঐ প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়া
বিন্যাস-বিভূতিতে
সুসজ্জিত হ'য়ে উঠতে চাইবে না,
বৈধানিক কোষের ঔপাদানিক বিকার
সুব্যবস্থ বিনায়নায়
সুসজ্জিত হ'য়ে
স্থায়ীভাবে
সুসঙ্গত স্বস্থ হ'য়ে উঠতে চাইবে না ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই জীবন-সম্বেগ,
নিয়ন্ত্রণ-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়েই
বিনায়নী বৈশিষ্ট্যে আধৃত হ'য়ে
তিনিই যা'-কিছুতে ধাতারূপে
অবস্থিত হ'য়ে থাকেন,
বিন্যাস যেমন—
বিধৃতি যেমন—

বিভূতিও তেমনি,

ধরণ যেমন—

করণ যেমন—

হওন ও প্রাপণও তেমনি,

তাই, ঈশ্বর বিধাতা,

আর, তিনিই বিভু। ৫০৯১।

৭।৪।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩৫

সুসংস্কৃত বিশুদ্ধ জনি-বিশিষ্ট

সুসঙ্গত কুলকৃষ্টিসম্পন্ন কোন পুরুষ

অনুলোমক্রমে যদি

সুসংস্কৃত রজো-বিন্যাসিত বিশুদ্ধ কুলে

কোন মেয়ের পাণিগ্রহণ করে,

তৎ-সম্বন্ধ-নিবন্ধ মাতৃ-অনুক্রমিক থাকের

যে-কোন সন্তান হো'ক না কেন,

সে ঐ পিতৃকুলের মর্য্যাদাতেই

সেই থাকে বা স্তরে

স্থান লাভ ক'রে থাকে ;

অর্থাৎ, কেউ যদি বিশুদ্ধ কুল-সমন্বিত

কুলীন হয়,

তা'র অনুলোমক্রমিক সন্তান-সন্ততি

মাতৃ-বর্ণানুপাতিক

ঐ বর্ণের বিভিন্ন থাকে সংস্থ হ'লেও

সেই থাকেই

তা'র পিতৃকৌলিন্য

ও কুলবিশুদ্ধতার মর্য্যাদায়

স্বস্থ হ'য়ে চলে ;

বিভিন্ন স্তর হ'লেও

সেই কুলেরই বিশুদ্ধ মর্য্যাদা

হয় তা'র প্রাপ্য। ৫০৯২।

৭।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৯টা

উপযুক্ত প্রয়োজন ও বিনায়ন-কৌশলের উপরই
প্রাপ্তি নির্ভর করে। ৫০৯৩।

৮।৪।১৯৫৩, সকাল ৮-৫

বন্ধু!
লক্ষ অযুত জীবন ধ'রে
পথে-পথে কুড়িয়ে-পাওয়া
আমারই সুরত-সূত্রে গাঁথা জনিমালার
জীবন নিয়ে
আমি এই গহনে
তোমার জন্যই ব'সে আছি—
উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা নিয়ে,—
কখন তুমি আসবে,
কখনই বা দেখবো তোমায়—
আমার বোধিচক্ষুকে বিস্ফারিত ক'রে ;—
চাহনির ঝলক লহমায়
আমার অন্তরাত্মা তোমাকে উপভোগ করবে—
একটা মিলনলাস্যের বীণা-ঝঙ্কারে
ঝঙ্কৃত-প্রাণনায় ;
দীপালি আমার!
বন্ধু আমার!
প্রিয়পরম আমার!
তুমি এস,
তোমার আসার আশা
আমার যেন কখনই না ফুরায় ;
কখন আমার এই আমিকে
তোমার চরণে উৎসর্গ করব!
প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠাগ্নি
দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে ওঠ ;
—হয়তো ঐ এলো প্রিয়। ৫০৯৪।

৮।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-২০

কে কোন্ গুণে
কী কাজের উপযুক্ত,
আবার, কী গুণের অভাবেই বা
কোন্ কাজের অনুপযুক্ত,
তা'র বোধিসঙ্গতিও বা কেমনতর,
আর, ঐ বোধিসঙ্গতি-অনুপাতিক
শারীরিক শক্তি
ও আন্তরিক উদ্যমই বা কেমনতর—
মানুষের সঙ্গ বা সাহচর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি নির্দ্ধারণ ক'রে
যে-কাজে যে উপযুক্ত
প্রয়োজন-অনুপাতিক
তা'কে তেমনি ক'রে
অনুপ্রেরিত বা প্রযোজিত ক'রে তুলো ;
তা'তে কৃতকার্য্য হ'লে
সেও সুখী হবে,
তুমিও আত্মপ্রসাদ লাভ করবে ;
দোষগুণ অনেকেরই আছে,
কা'র কোন্ দোষ
কোন্ গুণকে হীনবীর্য্য ক'রে রেখেছে,
বা কোন্ গুণকে বীর্য্যবান ক'রে তুলেছে,
সেটাই খতিয়ে দেখ,
এবং তদনুযায়ী নিয়োজিত কর তা'কে ;
সার্থক অন্বয়ী সঙ্গতি যেখানে—
বোধিদীপনাও সেখানে ;
ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব,
ঈশ্বরে সর্ব্বার্থসার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই সঙ্গতি-সূত্র—
সংস্থিতির সর্ব্ব-বিনায়নী সঙ্গতি। ৫০৯৫।
৮।৪।১৯৫৩, রাত্রি ১০-১৫

বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে
আত্মিকতার অনধ্যায়ী হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
সংজ্ঞাকে পরিহার ক'রে
ছন্নতারই উপাসনা করা । ৫০৯৬ ।

৯।৪।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

## নববর্ষের আশীর্ব্বাণী

প্রাচীনের দ্যোতন-দ্যোতনা
প্রেরণার প্রচণ্ড সম্বেগে
কত ঋজু
কত জটিল
কত কুটিলের পথ বেয়ে-বেয়ে
আবর্ত্তনার সংক্ষুব্ধ-দীপনায়
প্রগতির বিবর্ত্তন-ক্রমক্ষেপে
মার্ত্তণ্ডের অংশু-বিকীরণে
ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাসে
ঘুরে ঘুরে চ'লে এল—
নবীনের উৎকণ্ঠ আগ্রহ-সন্দীপ্ত
আকুল লাস্যে
আজ এই নববর্ষে ;

দিন যায়,
প্রতিদিনই যায়,
অবিরাম এই গতি,
গতি-নির্ঝর
কত শত ঝরণ-বিক্ষেপে
সন্দীপনী অযুত স্ফুরণে
পেছনের করণ-সংহতিতে
ফল-বর্ত্তনায়
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরে
হানা দিয়ে উঠলো ;—
এলো নববর্ষ,
তা'র প্রতিটি চাউনি,
প্রতিটি ভঙ্গী,
স্ফুরিত ঝঙ্কারে ব'লে উঠলো—
এখনও জাগো,

এখনও চল—
বাঁচার উদ্যমে,
থাকার উদ্যমে,
বাড়ার উদ্যমে,
আদর্শ-নিবদ্ধ অনুপ্রাণনায়
উদ্যোগী পরাক্রমে
চলন্ত হ'য়ে চল,
থেমো না—
এ চলার বিরাম নেই ;
সব দিক দিয়ে বজায় রেখো—
তোমার অস্তিত্বের ধৃতিবাঁধন,—
যে-ধরায় বিধৃত হ'য়ে
ধরার বুকে
তুমি থাকতে পার,
বেঁচে থাকতে পার—
তোমার এই উৎক্রমণী আবর্ত্তনী সম্বেগে,
প্রাণন-পরিচর্য্যায়,
পরিবেশের দ্যুতি-বেদনার
বিবর্দ্ধনী বর্দ্ধন-বিবর্ত্তনী
দীপালী-দ্যুতিতে,—
দেউলের দরজা উদ্‌ঘাটিত ক'রে
দেবতার সান্নিধ্য পেতে—
সুসঙ্গত সার্থক অন্বয়ে,
বোধি-জৃম্ভণার অন্বিত সজ্জায়,
সার্থকতার সম্বিৎ আহরণ ক'রে,
ঐশ্বর্য্যের বিভূতি লাস্যে
লসিত লপনায়
নিজেকে ফুটন্ত
প্রাণন-প্রদীপ্ত স্ফুরিত পদ্মে
জীবন-প্রতিভায় বিকশিত ক'রে,

বুকভরা এমনতরই পরাগ আহরণ ক'রে ;
চেয়ে দেখ—
দেউল অর্গলমুক্ত,
ঐ দেবতার জীবন-বিভা
তোমার দিকেই চেয়ে আছে—
কী আকুল উৎকণ্ঠ আগ্রহ নিয়ে ;
চাউনির প্রতিটি ভঙ্গী বলছে—
আয়, তোরা আয়—
জীবন-বৃদ্ধির অমৃত আহরণ ক'রে,
সার্থকতার বিভূতি-বিভায়,—
ফিরে আয়,
চ'লে আয়
অনন্তের দুয়ারে ;
এই ডাক
অন্তরের উদ্যমে
মূক-স্বরে
প্রতিটি প্রাণের
প্রতিটি বিধানের
প্রতিটি যোগনিবন্ধ
কৌষিক মিলনের ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠছে ;
তা'কে ঐ দেবতার চরণে
উৎসর্গ ক'রে দাও,
ঐ দেবতারই আমিত্বে
তোমার তুমিত্বকে নিবদ্ধ ক'রে ফেল—
তোমার যা'-কিছু সবকে
ঐ তপস্যার ভিতর-দিয়ে অন্বিত ক'রে
আত্ম-বিনায়নায়,
অনুশীলনার শীল-সঞ্চয়ী পরিচর্য্যায়,
যোগ্যতায় জীয়ন্ত থেকে

অযুত লক্ষে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
সংহতির দীপন মন্ত্রে,
ঐ দেবতাকে প্রতি প্রাণে-প্রাণে প্রতিষ্ঠা ক'রে ;
সুকেন্দ্রিক সুসঙ্গত সুতৎপর
ঐ অনুধ্যায়িতা নিয়ে চলতে থাক—
বিরামহীন চলায়,—
তাঁ'রই অবদান—
তোমার ঐ জীবন-ব্যক্তিত্ব নিয়ে
অনন্তের উধাও চলনে ;
আর, এই চলন নিয়ে
তোমার সমস্ত অবিদ্যাকে
সমাহার-সন্দীপনায়
বিদ্যোৎসাহী সুসঙ্গত বোধি-মৰ্ম্মে
বিস্ফুরিত ক'রে
দূরদৃষ্টির অসৎ-নিরোধী
স্বস্তিবৰ্দ্ধনী শীল-সঙ্গতিতে চলতে থাক ;
আর, এই চলন
অমৃতনিষ্যন্দী হ'য়ে উঠুক—
অমরণ আহরণ করতে করতে,
সুধায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলে সবাইকে—
সম্পদে, বিভবে,
বিধৃতির বিরাট বৰ্দ্ধনায় ;
তৃপ্ত হও,
তুষ্ট হও,
শান্ত হও,
স্বস্থ হও—
তোমার যা'-কিছুকে সুসঙ্গত ক'রে,—
প্রত্যেককে ঐ অবদানে উদ্বুদ্ধ ক'রে
উদয়ন-দীপনায় ;
তোমরা ইষ্টানুধ্যায়ী

অনুবেদনী অনুচর্য্যায়
সুসঙ্গতির অচ্ছেদ্য বাঁধনে
সন্দীপ্ত থাক—
পরস্পর পরস্পরের সহায় হ'য়ে
স্বার্থ হ'য়ে
সন্দীপনা হ'য়ে,—
প্রেরণার প্রদীপ-দীপনায়
জাগ্রত ক'রে সবাইকে ;
আয়ুর অধিকারী হও,
বিধাতার বিভব আহরণ ক'রে
বৈশিষ্ট্য-গ্রথিত যুক্ত-শৃঙ্খলায়
মালাকারে সুসজ্জিত হ'য়ে
অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠ
তাঁরই চরণে ;
প্রিয়পরম !
একান্ত আমার !
তুমি সব সম্পদ দিয়েছ,
সব বিভূতি দিয়েছ,
কিন্তু তা' আমি জানিনা,
আছ জানি,
আছি জানি—
সমস্ত জানাকে অতিক্রম ক'রে,—
তা' কেমন ক'রে
তা' তুমিই জান,—
তোমার ঐ জানাই
আমার জীবন-সম্বেগ ;
দাও দয়াল !
আগ্রহ-আতুর উৎকণ্ঠ
তোমারই এই আমি-গুলিকে
একটা গভীর শঙ্খ-বর্ত্তনার

হোম-দীপনী প্রাণন-সম্বেগ,
যা' ছড়িয়ে প'ড়ে
সবাইকে আয়ুর অধিকারী ক'রে তোলে,
বোধির অধিকারী ক'রে তোলে,
বিদ্যার অধিকারী ক'রে তোলে,
জীবনের অধিকারী ক'রে তোলে,
বল-বীর্য্য-বিক্রমের অধিকারী ক'রে তোলে,
আর, এগুলির সঙ্গত সংশ্রয়
তোমাতে যেন অর্ঘ্য হ'য়ে ফুটে ওঠে,—
এই আমার আকুল প্রার্থনা। ৫০৯৭।
১০।৪।১৯৫৩, সকাল ৯টা

ভাবের ঘুঘু হওয়ার চাইতে
প্রাণের ঘুঘু হও,
তোমার প্রাণন-সম্বেগ যেন
তোমার ভাবকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে—
নিরাবিল অচ্যুত সন্দীপনায় ;
এই সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
অন্তরাসী বিনায়নী শ্রেয়তপা হ'য়ে চ'লো—
তন্মার্গী তপস্যায় ;
আর, তুমি যেই হও,
এবং যেমনই হও,
ঐ শ্রেয়ার্থ-পরায়ণতায়
তোমার সব প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
শ্রেয় শ্রান্ত না হ'য়ে তোমাতে
স্নিগ্ধ-দীপ্ত হ'য়ে উঠুন ;
যত বিপাকই আসুক না কেন,
তুমি অভাব-মৃষ্ট হ'য়ে উঠবে না,
ঐ ভাব অন্তরেরই বিভা বিতরণ ক'রে
বিভূতিতে বিস্নিগ্ধ ক'রে তুলবে,

আর, এইই তোমার জীবন-স্বার্থ—
মনে রেখো,
স্মরণ রেখো। ৫০৯৮।
১০।৪।১৯৫৩, সকাল ৯·২৫

তোমার আত্মম্ভরি গর্ব্বোপ্‌সার
উদ্ধত অভিমানের দাবীতে
কাউকে দোষারোপ ক'রে
বা অযথা বেধন-অভিমত বা ভৎ'সনায়
বিদ্ধ করতে যেও না—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী আপ্যায়নাকে
অবহেলা ক'রে ;
তুমি যদি তা'কে সহ্য করতে না পার,
বেধন-অভিমত বা ভৎ'সনায়
নিজের উদ্ধত আত্মম্ভরিতায়—
তা'র হৃদয়কে বিদ্ধ ক'রে চল,
তা' কিন্তু তোমার নিজের প্রতি
ঐ জাতীয় প্রতিক্রিয় বেদনার সৃষ্টি করবে ;
দাবীই যদি করতে হয়,
এমন ক'রেই কর—
যা'তে তৎ-পূরণী আবেগ
তা'দের অন্তরে স্বতঃই উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
নয়তো, ঐ জাতীয় ব্যবহার
তোমাকে কিছুতেই রেহাই দেবে না,
তুমি পাবেও তাই ;
অহেতুক দোষ ধরা
মানুষকে ঐ দোষ-ধৃষ্ট ক'রে তোলে। ৫০৯৯।
১০।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৭-২০

তুমি প্রাচীনের আপূরণী হও,

ঐ আপূরণায় বর্ত্তমানকেও
আপূরিত ক'রে তোল—
নবীন বর্দ্ধনায়,
সঙ্গত-শালিন্যে ;
তুমি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের
আপূরণ-প্রতিভা হ'য়ে ওঠ,
দর্শনের আপূরণ-দীপনা হ'য়ে ওঠ,
শিল্প-সাহিত্যের ধাতা ও আপূরণী প্রাকার
হ'য়ে ওঠ,
ন্যায় ও অন্যায়ের
সৎ-বিনায়নী আপূরণ-উদ্দীপনা হ'য়ে ওঠ,
জীবন-বর্দ্ধনার ধৃতি-উৎসারণী কৃষ্টির
অনুশীলন-উদ্যোগী প্রেরণা হ'য়ে ওঠ—
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও সুজননের
বৈধী নিয়মনী আপূরণায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে সবাইকে ;
আর, আপূরণী উদ্বর্ত্তনা
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে যেখানে,
উদাত্ত কণ্ঠে অভিবাদন কর তাঁকে,
আনত হও তাঁতে—
অচ্যুত অংশু-দীপনায়,
উদাত্ত বীর্য্যবত্তা নিয়ে
প্রতিষ্ঠা কর তাঁকে,
পরিপালন কর—
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে ;
দক্ষদীপ্ত হও,
তপ-প্রসাদ-মণ্ডিত হও—
আত্ম-বিনায়নী তর্পিত তর্পণায়
উৎসারণী উৎসর্গে বিভামণ্ডিত হ'য়ে ;
ঈশ্বর পরম-দৈবত,

উৎসারণার প্রসার-দ্যোতনা,
জীবনের ছন্দায়িত লাস্য-প্রদীপনা ;
সর্ব্বার্থের সার্থকতাই ঈশ্বর,
তিনিই পরমেশ্বর। ৫১০০।
১০।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৪৫

তপস্যা
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
তাপের সৃষ্টি করে,
আর, তাপ হ'তেই তড়িৎ-সম্বেগ
উদ্ভূত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' হ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে চুম্বক-দীপনা,
—চর ও স্থয়ী অনুক্রমণায়,
এর ভিতর-দিয়ে
বিধানের ঔপাদানিক সংস্থিতি
তদনুপাতিক বিনায়ন ও বিন্যাস লাভ করে ;
এই একানুধ্যায়ী তপস্যা, তাপ
ও ঔপাদানিক নিয়মন যেমন,
তড়িৎ-ভরণও তেমনতর ;
আবার, সুকেন্দ্রিক অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত
আত্মবিনায়নী তপস্যাই
সেই তৃপণ-দীপনা—
যা'র ফলে, মানুষের প্রবৃত্তিগুলি
অন্বিত বিনায়নে
সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে সংগঠিত ক'রে
বিভূতি-বিভান্বিত ক'রে তোলে ;
আবার, ঐ ধরণ ও করণের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গীতি নিয়ে ফুটে ওঠে বোধি-মর্ম্ম,
ফুটে ওঠে শক্তি,

ফুটে ওঠে সামর্থ্য,
ফুটে ওঠে যোগ্যতা—
পরাক্রমী জীবন-অভিযান,
আর, এই যোগ্যতাই হ'চ্ছে
ব্যক্তিত্বের হওয়া,
এই হওয়াই পাওয়ার উদ্‌গাতা ;
ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব,
ঈশ্বরই অন্তর্নিহিত যোগাবেগ,
যোগাবেগই আত্মনিয়মনী অভিদীপনা,
আর, এই সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনই
ব্যক্তিত্ব-উৎসৃজনী তপ ;
ঈশ্বরই হওয়ার বিভু । ৫১০১ ।
১১।৪।১৯৫৩, সকাল ৮-৫০

চেয়ে-চেয়েই হয়রাণ হ'লে—
কিন্তু পেলে না কিছু,
আর, যা' পেলে
তা'তে তোমার অভাব মিটলো না,
তা'র মানে, তোমার ভাব-প্রতীক যিনি,
উৎসারণী অনুদীপনায়
তোমার প্রীতি-অবদান
তাঁকে ফুল্ল ক'রে তোলে নি,
তুমি তাঁর হও নি,
অর্থাৎ তুমি তাঁর একচেটে স্বার্থ হ'য়ে ওঠনি,
তাঁর স্বার্থই মুখ্য হ'য়ে ওঠেনি তোমার জীবনে,
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্বতঃ-উৎসারণায়
তাঁতে সার্থক হওয়ার প্রলোভনে
চয়ন-নিরত ক'রে তোলনি ;
তাই, তাঁর কাছে থেকেও
তাঁর শত চেষ্টা সত্ত্বেও

তোমার প্রাপ্তি উচ্ছল হ'য়ে উঠছে না ;
তাই, পেতেই যদি চাও,
দাও—
স্বতঃ-উৎসারণী তন্মুখী অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
তোমার চয়নী প্রচেষ্টার সাধ্যে যা' কুলায়
যেমনতর ;
এই অবদান পাওয়াকে বাড়িয়ে তোলে,
অবশ্য প্রত্যাশাপীড়িত অবদান
অবদানই নয়কো,
তা' বরং বঞ্চনারই সঞ্চিত রৌরব-ক্ষেত্র ;
ঈশ্বর পরম-সার্থকতা,
তাঁতে আত্মবিনায়নী উৎসর্গ
স্বর্গেরই শুভ সংক্রমণ। ৫১০২।
১১।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-৫

ইষ্টহারা অবুঝ কোপন-স্বভাবা হ'য়ে উঠো না,
চণ্ডা সেজে ব'সো না,
মঙ্গল-চণ্ডী হও—
অচ্যুত শিব-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে,
অস্তিবৃদ্ধির অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে ;
আর, তিনিই শিব,
যিনি ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতায়
আত্মনিয়মন-তৎপরতায় অভ্যস্ত,
যিনি মঙ্গলের মূর্ত্ত-প্রতীক। ৫১০৩।
১২।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-২৫

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
আত্মনিয়মন-তৎপর হ'য়ে
তদনুধ্যায়ী ঊর্জ্জী রাগরঞ্জনায়

অংশু-দীপনী অন্তঃকরণ নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত না কর,
তৎতপা হ'য়ে না ওঠ,—
যে তপই কর না কেন,
সে-তপস্যা তোমাতে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তাপ-স্রোতা হ'য়ে উঠবে না,
আর, ঐ তপস্যা তাপস্রোতাই যদি না হয়,
তোমার ঔপাদানিক বিন্যাসও
যথাপ্রয়োজন
বিধানে বিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে না,
বিধান তড়িৎ-তেজা হ'য়ে উঠবে না—
চর ও স্থয়ী অনুক্রমণায়
যথোপযুক্তভাবে ;
তা'র ফলে,
তোমার ধৃতি, কর্ম্ম, হওন, প্রাপণও
সুবিন্যাসে সার্থকতা লাভ ক'রে উঠতে
পারবে না কিছুতেই,
ব্যক্তিত্বটা
সুসঙ্গত সার্থক অন্বয়ী বোধিমর্ম্মে
বিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে না—
দীপন-দর্ভী বিকাশ-বিভায় ;
তুমি যতই কর্ম্মপটু থাকনা কেন,
দক্ষতা যতই থাক্‌না কেন তোমার,
সেগুলি তোমাকে ক্ষয়িষ্ণুই ক'রে তুলবে
ক্রমশঃ,
বিন্যাস-পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে না,
তুমি নিজের সাথে সব হারাবে—
একটা দগ্ধ-বিধুর পরিতাপের অন্তরাবেগে,
উৎসন্নতার বীভৎস আকর্ষণে ;

ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতার
মরীচিকালুব্ধ হতাস হ'য়ে উঠবে তুমি,
নির্ভরতার বিনায়নী বোধি-নিয়ন্ত্রণে
ধী-কুশল দক্ষতায়
বোধিদৃষ্টি প্রখর না হ'য়ে
কর্ম্মপ্রেরণা তীব্র না হ'য়ে,—
এলোমেলো ঘূর্ণিবাত্যার আবর্ত্তনী ধিক্‌কারে
শুষ্ক তৃণরাজি যেমনতর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তোমার অবস্থাও তেমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
তাই, বৈশিষ্ট্যপালী ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠ—
অচ্যুত অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থে আত্মনিয়মন কর,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী চলন-চর্য্যায়
নিজেকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোল,
বোধিকুশল ধী নিয়ে,
দক্ষ কূট-চাতুর্য্যে
দূরদৃষ্টির দেদীপ্যমান আলোকদীপনায়,
সব-কিছু দেখে বুঝে
এই ইষ্টীতপা অনুপ্রাণতায়
নিজেকে পরিচালিত কর ;
মানুষকে সুসংহত ক'রে তোল তোমাতে—
ঐ ইষ্টীতপা নিবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে সকলকে--
পারস্পরিক অনুচর্য্যায়,
স্বতঃ-প্রসারী সেবা-নন্দনায়,—
সার্থক হবে,
দীপ্ত হবে,
তৃপ্ত হবে,
বোধি-বিজৃম্ভী অনুপ্রাণনায় পরিচালিত হ'য়ে
কৃত-কৃতার্থতায়

নিজেকে সার্থক ক'রে তুলবে,
আর, সব যা'-কিছুকে নিয়ে
তুমি ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠবে ;
পাবে স্বস্তি,
পাবে স্বধা,
পাবে শান্তি,
মানুষকে দেবেও তাই ;
ঈশ্বর এক—
যা'-কিছুরই প্রাণন-কেন্দ্র,
অস্তিবৃদ্ধির প্রাণন-পরিচর্য্যা
যেখানে সংহতি-দীপনায় অন্বিত হ'য়ে
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই সেই স্ফুরণ-উৎস,
ঈশ্বরই চিরস্রোতা স্ফুরণ-প্রভা। ৫১০৪।
১২।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

দেব-দর্শনই বল,
বা আরাধ্য-দর্শনই বল,
স্বপ্নই হো'ক,
বা ভাবালু অনুধ্যায়িতাই হো'ক—
তুমি যদি তোমার অন্তরে দর্শন কর,—
তা'তেই যে একটা বড় কিছু হয়,
তা' নয়কো,—
যতক্ষণ তা' তত্ত্ব-সঙ্গতি নিয়ে
বাস্তবতায় তোমার সম্মুখে
মূর্ত্ত হ'য়ে না ওঠে—
কোন ব্যক্তিত্বে বিকশিত হ'য়ে,
তোমার বোধ-সঙ্গতিতে সঙ্গত হ'য়ে,
বিন্যাস-বিভায় বিকশিত হ'য়ে ;
এই বোধায়নী তত্ত্ব-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে

যা' অভিব্যক্তি লাভ ক'রে থাকে,
তাই কিন্তু ঈপ্সিত তোমার,
যে বোধি-স্পর্শ সম্যক্ সঙ্গতি নিয়ে
দীপন-বিভায়
তোমার চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে
সবারই হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে থাকে—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য তেমনতরভাবে,
উন্মুখ অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে ;
আর, তা' তখনই আসে,
যখনই সম্যক্‌ভাবে তা'কে
সুসঙ্গত বিনায়নায়
ধারণ করতে পার,
ঐ সম্যক্ ধারণাই সমাধি ;
ঈশ্বর অমূর্ত্ত হ'য়েও মূর্ত্ত,
নিরাকার চেতন-বিভায় উদ্‌ভাসিত হ'য়েও
প্রত্যেকেরই প্রাণন-দীপনা—
জীবন-বিভব,
ঈশ্বর যা'-কিছুরই বৈশিষ্ট্য
প্রত্যেক বিশেষেই নির্ব্বিশেষ তিনি,
সমষ্টিগতভাবে তিনি সবারই ধৃতি-সম্বেগ,
সহজ সমাধিই তাঁর সম্যক্ ধারণা। ৫১০৫।
১৬।৪।১৯৫৩, সকাল ৯টা

যা'রা না-জেনেও জানার ঔদ্ধত্য-অহঙ্কার নিয়ে
সবজান্তা হ'য়ে ব'সে আছে,
দায়িত্ব নিয়ে
সুবিধা দিয়ে
সুবিধা পাওয়ার সৌজন্য যা'দের নাই,
যা'দের হীনম্মন্যতা এতই স্পর্শাসহিষ্ণু
যে, নিজের সুবিধার একটু ব্যতিক্রম হ'লেই,

আত্মম্ভরিতার গর্ব্বপুষ্ট সংঘাতে
কাউকে জর্জ্জরিত করতে ছাড়ে না,
যা'রা কথায়-কথায় অপমানিত হয়,
অপদস্থ হয়,
মানুষকে জব্দ করার দম্ভ নিয়েই
যা'রা চ'লে থাকে,
যা'দের আত্মবীক্ষণার দিকে দৃষ্টি নাই,
কিন্তু পরের দোষ ধরাকেই যা'রা
বাহাদুরী ব'লে মনে করে,
অন্যের অসুবিধা অনুমান না ক'রেই
যা'রা নিজেদের অনুযোগ-অভিযোগের দাবী নিয়েই
ব্যস্ত থাকে,
এতটুকু অমনঃপূত কিছু হ'লেই
অশিষ্ট কৈফিয়ত তলব করতে
এতটুকুও সমীহ করে না যা'রা,
যা'রা ঈশ্বরকে নিজের ভোগ-ইন্ধন ক'রে
ব্যবহার করতে চায়,
ঈশ্বরের বিশেষত্বই বিবেচনা করে তাই,
প্রত্যাশারাগরঞ্জিত চলনই যা'দের
ইষ্ট বা ঈশ্বর-আরাধনা,
এমনতর চরিত্রহীন গর্ব্বপুষ্ট অনুরাগ-দীপনায়
যা'রা অন্যের কাছে শ্রেয় হবার
ভাঁওতা নিয়ে চলৎশীল,
ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনী অবদান যা'দের
নিয়োজিত হয়—
প্রাপ্তিলোভী আকাঙ্ক্ষায়,—
এমনতর বঞ্চিত বেকুব যা'রা,
তা'রা নিজেকে তো বঞ্চিত করেই,
অন্যকেও বঞ্চিত করার
আহাম্মকী অভিযান নিয়ে চ'লে থাকে—

সংক্রমণী ক্রম-তৎপরতায় ;
শ্রদ্ধোৎসারিণী রাগদীপনা
যতক্ষণ না তা'দের
শ্রেয়ার্থী ক'রে তুলছে,
ঐ ব্যভিচার-রৌরবেই
তা'দের সংস্থিতি ততক্ষণ ;
যেখানে আত্মনিবেদন,
যেখানে আত্মোৎসর্গ,
যেখানে ইষ্টানুধ্যায়ী রাগরঞ্জিত
উপচয়ী অনুচর্য্যা,
ভক্তির গুঞ্জন-উল্লাস-সমন্বিত
ক্লেশসুখপ্রিয়তা,
আত্মনন্দনার সার্থক বিবর্ত্তনী সংক্রমণ,
ধারণ ও পালনী প্রতিভা যেখানে স্বতঃ,—
ঈশিত্বও সেখানে তেমনতর ;
ঈশ্বর সর্ব্বাপূরক। ৫১০৬।
১৬।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

প্রাচীন কীর্ত্তি, কৃষ্টিগত পাণ্ডুলিপি,
লোকমুখে প্রচলিত তথ্য ও প্রবচনাদি
সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে
কখনও কিছুতেই ত্রুটি ক'রো না,
তা' হয়তো কখনও কোথাও
বর্ত্তমানের আপূরণী ও ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শনী
আলোস্বরূপ হ'য়ে
ব্যষ্টি ও রাষ্ট্রগত জীবনকে
বিবর্ত্তনায় অনুবর্ত্তিত করতে
মহান সম্পদ হ'য়ে সাহায্য করতে পারে ;
যা'কে রাখবে,
সেই তোমার থাকাকে রাখবার

পোষক হ'য়ে উঠতে পারে,
কিন্তু আলস্য ও অবজ্ঞা
অন্ধতমসারই ঘনঘটা সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই সত্তাসঙ্গীতি—
সম্বর্দ্ধনী আত্মিক-সম্বেগ ;
যা'র আত্মিক-সম্বেগ
তাঁকে বরণ ক'রে
পোষণ করে,
পালন করে,
ঈশ্বর তা'কেই বরণ করেন,
পোষণ করেন,
পালন করেন। ৫১০৭।
১৯।৪।১৯৫৩, বিকাল ৫-২০

বাক্ সঞ্চালিত করতে হ'লেই
বাক্-সংযমের দিকে নজর রাখা উচিত,
আর, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে
বাক্-নিয়মন যদি কর—
উদ্দেশ্যমাফিক,—
বিষয়কে বিন্যস্ত ক'রে সার্থক সঙ্গীতি-সহকারে,
ভাবানুকম্পী, আকূতি-আবেগসম্পন্ন,
সুযৌক্তিক সার্থক তথ্য-বিন্যাস-অনুবন্ধনায়,
উচ্ছল দোলন-দীপনায়,—
সেই বাক্ই প্রাণন-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। ৫১০৮।
১৯।৪।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১০

সঙ্কল্পই কর
আর প্রতিজ্ঞাই কর,
আর, তা' যে-বিষয়ে যেমনতরই হো'ক না কেন,
কঠোরভাবে স্মরণ রেখো—

ঐ সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা যেন
তোমারই প্রিয়পরম কল্প-পুরুষ যিনি,
তাঁ'র সঙ্গে তোমার সঙ্গতিকে
ব্যাহত না করে বা না হারায় ;
আর, কল্প-পুরুষ মানেই হ'চ্ছে—
যিনি তোমার উৎস,
যাঁ'র প্রতি সুকেন্দ্রিক অনুরাগ
তোমাকে সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত ক'রে
সমর্থ ক'রে তোলে,
যোগ্য ক'রে তোলে,
পর্য্যাপ্ত ক'রে তোলে,
সম্পদে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে ;
তাঁ'র সঙ্গহারা উন্মাদনা
যে-সংকল্প বা প্রতিজ্ঞার ভূমিতে দাঁড়িয়েই
ঐ অনুচর্য্যা হ'তে বিরত ক'রে তুলবে তোমাকে,
তা' ঐ প্রতিজ্ঞাকে
স্বতঃ-প্রবৃত্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত ক'রে
নিঃস্ব, অপহৃত ক'রে তুলবে তোমাকে,
অনুরাগদীপনী ভজনলাস্য
তোমার হৃদয়কে
লসিত-দীপনায় নাচিয়ে তুলবে না ;
ফলে, আত্মিক-সম্বেগ অবসন্নই হ'য়ে উঠবে ;
তাই, ঐ প্রিয়পরম কল্প-পুরুষ যিনি—
তোমার যা'-কিছু হো'ক না কেন
তাঁতে যেন উপচয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র ব্যতিক্রমী যা'
সব সময়ই বিরত হ'য়ে থেকো তা' হ'তে ;
তোমার সাধ্য কর্ম্মানুদীপনায়
সুসঙ্গতি-সহকারে
যতখানি আত্মপ্রসার করবে—

বোধবিনায়নী পদক্ষেপে,—
কৃতি-কিরীট-ভূষিত হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনি ;
ঈশ্বরই পরম কল্প-পুরুষ,
যোগ্যতার যোগদীপ্ত অনুপ্রেরণায় অধিস্রোতা হ'য়ে
তিনি উৎসারণী বিবর্ত্তনী বিভূতি,
ঈশ্বরই পরম দৈবত। ৫১০৯।
২১।৪।১৯৫৩, সকাল ৯টা

যে যতটা ভার নিতে পারে,
সে ততখানি ভৃত হয়,
যোগ্যতাও বাড়ে তেমনি। ৫১১০।
২২।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

প্রীতিই ন্যায়ের সারথি বা নিয়ন্তা। ৫১১১।
২২।৪।১৯৫৩, সকাল ১০টা

তুমি ইষ্টার্থপ্রণোদিত হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টানুগ চলনে চল,
তোমার অন্তরাবেগকে
ঐ ইষ্টার্থী সুনিষ্ঠ ক'রে
চলন্ত করতে গেলেই
অনেক প্রকার বিক্ষেপ আসতে পারে,
তুমি বৈধী-বিনায়নায়
এক বা বহু-বিবাহ করতে পার,
বৈধী-বিধায়িনী অনুপ্রেরণা নিয়ে
বিবর্ত্তনার পথে দাঁড়িয়ে
অনুলোম-বিবাহও করতে পার,
বৈধী-বিবর্ত্তনার অনুক্রমণা-উৎসারণী হ'য়ে
নিবাহ-নিবদ্ধ হ'তে পার,

সৎ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
সৎ-কর্ম্মানুপ্রেরণায়
ন্যায় ও নীতির পথে থেকে
উদ্যোগী উন্মাদনায়
সদনুচর্য্যী হ'য়ে চলতে পার,
ইষ্টানুগ সত্যতপা হ'তে গিয়ে
তপ-দীপনার নন্দনালুব্ধতায়
আত্মনিয়োগ ক'রে
আত্মনিয়মনী চলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চলতে পার,
কিন্তু ঐ বৈধী সদনুচলনের পথেও
বিক্ষেপ আসতে পারে বহুত ;
সদনুশীলনী তৎপরতায়
যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ক'রে
জীবনের ধৃতি-সম্বেগকে
উৎসারিত ক'রে তুলতে পার,
এতেও অনেক বিক্ষেপই আসতে পারে,
ফল কথা, ব্যষ্টি, সমাজ ও সমষ্টির
কল্যাণপ্রদ যাই করতে যাও না কেন,
বিক্ষেপের অভাব নাই কোন ক্ষেত্রেই ;
এই বিক্ষেপের ভয়ে ত্রস্ত হ'য়ে
নিজেকে যতই নিবর্ত্তনার
শীত-তমসায় নিক্ষেপ কর,—
কৃতান্তের যমন-গহ্বরে
তোমাকে প্রবেশ করতেই হবে,
সেখানে বিক্ষেপও কুণ্ঠিত কলহে
চেতন দীপনাকে বিহ্বল ক'রে
অবশ নিয়ন্ত্রণে
তোমাকে তমসার অতল গহ্বরে নিয়ে যাবে ;
তাই, গীতায় ভগবান বলেছেন—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।" ;
তাই, যদি বিবর্ত্তনার পথে,
বিবর্দ্ধনার পথে,
জীবনদীপনার পথে,
প্রাণন-পরিচর্য্যার পথে
নিজেকে পরিচালিত করতে চাও,—
সুকেন্দ্রিকতায় বোধিমর্ম্মকে জাগ্রত রেখে
চলতে থাক—
সক্রিয় তৎপরতায়
প্রতিটি বিক্ষেপকে প্রতি মুহূর্ত্তে
নিয়ন্ত্রিত করতে করতে,
ঐ অস্তিবৃদ্ধির যাগহোমের আহুতি ক'রে তাদিগকে,
বিক্ষেপগুলিকে হবিপ্রক্ষেপে সিক্ত ক'রে,
বর্দ্ধন-বহ্নির হোম-আহুতিতে নিক্ষেপ ক'রে,
ঐ ইষ্টানুগ নিয়মনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুক্রিয় তৎপরতায়
সুসঙ্গত বিনায়নে
সার্থক অন্বয়ে
সমাহারের সম্বর্দ্ধনী অনুদীপনায়
প্রতিটি ক্ষেত্রে
খরতৎপরতায়
তীক্ষ্ণ অনুবেদনায় সজাগ থেকে,—
অমৃত
গায়ত্রী-ছন্দে
স্বাগতম্-অভিনন্দনে
তোমার আবাহনরত হ'য়ে চলবে,
স্বস্তি তোমাকে অভিনন্দিত করবে,
শান্তি তোমাকে সাম্যে সংস্থিত রেখে
প্রণিধান-তৎপরতায় জাগ্রত ক'রে রাখবে,

আর, অন্তরের প্রাণন-সম্বেগ
উত্তর-সাধকের মত
দিগ্বলয়কে প্রকম্পিত ক'রে
ব'লে উঠবে—'অভীরভীরভীঃ' ;
ঈশ্বর সমস্ত বিক্ষেপেরই সার্থক অন্বয়,
সমাহারের জাগ্রত মন্ত্র,
জীবনের অমৃত-মলয়। ৫১১২।

২২।৪।১৯৫৩, সকাল ১০-৫০

বস্তুর অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব
যেমন ক'রে যা' যা' দিয়ে
বিন্যস্ত হ'য়ে আছে,
তাই তা'র তত্ত্ব,
আর, তা' জানাই তত্ত্বজ্ঞান। ৫১১৩।

২২।৪।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

প্রত্যেকটি তুমি,
প্রত্যেকটি আমি,
প্রত্যেকটি সে,
প্রত্যেকটি তা',
প্রত্যেকটি ও —
সবই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সর্ব্বতোভাবেই পূর্ণ,
তাই, এর যে-কোন একটাকে
সমগ্রভাবে জানতে গেলে
সব যা'-কিছুকে জানাই হ'য়ে ওঠে—
ওর সুসঙ্গত অন্বয়ী
তাৎপর্য্য-অনুক্রমণী বোধি-বিন্যাসে ;
তাই, উপনিষদের ঋষি বলেছেন—
"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ৫১১৪।

২২।৪।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

শান্তি সবাই চায়,
হয়তো তুমিও চাও,
তাই, আগে বুঝে নাও—
কি ক'রে শান্তি আয়ত্ত করতে পার,
শান্তি সহজ হ'য়ে ওঠে তোমার অন্তরে,
আর, করও তেমনি ;
মনে রেখো গীতার সেই মহাবাণী—
"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য
ন চাযুক্তস্য ভাবনা,
ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ,
অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ?"
এই শান্তির মুখ্য ভূমিই হ'চ্ছে—
ঈশ্বর ও ইষ্ট-প্রণিধান,
আর, প্রণিধান মানেই হ'চ্ছে
সর্ব্বতঃসক্রিয় নিশ্চয়ীভাবে
তাঁকে ধারণ করা,
তাঁকে ধারণ ক'রে
তাঁরই প্রীণন-পরিচর্য্যায়
সক্রিয় তৎপরতায়
আত্মনিয়মন করা,
এই সক্রিয় অনুধ্যায়ী আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়ে
আসে প্রবৃত্তিগুলির
বিচ্ছিন্ন ছন্ন চলনার উপশম,
আর, আত্মবীক্ষণী আলোচনার ভিতর-দিয়ে
আত্মবিনায়নী উদ্দীপনী সম্বেগে
আসে তা'র নিবৃত্তি,
অর্থাৎ প্রবৃত্তিগুলি আর অমনতর ছন্ন চলনায়
চলন্ত হ'য়ে চলে না,
সেগুলি ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়
সুসঙ্গত ও সার্থক অন্বয়ে চলতেই

তৎপর হ'য়ে ওঠে ;
তা'র ফলে, আসে কল্যাণ,
আসে মঙ্গল,
আসে সুখ,
আসে শমত্ব-ভাব,
আর, এই শমত্বভাবই শান্তি ;
এই শমত্ব
সুকেন্দ্রিক তৎস্বার্থী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
যতই প্রতিষ্ঠিত হবে—
সক্রিয় দক্ষকুশল দক্ষিণায়,
অচ্যুত নিষ্ঠায়,—
বোধিমর্ম্মও সুসঙ্গত অন্বয়ী সমাবেশে
ততই জীয়ন্ত ও খরপ্রভ হ'য়ে উঠবে,
তোমার জীবন-অভিযানও তেমনি
খরদীপনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে চলতে থাকবে,
তুমি হ'য়ে উঠবে একটা মূর্ত্ত কল্যাণ
বা শুভের অভিব্যক্তি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুপ্রেরণী অনুদীপনা,
শুভ-সন্দীপনী বিবর্ত্তনা,
অস্তিবৃদ্ধির যাগদীপ্ত অংশুপ্রভা ;
শান্তি মানে নিথর হওয়া নয়কো,
কাঠ-পাথরের মতন
অনুবেদনাবিহীন প্রেরণাবিরত ব্যক্ত মূর্ত্তি হওয়া নয়কো,
বরং অস্তিবৃদ্ধির জাজ্জ্বল্যমান হোমদীপনার
অনুপ্রেরণী বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীবন-উদ্গাতা—
সহজ-বিনায়িত বিনীত সংশ্রয়ী উত্তম পুরুষে
সক্রিয়ভাবে অনুরক্ত হ'য়ে শমত্ব লাভ করা,
তাই, তা' ঝঞ্ঝায় দামিনীর খরপ্রভা,
তমসায় মেরুজ্যোতি ;
তুমি সর্ব্বতোভাবে

সর্ব্বতঃ সক্রিয়তায়
নিশ্চয়ী নিষ্ঠায়
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
তোমার ঐ ইষ্ট-অনুধ্যায়িতা
চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে
পরিস্থিতি ও পরিবেশে বিভা বিকীরণ করুক ;
তোমার অস্তিত্ব নন্দনলাস্যে
মানুষকে শান্তি-বিভায়
বিভান্বিত ক'রে তুলুক,
অস্তিবৃদ্ধিকে স্বস্তি-নিয়মনায়
অনন্তস্পর্শী ক'রে তুলুক,
নিজে প্রসাদ লাভ কর,
প্রসাদ-বিভবে অন্যকেও
বিভূতিবান ক'রে তোল ;
ঈশ্বরই পরম বিভু,
ঈশ্বর অস্তিবৃদ্ধির বিবর্ত্তনী সত্তা,
ঈশ্বরই শমত্ব,
ঈশ্বরই শান্তি। ৫১১৫।
২৩।৪।১৯৫৩, সকাল ৯-৫০

হামেশাই সাধ্যমত তোমাকে দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করার
প্রলোভন যা'র বা যা'দের পেয়ে বসে নি,
ঠিক জেনো—
তা'র বা তা'দের
তোমার প্রতি কোনপ্রকার
দরদভরা প্রীতি নেই,
যা'দের ঐ আত্মপ্রসাদী প্রবৃত্তি নেই,
অথচ তোমার প্রতি ভাবালু উচ্ছ্বাস
বা নিষ্ক্রিয় আত্মীয়তার দাবী নিয়েই চলে,

মনে ক'রো—
তা'দের ঐ উচ্ছ্বাস বা দাবী
তোমাকে শোষণ করার প্রবৃত্তির ফন্দীবাজি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;
সেখানে বাক্য, ব্যবহার বা কোনপ্রকার
সাহায্য যদি দিতে হয়,
তোমার সঙ্গতির দিকে নজর রেখে,
সতর্কতার সহিত তা' ক'রো,
কারণ, তোমার স্বার্থে সে বা তা'রা
স্বার্থান্বিত নয় কিছুতেই ;
নয়তো, আপশোষেই অনুতাপ-ধিক্কারে
জ্বলতে হবে তোমাকে। ৫১১৬।
২৪।৪।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

বাস্তব অবস্থা বিবেচনা ক'রে
নীতি-নির্দ্ধারণ যা'রা না করে,
তা'রা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। ৫১১৭।
২৪।৪।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

ঈশ্বরের কাছে
বা ঈশ্বরপ্রেরিত বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমের কাছে,
মহৎ বা শ্রেয়-সন্নিকটে
প্রার্থনা করতে পার,
আর, প্রার্থনা মানেই হ'চ্ছে
তদনুগ নিয়মনে
চাহিদানুপাতিক চলনে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা ;
আবার, তুমি আশীর্ব্বাদও ভিক্ষা করতে পার,
আর, আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা মানেই হ'চ্ছে

যে-বিষয়ে আশীর্ব্বাদ চাচ্ছ
তা' নিষ্পন্ন করবার অনুশাসন-বাক্য
বা বিধি ভিক্ষা করা ;
কিন্তু চাহিদালুব্ধ, অলসকর্ম্মা
তথাকথিত নির্ভরশীল হ'য়ে,
'তোমার অমুকটা হো'ক
বা অমুকটা পাও'—
এমনতর নিদেশ বা অনুজ্ঞা ভিক্ষা করতে যেও না,
বা কথার কারসাজিতে
ঈশ্বর বা ইষ্টকে প্রলুব্ধ ক'রে
অলস নিষ্ক্রিয় হ'য়েও
কাজ হাঁসিল করবার ভাঁওতা নিয়ে
তাঁ'র কাছে উপস্থিত হ'য়ো না,
তোমার অন্তর্দীপ্তি বা অন্তর্দেবতা
তাঁ'রই অনুরাগরঞ্জনায় রঞ্জিত হ'য়ে
সুসঙ্গত সক্রিয় তৎপরতায়
তা' নিষ্পন্ন করুক ;
এই যথাবিহিত নিষ্পন্নতা-ক্ষরিত
সুনিয়মনী বোধি ও যোগ্যতাই কিন্তু
ঐ আশিস্-উৎসারিত তাঁ'রই অবদান,
যা' সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তোমার সক্রিয় সঙ্গীতশীল বিনায়নায়
নিষ্পন্নতায় কৃতার্থ হ'য়ে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলেছে তোমাকে ;
তুমি ইষ্টীতপা অনুচলন নিয়ে
অমনতরই ক'রে চ'লো,
জীবন সার্থক হ'য়ে উঠবে ;
বোধি ও শক্তির সমঞ্জসা চলনে
বিন্যাস-বিভূতি লাভ ক'রে
তুমি সমর্থ হ'য়ে উঠবে,

নয়তো, অলস চাহিদা,
লুব্ধ প্ররোচনা
তোমাকে যা' করবার তাই ক'রেই চলবে,
বঞ্চিত হবে তুমি ;
ঈশ্বর বা ইষ্ট-অনুধ্যায়িতা
জীবনের অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তনী সম্বেগকে
উদ্দীপ্ত ক'রে
সক্রিয় অনুদীপনায়
নিষ্পন্নতায় প্রবুদ্ধ ক'রে
হওয়া বা পাওয়ায় প্রবর্ত্তিত ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই অন্তর্দেবতা,
ঈশ্বরই যোগাবেগ,
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই সামর্থ্য,
ঈশ্বরই ধারক,
ঈশ্বরই পালক,
ঈশ্বরই নিষ্পন্ন-প্রতিভা। ৫১১৮।
২৫।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৯টা

যিনি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
শ্রদ্ধোষিত সুনিষ্ঠ আনতিপ্রবণ অনুদীপনা নিয়ে
তৎ-তপা আত্মবিনায়নী তাৎপর্য্যে
স্বতঃ-সন্দীপনায়
বিনায়নী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
তদর্থেই নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে
তদনুগ পন্থায়
জীব-কল্যাণ-অ ারতি-সম্পন্ন হ'য়ে
শুভ-সংহতি-সম্পাদনার জীয়ন্ত মূর্ত্তি হ'য়ে
অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যায়

নিজের জীবনকে তদভিজীবী ক'রে
জীবন-অভিযানকে
উচ্ছল-সম্বেগী ক'রে তুলেছেন—
ইষ্টার্থ-প্রব্রজ্যার অনুপ্রেরণায়,
অসৎ-নিরোধী বজ্র-নির্ঘোষে,—
তাইই যাঁর জীবন-উৎসৃজনী ইষ্টার্ঘ্য,
জীবনের পূজা-প্রদীপনা,
গণপালী জীবন-বিকীরণা,—
তিনিই এই দুনিয়ার বুকে গণপতি
অর্থাৎ গণপাল,
তিনিই গণ-দেবতা, গণেশ,
গণের ধারয়িতা, পালয়িতা,
তিনিই প্রকৃত নেতা,
তিনিই মানুষের জীবনের কল্যাণ-আহ্বান,
তিনিই জীবনবর্দ্ধনী উদাত্ত-বাণী,
তিনিই অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যানিরত
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ যোগবাণী ;
আবার, ঐ পুরুষোত্তম ইষ্টদেবতায়
অচ্যুত আনতি-দীপনা নিয়ে
তাঁরই নিদেশ-বাণী বহন ক'রে
তাঁরই ভরণ-পোষণের ধান্ধায় লাগোয়া থেকে
জীবকল্যাণ-অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ-নিরত হ'য়ে
তন্নিয়মনে আত্মনিয়োগ ক'রে
জীবজীবনকে কল্যাণ-অনুপ্রেরণায়
বর্দ্ধন-বিবর্ত্তনে পরিচালন-প্রয়াসী হ'য়ে
যাঁরা নিজের জীবনে ঐ জীবিকাকেই
আজীব ক'রে তুলেছেন—
অশিব-যমনী তৎপর সন্ধিৎসায়,—
তাঁরাই ঋত্বিক,

তাঁরাই পুরোহিত—
গণ-বর্দ্ধনার অগ্রদূত ;
এরা প্রত্যেকেই লোক-পাল্য,
গণ যদি এদের
জীবনচর্য্যার ভার বহন না করে—
স্বতঃ-স্বচ্ছন্দ অবদানমুখর অনুপ্রাণনায়,—
ঐ কল্যাণবাহী স্বর্গদূত
জীর্ণ-বিক্ষোভে
স্বচ্ছন্দতায় বঞ্চিত হ'য়ে
দুর্ব্বল শ্লথ হ'য়ে ওঠেন,
ফলে, গণ-আত্মার পরিচর্য্যা সংক্ষুব্ধ হ'য়ে
গণ-জীবনও ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে—
বোধবিনায়নী বিন্যাসকে ব্যাহত ক'রে,
ব্যতিক্রমকে অবলম্বন ক'রে,
নষ্ট অর্থাৎ নাশ
প্রেত-নৃত্যে
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার দৃঢ়-প্রাচীর সৃষ্টি ক'রে
পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
নৃশংস লোপ-লোলুপ লেলিহান লুব্ধতা
ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রেই চলতে থাকে তখন থেকে ;
তাই, এই কল্যাণবাহী স্বর্গদূতদিগের
জীবন-পরিচর্য্যায়
কেউ যেন বিরত না হয়,
বিক্ষোভকে কিছুতেই কেউ যেন আবাহন না করে,
অবজ্ঞার ভ্রূকুটী-পরিহাসে
কেউ যেন এদিগকে বিদায় না করে ;
তাই, গণজীবনের মর্ম্মোচ্ছ্বাস
গায়ত্রী-কণ্ঠে ব'লে উঠুক—

'আমাদের জৈবী জীবনের অন্তরতম মর্ম্ম-আসনে
তোমরা অধিষ্ঠিত হও,
আমাদের অনুচর্য্যা তোমাদিগকে তৃপ্ত করুক,
নন্দিত করুক,
পুষ্ট করুক,
বর্দ্ধনার উদ্‌গায়ত্রী-মন্ত্রে পরিপ্লুত থাক তোমরা,
তোমরা সার্থক হও,
আমরা ধন্য হই,
বর্দ্ধনার আরতি-আলিঙ্গনে
সোহাগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠি আমরা,
আমাদের নিয়ে
তোমাদের যোগ্যতাও
সার্থকতায় সুমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক' ;
আবার, এরা যদি চাকুরীজীবী হ'য়ে
কিংবা রাজকোষ হ'তে অর্থ-গ্রহণ ক'রে
নিজের জীবিকা পরিপালন করে—
তা'তে এদের পাতিত্যই সংঘটিত হ'য়ে ওঠে,
সত্তার সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থী অনুদীপনা
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, এদের পক্ষে তা' পাপের,
তাই, গণজীবনের অর্ঘ্য-অবদান
এদের পক্ষে পূত-জীবিকা ;
এদের পরিপালন
প্রত্যেক মানুষের পক্ষে
পুণ্য-পরিপালন ;
কিন্তু এরা যখনই
ঐ পুরুষোত্তম-অনুবেদনা হারিয়ে ফেলে
নিষ্ঠাকে চ্যুতি-বিহ্বল ক'রে তোলে,
ইষ্টার্থকে অবজ্ঞা করে,

প্রবৃত্তি-সত্তার অনুপোষক হ'য়ে
স্বার্থান্ধ তৎপরতায়
ইষ্টার্থকেই অপহরণ করে,
ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদকে ব্যাহত ক'রে,
শাতনের অনুশাসন-অভিশাপ-গ্রস্ত হ'য়ে চলে,
তখনই তা'রা আর পুণ্যমূর্ত্তি থাকে না,
পুণ্যের বনামে পাপ-মূর্ত্তি হ'য়ে ওঠে,
বর্দ্ধনার ক্রমকে ব্যতিক্রমে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ব্যাহতিকেই আমন্ত্রণ ক'রে চলে,
সুর-দীপনার ছদ্মবেশে
অসুর-প্রবৃত্তির অনুচর্য্যানিরত হ'য়েই চলে,
তখনও তাদিগকে পরিপালন করার মানেই হ'চ্ছে
পাপ পরিপালন করা ;
যদি অমনতর কেউ থাকে,
আর, গণজীবন তদনুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'রই পরিপালন ক'রে চলে,
সে হবে তখন মরণের সাথীয়া,
ঐ অনুচর্য্যানিরত গণদীপনাই হ'য়ে উঠবে
অবলোপের অভিযাত্রী ;
তাই সাবধান !
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা,
ইষ্টার্থ-পরিসেবন,
ইষ্টানুগ চলন,—
এই যেন তোমাদের জীবনে
দিগ্‌দর্শনী ধ্রুবতারা হ'য়ে ওঠে,
ঠকবে কমই,
আর, ঠকলেও
তা'কে সংশুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে সহজেই ;
ঈশ্বর কল্যাণ-স্বরূপ,
ঈশ্বরই শুভ-ব্যক্তিত্ব,

ঈশ্বরই সদনুদীপনা,
ঈশ্বরই অসৎ-নিরোধী আত্মিক সম্বেগ। ৫১১৯।
২৭।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫৫

তুমি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টস্বার্থী হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থই তোমার জীবনধান্ধা হ'য়ে উঠুক,—
এমনতর আবেগ নিয়েই চলতে থাক ;
যে-দায়িত্বই নাও না কেন,
সব সময়ই যেন নজর থাকে—
তা' যেন ইষ্টার্থকেই উপচয়ী ক'রে তোলে,
ভবিষ্যতে কী হবে না-হবে—
এমনতর অলস খতিয়ানী বুদ্ধি না ক'রে
তুমি যে-দায়িত্ব নিয়েছ,
বা ইষ্টার্থ মনস্থ ক'রে
বিবেচনার সঙ্গতি-অনুক্রমণায়
যা'কে উপচয়ে সুসম্পন্ন করবে ব'লে
নির্দ্ধারণ ক'রে ফেলেছ,
বোধবিনায়নী অনুবীক্ষণায়
দেখেশুনে ভেবেচিন্তে
সঙ্গতিশীল সার্থক অন্বয়ে
তা'কেই উপচয়ী ক'রে
নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
চলও তেমনি পরিবীক্ষণী তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গত হ'য়ে
যা'তে সেটা উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠেই-কি-ওঠে ;
ফল কথা, তুমি যাই কর,
ইষ্টার্থী উপচয়ী ক'রে
সবগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে হবে,

এমনতরভাবেই তোমার বিবেচনা, বিচার
সন্ধিৎসা, পরিবীক্ষণা
ও কর্ম্মানুচর্য্যাকে
হৃদ্য অনুদীপনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
যা'তে শীঘ্র সুসার হ'য়ে
যা'-কিছু বাস্তবে শুভদ হ'য়ে ওঠে,
উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,—
তাই ক'রে চল,

এলোধাবাড়ি করা
কখনও সঙ্গতিশীল নিষ্পন্নতায় উপচয়ী হ'য়ে
বাস্তব বিনায়নে
তোমাকে আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে না,
তাই, কোন কাজ ধরতে গেলেই
এগুলিকে বেশ ক'রে বোধে বিনায়িত ক'রে
উপস্থিত বুদ্ধিতে অভিধায়িত ক'রে
সার্থক উপচয়ে
সঙ্গতি-সজ্জায় সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনে
সংগঠিত ক'রে তোল—
বাস্তব ফলপ্রসূ ক'রে ;
এতে তোমার অন্তর্নিহিত আত্মিক-সম্বেগ,
চেতন-অনুদীপনা
ও দৈহিক সংহতি অন্বিত হ'য়ে
তোমাকে দক্ষ-কুশল ক'রে তুলবে—
সুকেন্দ্রিক অচ্যুত অন্বয়ী অনুনয়নায়,—
তৃপ্তি লাভ করবে,
অন্যেও পরিতৃপ্ত হবে ;
ঈশ্বরই আত্মিক-সম্বেগ,
ঈশ্বরই বোধি-মর্ম্ম,
ঈশ্বরই দৈহিক বিকাশ,
এর সুসঙ্গত অন্বিত গঠন-বৈচিত্র্যের ভিতর-দিয়েই

তাঁর বিকাশ-ভঙ্গী,
ঈশ্বরই পরম-বিকাশ। ৫১২০।
২৭।৪।১৯৫৩, রাত্রি ১০টা

দক্ষতা কথার মানেই হ'চ্ছে
বৃদ্ধির পথে গতিবেগ,
ত্বরিত-চলন,
আর, একে যা' ব্যাহত করে
তা'কে নিরোধ করা, হিংসা করা,
অপসৃত করা ;
এই দক্ষ হবার উৎসুকী-আবেগ থেকেই আসে
দীক্ষার প্রয়োজন,
আর, দীক্ষা মানেই হ'চ্ছে
কেন্দ্রানুগ অনুধ্যায়িতা নিয়ে
আচরণসিদ্ধ, দক্ষ সৎ-আচার্য্যের কাছে
ঐ দক্ষ হবার তুক্-গ্রহণ,
মন্ত্র-গ্রহণ,
তা'রই উপদেশ ও নিয়ম-গ্রহণ ;
দক্ষ ও ক্ষম হ'তে গেলে
ঐ কেন্দ্রানুগ অনুরাগ-নিবন্ধনায়
নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে তুলতেই হবে,
নচেৎ বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
ক্ষামত্বে আত্মবিলয় অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে :
আবার, ঐ দীক্ষা যা'তে দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
তদনুবেদনী অনুশীলনাই হ'চ্ছে দক্ষিণা,
যা'র অনুষ্ঠান থেকেই আসে
তদনুগ অনুনয়নী আবেগের সক্রিয় সন্দীপনা,
দক্ষতার প্রাথমিক প্রেরণা ;
তাই, দীক্ষা নিয়ে
আত্মপ্রসাদী অনুবেদনায়—

যা' হ'তে দীক্ষা নিচ্ছ,
তাঁ'র প্রতি যে আনতি-অবদান-অর্ঘ্য
তাইই দক্ষিণা,
কারণ, ঐ দক্ষিণাই
সেই চলন-সঞ্চারিণী আচরণ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
এই দক্ষতার সম্বেগ
ক্রম-অনুশীলনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে—
অবদান-অর্ঘ্য-তৎপরতায়,
আত্মনিয়মনী অনুশাসন-অনুধ্যায়ী চলনার ভিতর-দিয়ে ;
তাই, এর ভূমিই হ'চ্ছে দাক্ষিণ্য,
অর্থাৎ ইষ্টানুকূল সৌজন্য
ও ঔদার্য্যপূর্ণ সরল অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
বর্দ্ধনসম্বেগী অনুদীপনায়
উৎসর্গ-অবদানে নিজেকে
যোগ্য ক'রে তোলা,
তৎপর ক'রে তোলা,
বিনায়িত ক'রে তোলা—
বাস্তব সক্রিয় সন্দীপনী তৎপরতায় ;
এই দাক্ষিণ্য-দক্ষিণায়
নিরত না হ'য়ে
যে যেমন বিরত,
তা'র গতিবেগও তেমনি মন্থর বা বিরত ;
তাই, যদি দক্ষই হ'তে চাও,
তোমার জীবনে দীক্ষাকে সার্থক ক'রে তোল—
সক্রিয় অনুশীলন-তৎপরতায়,
দৈনন্দিন আত্মনিয়মন-অবদান-দক্ষিণায়,
দাক্ষিণ্যের হোম-হবিঃ প্রক্ষিপ্ত ক'রে,—
সিদ্ধি স্বাগতম্-অভিনন্দনায়
তোমাদের সার্থক ক'রে তুলবে ;

ঈশ্বরই দক্ষ-সম্বেগ,
ঈশ্বরই বিধি-বিস্রোতা নিয়মন অনুশাসন,
ঈশ্বরই সঙ্গতি,
ঈশ্বরই সিদ্ধি,
ঈশ্বরই পরম সিদ্ধিদাতা। ৫১২১।
২৭।৪।১৯৫৩, রাত্রি ১০-২৫

চাইলেও এত, পেলেও কত,
তৃপ্তি-নন্দিত কখনও কি হয়েছ ?
যা'র কাছে চাচ্ছ,
যা'র কাছে পাচ্ছ—
চেয়ে পেয়ে—তা'র প্রতি প্রীতি-প্রদীপ্ত হ'য়ে
তা'তে কতখানি অনুকম্পাপরায়ণ হ'য়েছ —
তা' কি ভেবে দেখেছ কখনও ?
এত চেয়ে, এত পেয়ে
তা'র স্বার্থে, তা'র সমর্থনায়
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
তা'র পরিপোষণার জন্য,
তা'র পরিতৃপ্তির জন্য,
সন্তোষ ও সন্দীপনার জন্য,
তা'কে উপচয়ী করবার জন্য
কোনো ধান্ধা কি তোমায় পেয়ে বসেছে কখনও ?
যে নিজেকে বঞ্চিত ক'রেও
তোমার অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে,
যা'র অবদানে স্বচ্ছলভাবেই হো'ক
কি সাধারণভাবেই হো'ক,
চলছ তুমি,
ঐ প্রত্যাশা হ'তে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলেও,
সে শুকিয়ে না যায়,
বঞ্চিত না হয়—

এমনতর প্রচেষ্টায়
তুমি কি নিয়ত প্রচেষ্টাশীল হ'য়ে চলেছ ?
চেয়ে যদি না পাও,
আর, চাওয়া-অনুপাতিক পাওয়া যদি না হয়,
তুমি কি তা'র প্রতি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ না ?
ব্যাহত প্রত্যাশা—
ভাবেই হো'ক
বাক্যেই হো'ক
ব্যবহারেই হো'ক—
তা'র প্রতি বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কি করে না ?
তা' করেই—
প্রায়শঃই ক'রে থাকে,
অভিমান-ঔদ্ধত্য নিয়ে তা'কে
বাক্যেই হো'ক
ব্যবহারেই হো'ক,
বেদনাপ্লুত করতে ছাড় কিন্তু কমই,—
তা' কেন ?

তুমি চাও,
যা'র কাছে চাও,
তা'র সামর্থ্যমাফিক তুমি পেয়েও থাক,
সে-পাওয়া তোমাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না,
বরং চাওয়া-অনুপাতিক পাওয়া না হ'লে
তা' তোমাকে বিক্ষুব্ধ, অভিমান-উদ্বেলিত
উদ্ধত-ব্যবহারী ক'রে তোলে,
কারণ, পাওয়াটাই তোমার স্বার্থ,
যা'র কাছে পাচ্ছ
সে তোমার কেউই নয় ;
তোমার চাওয়া ব্যাহত হ'লে
বা প্রাপ্তি-প্রত্যাশা ব্যর্থ হ'লে
ঐ না-পাওয়ায় যখনই তুমি স্তব্ধ হ'য়ে ওঠ,

তোমার অন্তরের তহবিল খুঁজে দেখবে—
সে তোমার কেউই নয়কো ;
এই যে চাওয়ার দাবী,
পাওয়ার মিতালি অভিনন্দনা—
তা' কেন ?
তা'র অর্থ—
তা'কে শোষণ করছ
আত্মতৃপ্তির চাহিদায়—
এ ছাড়া আর কিছুই নয় ;
ঐ যে তা'কে ব্যয়িত ক'রে
কতরকম ক'রে তা'কে
কতজনার প্রয়োজনের
আপূরণী ইন্ধন ক'রে দিয়েছ—
তা'—অন্যের কাছে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়,
তা'র প্রতিষ্ঠার জন্য নয়কো ;
তা'র প্রতিষ্ঠা ও প্রস্বস্তির ধান্ধা
তোমাকে পেয়ে ব'সে
তোমাকে তদনুপাতিক পরিচালিত
না ক'রেই থাকতে পারছে না,
এমনতর কি হয়েছে ?
যদি তা' না হ'য়ে থাকে—
তুমি কি বোঝ না—
তোমার এই কৃতঘ্নতার সঞ্চয়,
এই ব্যবহারের অব্যক্ত অভিশাপ
তোমাকে জর্জ্জরিত ক'রে তোলবার জন্য
এগিয়ে আসছে !
তোমার পাওয়া ও পোষণীয়
মুহ্যমান হ'য়ে
যে অতি শীঘ্রই এলিয়ে পড়বে ;
আর, এমনতর অবসর পাবে না,—

যা'তে তুমি এই পাপকে
পরাভূত ক'রে
বিনায়িত তৎপরতায়
নিজের সক্রিয় বিন্যাসে
পোষণ-ক্ষুধা-পরিতৃপ্তির
কোনো ব্যবস্থা করতে পার,
আবার, যদি কখনও কোনোক্রমে
সে-ব্যবস্থা করতে পার,—
তোমার এই সঞ্চিত কৃতঘ্ন অনুবেদনা
তোমাকে লাখো প্রকারে
নিন্দিত অভিঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে
এমনতর দশায় এনে পৌঁছাবেই কি পৌঁছাবে—
কুক্কুরের মতো এক মুষ্টি অন্ন
পাও কি না-পাও ;
তাই বলি—
যে তোমার জন্য করে,
যে তোমার পোষণ জোগায়,
তা'র অনুচর্য্যায়
তা'র পোষণ-পরিরক্ষণায়
স্বতঃই আত্মনিয়োগ ক'রে
তা'কে উপচয়ী ক'রে
নিজের পোষণ-রক্ষণার ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখ ;
নয়তো বঞ্চনা
কুটিল ভ্রূকুটিতে
তোমাকে লাঞ্ছিত ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
তোমার স্বস্তিদায়ককে স্বস্তি দাও,
প্রস্বস্তি তোমাকে অভিনন্দিত করবে ;
ঈশ্বর কর্ম্মের সক্রিয় সম্বেগ,
ঈশ্বর নিষ্পন্নতার প্রীতি-আত্মপ্রসাদ,
ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় যে যেমন—

ঈশ্বরও সেখানে তেমন,
ঈশ্বরই পরম প্রস্বস্তি। ৫১২২।
২৫।৪।১৯৫৩, রাত্রি ১০-৩০

তোমার পূর্ব্ব-অনুবন্ধ যতক্ষণ না
পরবর্ত্তীতে সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত হ'য়ে উঠছে,—
পরবর্ত্তীতে সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠায়ও
তেমনি ততটুকু
ফাঁক সৃষ্টি ক'রেই চলেছে তা';
আবার, যখনই ঐ সঙ্গতি
সার্থক অন্বয়ে
সর্ব্বতোপূরণী হ'য়ে
আরোতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার বোধ-বিনায়নী মর্ম্মে
সমাধান-সমাবেশ নিয়ে
সুদীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তখনই স্বতঃ-সন্দীপনায়
তুমি উৎসর্গীকৃত হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব বিনীত হ'য়ে উঠবে—
তাঁতেই,
অর্থাৎ ঐ পরবর্ত্তীতেই,
যিনি কিনা ঐ পূর্ব্বতনেরই
আরোতর পরিণতি,
তাই, তুমি আরো ক'রে তাঁরই হবে,
তোমার স্বভাবও সেই বিভবেই
বিভূতি লাভ করবে। ৫১২৩।
২৯।৪।১৯৫৩, রাত্রি ৯-২০

তোমার ইষ্টই হউন,
বা শ্রেয়-প্রেয়ই হউন,
তাঁর প্রতি যে-অবস্থায় যেমনতর
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলতে পার,—
তা'তে ত্রুটি ক'রো না,
আর, ঐ অনুচর্য্যা-উদ্বেগকে
তোমাতে স্তিমিত হ'তে দিও না ;
এমন-কি, যখন পারা উচিত নয়,
অর্থাৎ তোমার অসুস্থ অবস্থায়
যখন কিনা, তোমার সংস্পর্শে
অন্যে সংক্রামিত হ'তে পারে,
তখনও উপযুক্ত পরিশুদ্ধির সহিত
যা' করতে পার—
যে-করায় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই—
তা' তো করবেই ;
আরো দেখবে—
তোমার কোনরকম করা, চলা, বলা
কারোর প্রতি যেন কোন
বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে ;
বিশেষ বিনয়ী বিনায়নায়
হৃদ্য বাক্‌দীপনা নিয়ে
যা' করণীয় তা' ক'রো—
সন্ধিৎসু সাবধানী চলনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,—
যা'তে তোমার প্রতি
সবাই স্বতঃ-অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ হয়,
কেউ বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে,
এই অনুচর্য্যী অনুদীপনা
তোমার আত্মিক-সম্বেগকে উদ্দীপ্ত ক'রে
তোমাকে অন্তর্দীপী ক'রে তুলবে,

সেই দীপনায় তুমিও হবে সুখী,
অন্যেও প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে। ৫১২৪।
২৯।৪।১৯৫৩, রাত্রি ১০-২৫

কী করবে—
সব দিক দিয়ে ভেবে-চিন্তে,
সঙ্গতিশালিন্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হও,
অলস ফলাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে
ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থেকো না ;
কী চাও,
তা' কী ক'রে হয়,
তোমার পক্ষে তা' সম্ভব কী ক'রে,
কী কায়দায়, কোন্ কৌশলে—
শুনে, বুঝে, দেখে
যেমনতর ফল চাও,—
সুব্যবস্থ সুসঙ্গতিতে,
সার্থক বিনায়নায়,
কুশল দক্ষতা নিয়ে
যেখানে যেমন দরকার
তেমনতর ক'রেই ক'রে যাও ;
সঙ্কল্প-সম্বেগ যেন এমনই থাকে
যে তোমাকে শুভ ফলে উপনীত হ'তেই হবে—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক,
নয়তো, ব্যর্থকাম হ'য়ে উঠবে ;
এমনি ক'রেই সুষ্ঠু যা',
কাম্য যা',
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে
শুভ সার্থকতায় উপনীত হও ;
ফল-প্রলুব্ধ হ'য়ে
সন্দিগ্ধ দ্বিধায়

অলস অবশ হ'য়ে উঠো না,
চাওয়াকে সাফল্যে উপনীত করতে
যেখানে যেমন করা উচিত
তেমন ক'রেই ক'রে যাও—
কোথাও অযথা কোনরূপ বিক্ষেপ
সৃষ্টি না ক'রে—
হৃদ্য নিয়মনায়,
ঐ করাই তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে। ৫১২৫।
২৯।৪।১৯৫৩, রাত্রি ১১টা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম যিনি—
তাঁকেই তোমার জীবনের অক্ষ ক'রে তোল,
যেখানে যেমনতর একমুখী বা তন্মুখী হ'য়ে
তোমার জীবনকে তুমি নিয়ন্ত্রিত করবে—
সর্ব্বতোভাবে নিজেরই স্বার্থ ক'রে নিয়ে তাঁকে,
বাক্য, ব্যবহার, আচার, নিয়মন—
এক কথায়, সাত্ত্বিক চাহিদাগুলিকে
তদর্থে অন্বিত ক'রে,—
তোমার জীবনবর্ত্তনাও
তেমনতরই হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
তোমার ঐ ধৃতি
করায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে তদন্বিত ক'রে
তোমার জীবনকেও ক'রে তুলবে তেমনি,
এক কথায়, হবেও তেমনি তুমি—
হৃদ্য হরিৎ অভিব্যক্তি নিয়ে,
ঐ হওয়াটাই পাওয়ার পুরশ্চরণ-অভিদীপনা ;
এক কথায়, তাঁকে তুমি কেমন ক'রে চাও,
সেইটাকে মুখ্য ক'রে না ধ'রে,
তাঁ'র প্রতি কেমনতর হ'লে

তিনি প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে ওঠেন,
তুষ্ট ও নন্দিত হ'য়ে ওঠেন—
তাইই ক'রে তোল
তোমার চলনার নিয়মন সম্বেগ,
তাঁকেই তোমার জীবনের মূল্য ক'রে নাও ;
আর, ঐই বাস্তব প্রণয়,
প্রিয়ের প্রীণন-পরিচর্য্যাই হ'চ্ছে প্রিয়সেবা,
আর, ওকেই বলে আত্মোৎসর্গ ;
সুসঙ্গত অনুবেদনী অনুচর্য্যা নিয়ে
অন্বিত চলন যেখানে যেমনতর,
জীবনও ফুটন্ত সেখানে তেমনি ;
ঈশ্বরই প্রণয়-অভিদীপনা,
ঈশ্বরই সার্থক সঙ্গীতি,
ঈশ্বরই বিশেষের বৈশিষ্ট্য,
ঈশ্বরই অভিধা,
তিনি বিশেষে সবিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ । ৫১২৬ ।
৩০।৪।১৯৫৩, সকাল ৯টা

তোমার আত্মীয় তা'রাই,
যা'রা তোমার সত্তায় বা জীবনচলনায়
সঙ্গতিশীল,
স্বতঃই তোমাতে স্বার্থান্বিত,
অস্তিবৃদ্ধির হোমহোতা যা'রা তোমার—
স্বভাব-সন্দীপনায়,
অনুকম্পী অনুবেদনায়,
তোমার জীবনে
পালন—পোষণ—আপূরয়িতা যা'রা,
তাই, তা'রাও তোমার স্বতঃ-স্বার্থ,
অনুবেদনী অনুচর্য্যার সামগ্রী,
আপালনীয়, আপূরণীয়, আপোষণীয় ;

আর, পরিবার তাঁরাই তোমার—
তুমি যা'দের দ্বারা
পরিসেবিত,
পরিবেষ্টিত,
তুমি বরেণ্য যা'দের,
যা'রা আরতিসম্পন্ন তোমাতে,
যা'দের স্বার্থ তোমার স্বার্থকেই পরিপুষ্ট করে,
নিজের জীবনের মতনই ক'রে
তোমার অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যাশীল যা'রা—
স্বতঃ-আহরণ-তাৎপর্য্যে,
তোমার সমর্থন, প্রশংসা ও খ্যাতিকে
যা'রা নিজেদের সমর্থন ও খ্যাতি ব'লে
অনুভব করে,
তা'তে গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে যা'রা,
প্রশংসার প্রসাদ উপভোগ করে,—
এই হ'চ্ছে পরিবারের
বাস্তব তৎপর তাৎপর্য্য ;
ঈশ্বর সবারই আত্মীয়,
সবারই পরিবার,
সবারই পরিচর্য্যা,
সবারই আত্মিক-অনুবেদনা—
জীবন-প্রগতি। ৫১২৭।
৩০।৪।১৯৫৩, বিকাল ৩-৫০

আদর্শ, ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুগ কৃষ্টি ও রাষ্ট্রে
যা'রা বিক্ষোভ সৃষ্টি করে—
তেমনতর অপরাধ ছাড়া,
দেনাদায়িকের জন্য বা তদ্রূপ কোন কারণে
বিভব-বিনায়নী সরঞ্জাম
ও অস্তিত্বরক্ষণী বিভব হ'তে

কাউকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়,
কারণ, মানুষের অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণা
ব্যাহত ক'রে
বা অস্তিবৃদ্ধিকে শীর্ণ ক'রে
তা'র বিনায়ন সম্ভব হ'য়ে ওঠে না কিছুতেই,
বাঁচা-বাড়ার আকূতি
সবার অন্তরেই উদগ্র হ'য়ে থাকে—
ছন্নতার ব্যতিক্রমী ব্যভিচার ছাড়া ;
তাই, আগে তা'কে বাঁচতে দাও,
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক বাড়ার সরঞ্জামকে
উপযুক্ত ক'রে রাখ,
সঙ্গে-সঙ্গে যা'তে সে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
অন্যের প্রতি অযথা সংঘাত সৃষ্টি না ক'রে
স্বতঃ-সহযোগিতায় বাঁচতে পারে,—
তেমনি ক'রে দীক্ষিত ক'রে তোল তা'কে,
যা'তে দীক্ষার অনুশীলনায়
দক্ষ হ'য়ে ওঠে সে ;
নয়তো, ঐ দণ্ড তোমাকেও
দণ্ডিত করতে কসুর করবে না,
বহু ছদ্মবেশে তোমার সম্মুখে
আবির্ভূত হবে তা' ;
ঈশ্বর সবারই ধারক,
সবারই পালক,
ঈশ্বরই শান্তি,
ঈশ্বরই সমৃদ্ধি,
তিনি শাস্তা নন, বরং বিনায়ক,
সব যা'-কিছুরই ধৃতিই তিনি। ৫১২৮।
৩০।৪।১৯৫৩, বিকাল ৫-২০

উদ্ধত দাবী ন্যায্য হ'লেও
তা' পাওয়ার পরিপন্থী,
আর, হৃদ্য-অভিসারিণী বিনীত প্রার্থনা
পাওয়ার পথই প্রশস্ত করে। ৫১২৯।
৩০।৪।১৯৫৩, রাত্রি ১১টা

আত্মাকে যা'
ধারণ করে, পোষণ করে বা দান করে,
অর্থাৎ আত্মা যেমন ক'রে
বৈশিষ্ট্যবিধৃত হ'য়ে পরিপোষিত হয়,
এবং এক হ'তে অন্যে উৎসৃষ্ট হ'য়ে চলে—
লীলালাস্যে,—
সুকেন্দ্রিক প্রীণন-পরিচর্য্যায়
তাত্ত্বিক চক্ষু নিয়ে সেটাকে জেনে
তৎ-ছান্দিক চলনে
চলননিরত হওয়াই হ'লো—
আধ্যাত্মিকতা। ৫১৩০।
১।৫।১৯৫৩, সকাল ৯টা

বিশুদ্ধ কুল-সঞ্জাত সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী
যোগ্যপুরুষ
যদি উপযুক্ত কুল-সম্ভূতা
অর্থাৎ যে-কুল ঐ পুরুষের কুলের প্রতি
শ্রদ্ধোষিত সম্ভ্রমাত্মক আনতিসম্পন্ন
এমনতর কুল-সঞ্জাতা,
অসূয়াবিহীনা,
ঐ পুরুষের স্বভাবের অনুপোষণী,
শ্রদ্ধানিরতা,
আত্মবিনায়নী অনুচর্য্যাপ্রবণা—
এমনতর বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করে—

বৈধী অনুক্রমণায়,
সবর্ণ ও অনুলোমক্রমে—
তা' যেমনই হো'ক না কেন—
তা' সমাজ-সংস্থিতির পক্ষে শুভফলপ্রসূ ;
কেন না, তা'র ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র
স্বভাবতঃই সুযোগ্য জাতক-সম্পদের অধিকারী হয়,
যা'র আবির্ভাব ও উপচয়ী অবদানে
জনসমাজ
যোগ্যতার অভিদীপনায়
বিবর্ত্তনপন্থী হ'য়ে চলতে পারে—
সুজীবন, আয়ু, শক্তি, সাফল্য,
মেধা, পরাক্রম ও সম্বর্দ্ধনার বিপুল আশীর্ব্বাদে ;
কিন্তু মনে রেখো—
তুল্য-বিবাহই সব·চেয়ে শ্রেষ্ঠ,
কারণ, সমীচীনভাবে সংগ্রহকরণ সন্দীপনা
তা'তে অনেকটাই বেশী থাকে—
অন্য অন্য অপকৃষ্ট
কুল বা বংশ হ'তে
যে মেয়েকে আনা হয় তাদের চাইতে,
আবার, এমনতর বর্ণের যত দূরত্ব হয়—
ডিম্ব ও রেতের সংগ্রাহী-দীপনাও
তত অনেকটাই কম হ'য়ে থাকে। ৫১৩১।
৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

প্রবৃত্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে
আসক্ত বা আকৃষ্ট হ'য়ে,
সঙ্কীর্ণতার পরিচর্য্যায়
নিজেকে নিবদ্ধ ক'রে,
যা' শুভ, যা' সম্বর্দ্ধনী,
যা' অস্তিবৃদ্ধির হোম-আহুতি—

এমনতর বৈধী বর্ত্তনা হ'তে
কিছুতেই তোমরা বিরত থেকো না—
শুভ-সন্দীপনার সুবর্ণ-জ্যোতিকে
অবহেলা ক'রে ;
সার্থক হও,
সন্দীপ্ত হও,
সমুন্নত হও,
যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ—
অধিগতির অর্থান্বিত বিপুল ব্যঞ্জনায়
ব্যক্তিত্বকে প্রাণন-প্রদীপ্ত বিবর্ত্তনলাস্যে
উচ্ছল ক'রে ;
ঈশ্বর বহু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হ'য়েও
এক—অদ্বিতীয়,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনার আত্মিক-সম্বেগ,
ঈশ্বরই অর্থসঙ্গতি,
ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব,
ঈশ্বরই আত্মা,
ঈশ্বরই প্রকৃতির পূরণ-প্রভা। ৫১৩২।
৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

কোন কথা কি শব্দ—
ও তা'র ঝঙ্কার ও অনুরণনী প্রতিফলন
আলোচনা কিম্বা বক্তৃতায়
কেমন ক'রে
কী বোধানুভাবিতার উদ্বোধনায়
মানুষের অন্তরে কী উদ্দীপনার সৃষ্টি করে,
তা' বুঝে,
বাক্ ও তৎ-সমন্বয়ে সংগ্রথিত বাক্যকে
তেমনি ক'রে সঞ্চালন করতে চেষ্টা কর—

উদ্দেশ্যানুগ নিয়মনায়,
প্রত্যেকটি শব্দ ও তদনুগ অর্থের মরকোচকে
অনুভব ক'রে,
বিনায়িত ক'রে—
তেমনতর অভিব্যক্তিতে ;
এমনি ক'রে নিয়ত অনুধ্যায়িতা-সহ
শব্দের চিন্তা, অর্থভাবনা এবং নিয়মন
ও যোজনার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে সুসংহত, সুকেন্দ্রিক
ভাবসম্বেগ-সম্বুদ্ধ ক'রে
তা'তে দক্ষ হ'য়ে উঠতে যতই পারবে,
তোমার বাক্ও সার্থক-সন্দীপনায়
তেমনতরই সক্রিয় দ্যোতিভর্ হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই বাক্,
তিনিই শব্দসম্বেগ। ৫১৩৩।
৩।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

ঋত্বিকের তক্মা নিলেই
ঋত্বিক হ'য়ে ওঠে না,
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনায়
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টস্বার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
তুমি ঋতিতপা হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ-অনুবেদনা নিয়ে
আত্মবিনায়ন কর,
তোমার বাক্, ব্যবহার এবং চালচলন
বাস্তব অভিব্যক্তি নিয়ে
সুসংহত ইষ্টার্থ-সঙ্গতিশীল হ'য়ে
বোধিমর্ম্মকে উচ্ছল ক'রে
চরিত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক ;

তোমার নিজের তো বটেই,
তা' ছাড়া প্রতিটি ব্যষ্টির,
তথা গণজীবনের
সম্বর্দ্ধনার অগ্রদূত হ'য়ে ওঠ—
হৃদ্য আচরণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
ব্যষ্টিগত অস্তিত্বকে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
সক্রিয় সঙ্গতিশীল ক'রে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তোল,
মানুষের স্বস্তিবাহী হও,
কল্যাণ-কলনিনাদী হ'য়ে ওঠ ;
ইষ্টার্থ-অপহারী হ'য়ে ব'সো না কিছুতেই,
ও'কিন্তু মহাপাপ,
লোকশোষক হ'য়ে উঠো না কিছুতেই,
ও'কিন্তু নিরয়ের মর্ম্মরখচিত পন্থা,
বরং লোকপ্রীতি-অবদান-ভুক হ'য়ে
নিজেকে প্রসাদপ্রদীপ্ত ক'রে তোল ;—
তবে তো তুমি ঋত্বিক,
ঐ ঋত্বিক-দেবতার জাগ্রত মূর্ত্তি ;
যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোটামুটি
এমনতর হ'য়ে না উঠতে পারছ,
ততক্ষণ তুমি প্রযত্নশীল ঋত্বিক-নামধেয়
অস্তিবৃদ্ধির কৃষ্টিবার্ত্তাবাহী ছাড়া
আর কিছুই নও,
আবার, ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যাকে
তোমার জীবনে মুখ্য ক'রে না তুলে
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায় যদি
ইষ্ট, ইষ্টানুগ কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়ে
আত্মোপভোগ-উপকরণ-সংগ্রহ-তৎপর হ'য়ে চল—
তবে তুমি নারকীয় অভিসন্ধি সম্পন্ন

ঋত্বিক-ছদ্মবেশী ধাপ্পাবাজ ছাড়া
আর কিছুই নও ;
তাই, প্রথম তুমি শ্রদ্ধোষিত অনুদীপনা নিয়ে
ইষ্টীতপা হ'য়ে
ঐ তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন ক'রে,
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরকে
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণায়
উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে
যথাযথ বিনায়নায়
তা'দিগকে যোগ্য-জীবনের অধিকারী ক'রে তোল,
আর, তা'দের শ্রদ্ধা-উৎসারিত অবদানই
তোমার আজীব হ'য়ে উঠুক,
লোক-অন্তর-উৎসারণী ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই
তোমাকে অমৃত-প্রসাদী ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর অমৃত-স্বরূপ। ৫১৩৪।
৩।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা।

যে যেমন ইষ্টীতপা,
ইষ্টার্থপরায়ণ,
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনশীল—
অসৎ-নিরোধী অনুবেদনা নিয়ে,—
সে তেমনই শ্রেয়,
অগ্রণীও সে তেমনি
অর্থাৎ এগুনো মানুষ ;
অনুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রীণন-প্রদীপনাকে অগ্রাহ্য ক'রে,
ধারণ ও পালন-প্রবর্ত্তনাকে নির্য্যাতিত ক'রে,
ভেদ ও বিরোধের ইন্ধন হ'য়ে
আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে

দৃপ্ত হ'য়ে যে চলে,
লোকমান্য হ'তে চায়,—
এ তপোবিহীন দাবী
স্বতঃই দমিত ক'রে তোলে তা'কে,
ধিক্‌কারের ধুক্ষিত আঘাতে
তা'কে বীর্য্য-বিহীন ক'রে তোলে ;
ইষ্টার্থকে প্রতিষ্ঠা কর,
ইষ্টার্থই স্বার্থ হ'য়ে উঠুক তোমার,
হৃদ্য হ'য়ে ওঠ তুমি সবারই,
অপকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রেরণায়
প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;
অস্তিবৃদ্ধির কল্যাণ-কল্লোলী হও,
মান, অভিমান ও আত্মশ্লাঘাকে বিদায় দিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত
ইষ্টার্থ-পোষণ-প্রবৃত্তি-পরিপূরণী হ'য়ে ওঠ তুমি ;
লোক-অন্তর সামকণ্ঠে
আনত অভিবাদনে
তোমার জয়গান করুক,
আর, তাইই তোমার আত্মপ্রসাদ হো'ক
আত্মপোষণীয় হো'ক ;
তা'তেই তুমি উৎসর্গীকৃত হও—
আত্মনিয়মন-অভিসারে ;
ঈশ্বর চির-বরণীয়,
তোমার অন্তরাত্মা
তাঁ'কেই বরণ করুক,
আর, এই বরণ-অভিযাত্রার ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বরের বরেণ্য-আশীর্ব্বাদ
তোমাকে বরেণ্য ক'রে তুলুক। ৫১৩৫।
৩।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৯-৫০

যা'দের ব্যক্তিত্ব আভিজাত্য-আলম্বিত নয়,
আত্মসম্ভ্রম যা'দের নেই,
সম্ভ্রম-ছদ্মবেশী দুষ্ট গর্ব্বেপ্সা যেখানে
আত্মসম্ভ্রমের স্থান অধিকার ক'রে
ব'সে আছে,
সুনিষ্ঠ ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
ব্যক্তিত্ব যা'দের সুসংহত হ'য়ে
অন্বিত সঙ্গতিতে
অর্থ-নিবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি,
অবাঞ্ছিত অন্তঃক্ষেপাক্লিষ্ট জীবন যা'দের,
আত্মবিনায়নী অন্তর্দৃষ্টি তা'দের
প্রায়শঃই ঝাপ্সা বা অন্ধ ;
অযুক্ত তা'রা,
যুক্তিও ব্যভিচারদুষ্ট তা'দের,
তা'রা যখন যেমনতর লোকের
সংস্রব-সংশ্লিষ্ট হ'য়ে চলে,
তা'দের বোধ ও যুক্তিও তেমনতরই হ'য়ে যায়,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগও তা'দের হ'য়ে ওঠে—
ব্যভিচার-বিভ্রান্ত,
পশুর ব্যক্তিত্ব-নিবন্ধন যেমনতর বিচ্ছিন্ন,
তা'র চাইতেও ন্যক্কারজনক বহুনৈষ্ঠিকতায়
বিভ্রান্ত তা'রা—
মানুষ-মূর্ত্তি নিয়েও ;
তা'দের ব্যক্তিত্বের মূলে আছে
শিশ্নোদর-সঞ্জাত উপভোগ-আবেগ,
ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ আত্মোন্মাদনার
গুরুগৌরব নিয়ে
জীবনে চলন্ত ক'রে রাখা ছাড়া
তা'দের উপায়ই নাই,
দাসসুলভ মনোবৃত্তি তা'দের

শাসনদৃপ্ত আক্রুষ্ট অনুশাসনের কাছেই
কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকতে জানে—
যতক্ষণ ঐ শাসন দৃঢ়কঠোর হ'য়ে
আধিপত্য করে তা'দের উপর,
বা প্রবৃত্তির ভোগলোলুপ আকর্ষণ যতক্ষণ
অবাধ্য শাসনে তা'দিগকে শাসিত ক'রে চলে ;
এমনতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোধ ও ব্যক্তিত্ব-হারা যা'রা—
তা'দের জীবনের জন্য
ঈশ্বরের করুণা-ভিক্ষা কর,
আর, তা'দের ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বকে
যা'রা দুষ্ট অভিপ্রায়ে
দুর্দ্দশা-ধুক্ষিত ক'রে তোলে,
পার তো নিরোধ কর তা'দিগকে ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-অনুবেদনা,
ঈশ্বরই শান্তির শুভ নন্দনা,
অস্তিবৃদ্ধির প্রেরণা-প্রদীপ্ত জীবনস্রোত। ৫১৩৬।
৪।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

তুমি অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ আত্মনিয়মনায়
ব্যক্তিত্বকে সুসংহত ক'রে
তাঁতে রাগরঞ্জিত হ'য়ে
কল্যাণ-বিনায়িত
ইষ্টীতপা ভাসমান বলয়-বেষ্টিত হ'য়ে
অসৎ-নিরোধী শুভ-তৎপরতার
জাগ্রত প্রস্তুতি নিয়ে
জনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড় ;
তোমার চারিত্রিক দ্যুতি,
বাক্যের অনুরণন,
ব্যবহারের উদাত্ত আকর্ষণ,
অস্তিবৃদ্ধির মন্ত্রপূত হোমদীপনা,

প্রীতিপ্রদীপ্ত প্রণয়ন-অনুশীলনা,
সবারই ভিতরে যোগ্যতায় জাগ্রত হ'য়ে উঠুক,
সংহতিতে বজ্রকঠোর হ'য়ে উঠুক,
ইষ্টানুগ যোগজৃম্ভী
প্রীতিপ্লুত পারস্পরিকতায়
সবাই সবারই স্বার্থ হ'য়ে উঠুক ;
তুমি এই গণসমুদ্রে
সব্যষ্টি গণগোষ্ঠী নিয়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
অমর বিদ্যায় অমৃত উপভোগ কর,
সবাই অমৃতের পুত্র হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বরই অমৃত-স্বরূপ। ৫১৩৭।
৪।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-৪০।

প্রীতি-উন্মাদনা
তোমার অন্তরে যে-উদ্বেলন সৃষ্টি করেছিল—
তরঙ্গায়িত ভাবানুদীপনায়,
উচ্ছল আবেগে,
রণন-নিক্বনী-দ্যোতনায়,
মত্ত-বিলোল ছন্দিত লাস্যে,
যখন দেখছ—
সে-উদ্বেলন শ্লথ হ'য়ে উঠেছে,
প্রিয়চর্য্যী তাপস-অভিদীপনায়
কর্ম্মনিরত হ'য়ে
তদভিসারে পদক্ষেপ ক'রে চলছে না,
অন্তঃকরণকে বেশ ক'রে খুঁজেপেতে দেখ—
তোমার ঐ অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত
প্রিয়প্রোষিত রাগরঞ্জনা
প্রবৃত্তির লুব্ধ হাতছানির লোলুপ আকর্ষণে
কোন্ পথে

কী অবান্তর প্রযুক্তিতে
আহাম্মকী আত্মম্ভরী ভোগদীপনায়
ছুটতে আরম্ভ করেছে ;—
বেশ ক'রে খুঁজেপেতে দেখে
তা'কে তখনই নিরোধ কর,
প্রেয়প্রীতি-রঞ্জনায় নিজেকে
রঞ্জনদীপ্ত ক'রে তোল,
প্রিয়সংশ্রয়কে বেশ শক্ত ক'রে ধর,
তোমার আহাম্মকী গর্ব্বপুষ্ট অস্মিতা
যতই অবদলিত হো'ক না কেন
যে-কোন প্রকারে—
সেদিকে একটুও খেয়াল ক'রো না ;
তুমি প্রিয়-প্রীতি-গৌরবে
গৌরবনন্দিত হ'য়ে ওঠ,
তদনুচর্য্যায় আত্মনিয়োগ কর ;
চকিত সন্ধিৎসায়
জাগ্রত চক্ষুতে
স্বতঃ-নন্দিত দায়িত্ব নিয়ে
তাঁর পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও আপূরণী ছন্দে
নিজেকে সক্রিয় ক'রে
তদনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চলতে থাক—
সপরিবেশ হৃদ্য বাক্, ব্যবহার, ব্যবস্থিতির
বিনায়ন-তৎপরতায় ;
অস্মিতার হঠকারিতা
তাঁরই সত্তা-সন্দীপনী সংঘাতে
থেঁতলে উঠুক,
চূর্ণীকৃত হ'য়ে যাক্,
তোমার ব্যক্তিত্বকে তাঁরই উপঢৌকন-স্বরূপ
নিয়োজিত কর,
অচ্যুতভাবে তাঁ'তে যুক্ত হও,

ঐ যুক্তি তোমার বোধিকে
বিনায়িত ক'রে তুলবে,
ঐ প্রেয়যুক্ত বোধ-বিনায়ন
তোমার অন্তর্নিহিত ভাবকে
উচ্ছল ক'রে তুলবে,
আর, ঐ প্রেয়ার্থ-ভাবদীপনা
যতই তোমার প্রবৃত্তিসঞ্জাত ভোগলালসাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
অভাববুদ্ধিকে ক্ষীণ ও জীর্ণ ক'রে তুলবে,—
অশান্তির দোলন-ধুক্ষণা
স্তিমমান হ'য়ে উঠবে ততই,
তুমিও সুখী হবে ;
আবার, তোমার ঐ উদ্বেলনী স্ফুরণ-প্রদীপ্ত
যোগাবেগ,
যখন দায়িত্বশীল প্রিয়চর্য্যানিরত হ'য়ে
তদনুধ্যায়ী অনুনয়নায়
সুসঙ্গত তৎপরতায়
দক্ষকুশল ধী নিয়ে
নিষ্পন্নতায় চলন্ত হ'য়ে চলবে,—
তখনই তুমি শক্তিমান ওজপ্রদীপ্ত হ'য়ে
লাস্য-বিকীরণায়
ভালমন্দকে উপযুক্তভাবে বিনায়িত ক'রে
তদর্থনন্দনায় উদ্দাম হ'য়ে উঠবে,
তখন ঐ ভাবানুদীপনার তরঙ্গায়িত মূর্ত্তি
রণন-লাস্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
দ্যুতিমান হ'য়ে উঠবে,
সে-দ্যুতি তোমার বাক্য, ব্যবহার,
এক-কথায় চরিত্রে
স্ফুরিত হ'য়ে চলতে থাকবে ;

ঈশ্বরই জীব-জীবন,
ঈশ্বরই জীবন-সারণি,
ঈশ্বরই অমৃত-সমুদ্র। ৫১৩৮।
৪।৫।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

তোমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য শব্দগুলি
যেন তাইই হয়,
যে শব্দগুলিতে সন্ধিৎসা-অভিনিবিষ্ট হ'লেই
তোমার বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের
স্মারক হ'য়ে ওঠে সেগুলি,
তোমার কুলমর্য্যাদা, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি
ক্রম-অনুধ্যায়িতায় গ্রথিত হ'য়ে
সার্থক-সন্নিবেশে নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতিও
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
স্বীয় অনুস্রোতা অভিব্যক্ত বৈশিষ্ট্যে ;—
আর তাইই ভাল,
তাই "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ''। ৫১৩৯।
৪।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১৫

শব্দানুগ বিষয় বা বস্তুর
তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়িতায়
যত রকমে সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পার—
তা' চিন্তা ক'রে
সার্থক-সঙ্গতির সহিত
অন্বিত বিনায়নায়
বোধিদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ক'রে তুলো',
আর, তদনুপাতিক নিয়মন-অনুধ্যায়িতায়

ব্যবহার ও পরিচালনা ক'রো তা'কে—
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে ;—
তোমার ধারণা স্ফুরণ-দীপনায়
পরিশুদ্ধি লাভ ক'রে চলবে। ৫১৪০।

৪।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১০

তুমি যেখানেই থাকতে চাও না কেন,
আন্তরিক উন্মাদনা নিয়ে
সব দিক বিবেচনা ক'রে,
সুসঙ্গত সার্থক সমাবেশে নির্দ্ধারণ কর—
তোমার এই চাহিদা
কতখানি অসুবিধাকে অতিক্রম ক'রে
সুসংশ্রয়ে থাকতে পারে,
আর, তোমার এই থাকবার চাহিদাই যেন
তোমার অবস্থিতির
সমস্ত অসুবিধাগুলিকে
নিরসন ক'রে
সক্রিয় তৎপরতায়,
যা'তে থাকতে পার—
তাই ক'রে চলে,
অসুবিধার হুমকি বা সংঘাত
তা' হ'তে যেন টলাতে না পারে তোমাকে ;
এমনতরই ঐ আগ্রহ-আতুর
সক্রিয় থাকবার লালসা
তোমাকে থাকবার উপযোগী ক'রে
পরিবেশকেও তদনুগ বিনায়নে
বিনায়িত ক'রে
থাকায় সুদৃঢ় ক'রে তুলবে ;
শুধু সুবিধা-সন্ধিৎসু লালসা
পরনির্ভরশীল যতক্ষণ,

ততক্ষণ তা' তাৎপর্য্যহারা, অলস, অব্যবস্থ,
ভোগপ্রত্যাশার তড়িৎ-দীপনা ছাড়া
কিছুই নয়কো। ৫১৪১।
৪।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৩৫

তুমি তোমার প্রভুকে উপচয়ী ক'রে তোল—
তদনুধ্যায়ী অন্তর্নিহিত জীবন-সম্বেগ নিয়ে—
তাঁরই জন্য ;
আর, প্রভুকে উপচয়ী করা মানেই হ'চ্ছে—
তুমি প্রভুতে অজচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই পরম প্রভু। ৫১৪২।
৪।৫।১৯৫৩

আপন সত্তাকে সবাই ভালবাসে,
আবার, নিজ সত্তাকে ভালবাসতে গিয়ে
তদনুকম্পায় অনুকম্পিত হ'য়ে
অন্য সত্তাতেও সে কিছু-না-কিছু
দরদী হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে ;
তবুও মানুষ সত্তাপোষণী অনুশাসনে
অনুশাসিত হ'য়ে চলতে
সাধারণতঃ ব্যর্থই হ'য়ে ওঠে,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
মানুষ নিজের সত্তাকে ভালবাসে বটে,
কিন্তু তা'কে ভাঙ্গিয়ে
প্রবৃত্তিলুব্ধ হ'য়ে
ঐ প্রবৃত্তি-আকাঙ্ক্ষিত উপভোগকে
উপভোগ করতে চায়,
তাই, সে সাধারণতঃ অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে—
ঐ প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ উপভোগ-আয়োজনে—
নিজেকে খরচ ক'রেও,—

যা'র ফলে, সত্তা ক্রমশঃ শীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
ভেঙ্গে পড়ে ;
সে প্রবৃত্তিলুব্ধতার শাতনী শ্যেনদৃষ্টির কাছে
আত্মসমর্পণ ক'রে
'হতোঽস্মি'-নিঃশ্বাসে
ক্ষয়েই আত্মবিলয় ক'রে থাকে,
সে ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে
সত্তাপোষণী অনুদীপনায়
নিয়মনী তাৎপর্য্যে
বিধিমাফিক বিনায়িত ক'রে
সত্তাকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে ভুলে যায় ;
ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধতাই আত্মপরিবীক্ষণাকে
ব্যাহত ক'রে তোলে,
সত্তার প্রতি ভালবাসা তা'র
হ'য়ে ওঠে ভোগলিপ্সু প্রত্যাশাপীড়িত,
ফলে, খিন্ন বোধি,
খিন্ন যোগ্যতা,
জীর্ণ মনোবৃত্তি,
শীর্ণ-দেহ নিয়ে
সে শাতন-গহ্বরে নিজেকে নিক্ষেপ করে ;
তাই বলি !
চতুর হও,
প্রবৃত্তিকে উপভোগ কর—
সত্তাপোষণী বিনায়নায়,
সন্ধিৎসু চক্ষে বেশ ক'রে দেখো—
ঐ সাত্ত্বিক সম্বেগ যা'তে
পোষণপ্রদীপ্তই হ'য়ে ওঠে,
বিপন্ন না হয় ;—
স্বস্থ জীবনের অধিকারী হবে,
উপভোগও তোমার স্বস্থই হ'য়ে উঠবে,

ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক সম্বেগ। ৫১৪৩।

৫।৫।১৯৫৩, বেলা ১২-১০

আগ্রহসন্দীপ্ত একানুধ্যায়িতা,

ভক্তি, বিনয়, সন্ধিৎসা ও সেবানুচর্য্যা

অর্থাৎ শ্রেয়ানুধ্যায়িতা—

এই হ'চ্ছে বিদ্যার্থীর স্বাভাবিক সম্পদ,

একেই ভজন বলে ;

আবার, মানুষের জীবনচলনার ভিতর-দিয়েও

এই ভজনই বিভবের স্রষ্টা। ৫১৪৪।

৬।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-৫৫

তুমি কী খেতে চাও,

কী খেতে ভালবাস,

তাই দেখে বলা যায়—

তুমি কেমন ;

তোমার কী পছন্দ,

তোমার কী চলন-চরিত্র,

তাই দেখে বোঝা যায়—

ব্যক্তিত্বে তুমি কী ;

তুমি কোন্ সঙ্গ পছন্দ কর,

কেমন সঙ্গে থাক,

তাই দেখে ধরা যায়—

অন্তঃকরণে তুমি কী ;

আবার, তোমার অভিধায়না

সুকেন্দ্রিক না ছন্ন—

তাই দিয়েই পরিমাপ করা যায়—

তোমার ব্যক্তিত্ব-বিনায়িত বোধি কেমনতর,

তুমি বিশ্বস্ত না দুষ্কৃত,

তুমি প্রীতিপ্রবণ না প্রত্যাশান্ধ-মৎসর ;

তুমি বিনায়িত না বিচ্ছিন্ন,
তুমি প্রশস্ত না সংকীর্ণ। ৫১৪৫
৭।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-২৫

ক্ষমতাশীল যা'রা—
তা'রা ক্ষমশীল—ধৈর্য্যশীল,
ক্ষমতায় নিরহঙ্কার। ৫১৪৬।
৭।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩৫

চরের যদি
স্থিরের প্রতি
স্বভাবসিদ্ধ অনুগতি না থাকতো,
অর্থাৎ চর যদি স্থিরের প্রতি
আকৃষ্ট না হ'তো,
তা'হলে অস্তিত্বশালী সৃষ্টি
সম্ভবই হ'তো না ;
আবার, স্থিরের যদি চরের প্রতি
আকর্ষণ না থাকতো,
স্থির কখনই চলৎশীল সত্তায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারতো না। ৫১৪৭।
৭।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-৫০

যেখানে সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত
অন্তরাস-আকৃত অনুচর্য্যী অবদানপ্রবণ
অনুবর্ত্তনার অভাব,
সংহতি ও সংগঠন সেখানে হেঁয়ালি—
অনাসৃষ্টির আহুতি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৫১৪৮।
৮।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-৫০

আত্মপ্রাধান্য যেখানে অন্তর-অনুস্যূত,
শ্রেয়-ধারিণী ও ধায়িনী অনুবর্ত্তনা সেখানে
বাগাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত,
ঐ অনুবর্ত্তনা-অনুপ্রেরণী নিদেশ ও উপদেশ তা'র
ভ্রান্তিসন্দীপী ভাঁওতা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৫১৪৯।
৮।৫।১৯৫৩, সকাল ৭টা

শ্রেয়-সংশ্রয়, শ্রেয়-সঙ্গতি
ও শ্রেয়ানুদীপনী অবদান-অনুচর্য্যা
যেখানে মূক ও বধির,
আরতি-অনুপ্রাণ অনুকম্পিতা সেখানে
একদমই মৌখিক,
নিষ্ঠাই তা'র হতচ্ছাড়া,
তাই, সে কাউকে শ্রেয়নিষ্ঠায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারে না। ৫১৫০।
৮।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-১০

যা'র শ্রেয়ানুবর্ত্তনা সুনিষ্ঠ নয়,
সক্রিয় অনুচর্য্যী ও অবদানপ্রসূ নয়,
সে নিজেই আত্মবিনায়িত নয়,
সে বিনীতও নয় কিছুতেই,
তাই, সে অন্যকেও সুনিষ্ঠ ক'রে তুলতে পারে না,
বিনায়িতও ক'রে তুলতে পারে না,
বিক্ষোভ-বিদগ্ধ হ'য়ে ওঠে সে—
প্রবৃত্তি-নিয়মনে চ'লে,
ধী তা'র অনন্বিত, পাতলা,
অগভীর, সঙ্গতিহারা। ৫১৫১।
৮।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-৩০

যেখানে যেমন আন্দোলনই কর না কেন,
কর্ম্মীগুলিকে যে বিনায়নক্রমেই
সজ্জিত কর না কেন,
ঐ আন্দোলন-অনুধ্যায়ী
যে যতটুকুই হ'য়ে উঠুক না কেন,
যদি তা'তে সুনিষ্ঠ, অনুচর্য্যী,
অবদানী-আত্মপ্রসাদ-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত
সক্রিয় উন্নয়ন-বিনায়িত হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকে ইষ্টার্থপরায়ণ না হয়,
বা আদর্শপরায়ণ না হয়,
বা শ্রেয়নিবদ্ধ না হ'য়ে ওঠে,
তা কিন্তু অতীব অল্পায়ু,
বিক্ষেপপ্রবণ ও বিকৃতির ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
তা' খণ্ড-বিখণ্ডতায়
বিচ্ছিন্ন, বিক্ষুব্ধ, ব্যভিচারী উল্লম্ফনে
নিকেশ হ'য়ে যাবেই কি যাবে,—
তা' আজই হো'ক,
আর কালই হো'ক ;

যাই কর,
আর তাই কর,
চাই ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা,
শ্রেয়ার্থ-অনুধ্যায়িতা,
বা ঐ ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়-সুকেন্দ্রিক
আত্ম-বিনায়ন-প্রসাদী
অনুশ্রয়ী, সক্রিয় তৎপর তৃপণার
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
উচ্ছলশীলতায় চলন্ত হ'য়ে চলা—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
অস্তিবৃদ্ধির উৎসর্গ-অন্বিত
দক্ষ পোষণ ও পূরণ-প্রবৃত্তি-প্রণোদনা-সম্পন্ন

ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন যিনি—
তাঁতেই অনুরক্ত হ'য়ে ;
নয়তো, যে-পাত্রে
যা'র অনুধ্যায়িতা যেমনতর
প্রবণতা, পরিণাম ও পরিণতিও
তা'র তেমনতরই,
তাই, তা'র চলন-চরিত্রও
তেমনই হ'য়ে উঠে থাকে ;
ঈশ্বর প্রতি-বিশেষে
আত্মিক ধৃতি হ'য়েও
সমষ্টিতে একতান-অভিনন্দিত—
নির্ব্বিশেষ,
তিনি আত্মিকতার অধ্যাত্ম-নিস্রোতা
যোগাবেগ,
তিনিই বিবর্ত্তনের বিনায়নী-সম্বেগ,
তিনিই শ্রদ্ধার ঋগ্-দীপনা—
ধারণ ও পালনে ধী। ৫১৫২।
৮।৫।১৯৫৩, সকাল ১০টা

তোমার সুনিষ্ঠ শ্রেয়প্রাণন-পরিবেদনা-পূর্ণ
অনুপ্রেরণী অনুচারণ—
যা' বাক্যে, ব্যবহারে, এক কথায়, আচরণে
ঝঙ্কৃত হ'য়ে চলে থাকে—
তোমার সাত্ত্বিক অভিব্যক্তিতে,
তোমার স্বাভাবিক অনুভূতিসম্পন্ন অনুচর্য্যা,
অবস্থা-অভিজ্ঞ বিনায়না,
উপযুক্ত সমর্থন ও সন্দীপনা—
এগুলির সুসঙ্গত অভিধ্যায়ী আবেগই হ'চ্ছে
তোমার ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ;
এর খাঁক্তি যেখানে যেমনতর,—

মান বা ওজনের তারতম্যও
সেখানে তেমনি,
এই মান যা'কে
যেমনতর বিনায়নায়
সম্মানিত ক'রে থাকে,
সম্পোষিত ক'রে চলে,
আপূরণী অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে—
স্বাভাবিকভাবে,—
মানুষও তা'র প্রতি
তা'র নিজের আত্মিক-সম্বেগ নিয়ে
বা সাত্ত্বিক সম্বেগ নিয়ে
সাধারণতঃ তেমনিই হ'য়ে থাকে,
সম্মানিতও ক'রে থাকে তা'কে তেমন ক'রেই,
সার্থক আত্মপ্রসাদে
তা'কে অবধারণ, বহন ও পালন করার
প্রবৃত্তিও হ'য়ে ওঠে তেমনতর,
সেইরকমই সাধ্যমত
অনুজ্ঞাবাহীও হ'য়ে থাকে তা'র ;
আর, আপূরণী শ্রেয়-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তা'র ঐ সত্তার
চারিত্রিক দ্যুতি-বিকীরণী প্রভাবকেও
ধারণ, ধায়ন, পালন, চারণ ও চলন-প্রদীপ্ত করতে
প্রস্তুত বা নিজেকে তদনুপাতিক নিয়মিত করতে
স্বতঃপ্রণোদিত প্রচেষ্টাপরায়ণ
হ'য়ে ওঠেও তেমনি ;
জ্ঞাতসারেই হো'ক, অজ্ঞাতসারেই হো'ক,
অন্তর-আকূতি নিয়ে
এমনি ক'রেই সে তা'তে আকৃষ্ট হ'য়ে
ধন্য হ'তে চায়,
বা বিকর্ষণে দূরে স'রে যেতে চায় ;

তাই, তোমার শ্রেয়ানুপ্রেরণী আবেগ
যদি মানুষকে শ্রেয়প্রবুদ্ধ ক'রে না তোলে,
তুমি অবস্থাকে বিনায়িত করতে যদি না পার—
উপযুক্তভাবে,
মানুষকে সমর্থনপুষ্ট ও সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে না পার,
তা'দের অন্তরে
শ্রেয়প্রতিষ্ঠা ক'রে তুলতে না পার—
আত্মপ্রতিষ্ঠার আহাম্মকী সৌজন্যকে পরিত্যাগ ক'রে,—
কেউ তোমাকে অনুসরণ করতে চাইবে না,
তোমার নিদেশ-রক্ষায় আপ্রাণ হ'য়ে উঠবে না—
তা' কারও লাখ সমর্থন থাক্ না কেন তোমার প্রতি,
এগিয়ে দিলেও ছিটকে চ'লে আসবে ;
তোমার নিষ্ঠা বা ধৃতি যেমন,
অনুবেদনী অনুপ্রেরণা যেমন,
অবস্থানুগ বিনায়না যেমন,
বাক্য ও ব্যবহার প্রেরণ-প্রাণ যেমন,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তৎপরতাও
তেমনি হ'য়ে ওঠে,
ধারণ ও পালনপ্রকৃতিও
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে তেমনতর,
তোমার অন্তর্নিহিত ঈশিত্বের আধিপত্যও
স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে তেমনি ;
না হ'য়ে পেতে চাওয়া
নিজেকেই ধিক্কার-ধুক্ষিত ক'রে তোলা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
ঈশ্বরই বিধাতা। ৫১৫৩।
৮।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫

যা'রা তোমার সাহায্য ও সরবরাহ পেতে
আগ্রহান্বিত,—

মৌখিক অনুকম্পা ও সৌজন্যে শতমুখ হ'য়েও
কাগজ-কলমে তা' স্বীকার করতে নারাজ,—
এটুকু দেখেই বুঝে নিও—
তা'রা অসৎ-অভিপ্রায়ে
ভবিষ্যৎ বিনায়ন ক'রে চলেছে,
কৃতঘ্ন তা'দের অন্তঃকরণ,
তা'দের সৎ-অনুকম্পাও নেই,
সাহসও নেই,
কৃতজ্ঞতাও নেই,
বিশ্বস্তি বিলোল তা'দের ;
সাবধানে চ'লো । ৫১৫৪ ।
৯।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-৩০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মূর্ত্ত আদর্শানুদীপ্ত
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ আত্মনিয়মন-তৎপর
আপূরণী পালন-পোষণী
সক্রিয় আকূতি-সম্পন্ন
সম্বেগশালী জীবন-অভিযান
স্বতঃ-বিভান্বিত হ'য়ে উঠেছে যা'দের ভিতরে,
তা'দের প্রদীপ্ত প্রেরণাপ্রবুদ্ধ
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যে চরিত্র উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যেকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে,
সুকেন্দ্রিক অভিধায়িনী তৎপরতায়,
অসৎ-নিরোধী বজ্রনির্ঘোষে,
তাই কিন্তু তা'দের জীবন-সম্বেগ,
আত্মিক প্রসারণা,
জাতীয় জীবনে সম্বর্দ্ধনী আহূতি ;
এমনতর অন্বিত গুচ্ছ

যতই বিস্তার লাভ করে,—
জাতির ভিতরেও
এই আবেগ-উদ্দীপনা
ও বিনায়নী বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্ম
প্রতিটি ব্যষ্টিতে ছড়িয়ে গিয়ে
একটা বিরাট অজেয় সংহতি সৃষ্টি ক'রে তোলে—
তেমনতর ;
কিন্তু এই গুচ্ছের ভিতর কেউ যদি
সার্থক-সঙ্গীতিহারা
স্বতন্ত্র-উদ্দেশী, ভিন্নমনা, সমকর্ম্মা হ'য়ে চলে—
বৈশিষ্ট্য-হিসাবে ও গুচ্ছ-হিসাবে
তা'দের জীবন-সংহতি
বিচ্ছিন্ন অনুবেদনায়
দুর্ব্বল তৎপরতায়
এমন রেখাপাত করতে করতেই চলতে থাকে,
যা' ভবিষ্যকালে আত্মঘাতী হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রত্যেকটি গুচ্ছের,
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিরই চাই—
ঐ ইষ্টার্থ বা শ্রেয়ার্থ-পরায়ণ
স্বতঃ-উৎসারিত
সক্রিয় সম্বেদনী
ধায়িনী অনুবেদনা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
সমর্থনের সৌধ বিনায়িত ক'রে তোলে,
অস্তিবৃদ্ধির ঐকতানিক মন্ত্র
উদ্গায়িত হ'য়ে চলে—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, চলনে ;
এইভাবে অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি এমন জাগ্রত প্রথা হ'য়ে দাঁড়ায়—

সেই চলনায় না চ'লেই যেন উপায় নেই,
জীবন-গতিই যেন ঐ চলনে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
ঐ জীবনধারাই
ঐ গঠন-অনুক্রমণায়
ঐতিহ্যকে বিনায়িত ক'রে চলতে থাকে,
সমষ্টির প্রতিপ্রত্যেকে
তখনই সেখানে
ঐ জীবন-সমন্বিত গোষ্ঠীপ্রাণ হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ কেন্দ্রায়িত গোষ্ঠীই হ'চ্ছে
লোকজীবন-উদ্ধাতা ;
এমনতর অযুত গোষ্ঠী
অযুত হস্ত বিস্তার ক'রে
এক চলনায়
অযুত তালছন্দ-লসিত লাস্যে
যতই চলন্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী-জীবনও তেমনতরই
বর্দ্ধনার নট-নর্ত্তনে
এগুতে থাকবে—
এক মন্ত্রে,
অনন্তের দিকে,
ঈশ্বরে স্বতঃ-উৎসারিত ঝঙ্কার-দীপনায়
উৎসর্গের প্রণব-মন্ত্রে,
অস্তিবৃদ্ধির যাগ-প্রদীপ্ত
আহুতি হবন করতে করতে ;
এই গুচ্ছই দেবগুচ্ছ,
এই ব্যষ্টিই দেবদূত,
ঐ ব্যষ্টি-সমন্বিত গোষ্ঠীই হ'চ্ছে
গণবর্দ্ধনার অগ্রদূত—
অভ্যুদয়ের সন্দীপী আহ্বান ;
ঈশ্বরই ধর্ম্মক্ষেত্র,

ঈশ্বরই কর্ম্মদীপনা,
ঈশ্বরই ছন্দায়িত তাণ্ডব-নৃত্য,
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক সংহতির অন্বয়ী ঐতিহ্য,
ঈশ্বরই পরম কারণ। ৫১৫৫।
৯।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-৪৫

তুমি সরল হও,
কিন্তু বেকুব হ'তে যেও না ;
ইষ্ট বা শ্রেয়ানুধ্যায়ী রাগদীপনা নিয়ে
চলতে থাক,
আঁকাবাঁকা যতরকম অবস্থায়ই পড় না কেন,
তৎসঙ্গতিশীল বিনায়নে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
দক্ষ কুশল তৎপরতায়
তদনুগ চলনে চলতে থাক—
একেই বলে 'সারল্য',
একেই বলে 'ঋজুতা',
আর, 'ঋজু' কথার মানেই হ'চ্ছে
শ্রেয়গতিসম্পন্ন হ'য়ে
আত্মসংস্থিতিশীল
অর্জ্জন-অনুক্রমণায় চলা ;
এই চলায় আছে 'সারল্য',
আছে 'ঋজুতা',
মূঢ়ত্ব বা অজ্ঞতার স্থান নেই এখানে,
তাই, সরলতার বনামে
বেকুব হ'তে যেয়ো না,
চতুর হও। ৫১৫৬।
৯।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৮টা

তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ
শ্রদ্ধোষিত সক্রিয় আনতি-উন্মাদনা

লোক-অন্তরকে তোমার প্রতি
শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠাতে সম্বুদ্ধ ক'রে থাকে ;
তোমার দক্ষকুশল উপচয়ী অনুচর্য্যা
লোক-অন্তরকে
দক্ষকুশল অনুচর্য্যায়
উদবুদ্ধ ক'রে তোলে ;
তোমার অন্তঃকরণের উদ্যম-আবেগী প্রীতি-অবদান
মানুষকে অবদান-উদ্যমী ক'রে তোলে ;
তোমার কর্ম্মকুশল শ্রেয়-উপচয়ী
সমীচীন তৎপরতা
মানুষকে কর্ম্মানুশীলনী প্রদীপনায়
জাগ্রত ক'রে তোলে ;
তোমার শ্রেয়ানুধ্যায়ী
রক্ষণ-সন্দীপ্ত আপূরণী অনুপোষণা
মানুষকে অমনতরই ক'রে তোলে ;
তোমার সহানুভূতি, অনুকম্পা-অনুবেদনী
হৃদ্য উন্নয়ন
মানুষকে বি-নীত ক'রে তোলে ;
এক কথায়, তোমার ব্যক্তিত্ব-মর্ম্ম-সংগ্রথিত
সক্রিয় সন্দীপনা যেগুলি
তাইই লোক-অন্তরকেও
তেমনতরই ক'রে তোলে ;
এরই সম্মিলিত আপ্যায়নাপূর্ণ
সঙ্গতিশীল অনুবেদনী বোধিদক্ষ প্রকাশ
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
যেমন সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে ওঠে,
তোমাতে সংশ্রয়ী পরিবেশেও
তা'দের বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
বিহিত অনুদীপনায়
সেইগুলিরই উদ্বোধনা সংঘটিত হ'য়ে থাকে,

তোমার প্রভাবও হয় তেমনি,
আর, প্রভাব মানেই
প্রকৃষ্টভাবে হওয়া,
বাস্তবে হওয়া,
এক কথায়, বাস্তবে যেমন তুমি,
বাস্তবে পাবেও তেমনি প্রতিক্রিয়ায় ;
ঐ আলোরশ্মি চরিত্রের চলন-বিকীরণায়
যে-প্রেরণা সৃষ্টি করে,
সেই প্রেরণাই
লোক-অন্তরের জাগরণী ঋক্ ;
ফল কথা, তোমার শ্রেয় যেমন,
তাঁতে অনুগতি তোমার যেমনতর,
তঁদনুচর্য্যী অনুবেদনায় করবে যেমন,—
প্রতিক্রিয়া তোমাকে
তেমনতর পাওয়াতেই
'স্বাগতম্'—অভিনন্দন জানাবে। ৫১৫৭।
১১।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-৫০

তুমি করার ভিতর-দিয়ে
যা' হ'তে চাও,
ঈশ্বর তাইই মঞ্জুর ক'রে থাকেন। ৫১৫৮।
১১।৫।১৯৫৩, সকাল ৯টা

সুকেন্দ্রিক সার্থক তৎপরতা নিয়ে
প্রকৃষ্টভাবে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বাস্তবে গ'ড়ে তুলবে যেমনতর,
তোমার প্রভাবও পরিব্যক্ত ও ব্যাপ্ত
হ'য়ে পড়বে তেমনি ;
তাই, সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়

কেন্দ্রানুপ্রেরণায় নিজেকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোল,
ঐ প্রভাবের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বাস্তবভাবে গ'ড়ে তোল ;
যে-কেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বের ঐ প্রভবতা,
তাইই তোমার প্রভাবের উৎস। ৫১৫৯।
১১।৫।১৯৫৩, বেলা ১১টা

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী
অবদান-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়কে আভৃত ক'রে তুলবে যেমনতর—
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,—
তুমি ভৃতও হবে তেমনতর,
আর, ঐ ভরণের ভিতর থেকে
যে-ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে,
ভারও নিতে পারে সে তেমনি। ৫১৬০।
১১।৫।১৯৫৩, বেলা ১১-৫

অস্বস্তির কারণ যা'-কিছু
তা'কে অপনোদন ক'রে
স্বস্তিতে সংস্থ হওয়াই শান্তি ;
অবশ্য যে-অস্বস্তি মানুষের ঈপ্সিত,
তা' স্বস্তি ও শান্তি-পন্থীই। ৫১৬১।
১১।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

উৎস-সংস্রব-শীলনা
যতই শিথিল,
ভজন-সম্বেগও ততই বিকৃত,
ভাগ্যও ধিক্কার-ধ্বক্ষিত তেমনি। ৫১৬২।
১১।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২০

আমাদের শিক্ষার ধাতুই যেন এমনতর হয়,
যা'তে তা' যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহের
অন্বিত তৎপরতায়
আদর্শ, ব্যষ্টি ও সমষ্টির অস্তিবৃদ্ধিতে
সঙ্গতি লাভ ক'রে
কৃষ্টি-অভিধায়নায়
প্রত্যেককে অন্বয়ী সমঞ্জসা
বিন্যাস-বিভবে বিভান্বিত ক'রে
প্রতিটি সত্তাকে অস্তিবৃদ্ধিতে উত্তাল ক'রে তোলে—
বোধবিনায়নায়
মর্ম্মকে পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধনশীল ক'রে
পালনে অর্থাৎ রক্ষণে,
পোষণে, পূরণ-তৎপর্য্যে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রস্তুতি নিয়ে,
আর, এই মৌলিক সন্ধিৎসু বিনায়নাকে
কখনও কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না ;
ব্যষ্টি ও তৎ-সম্পর্কিত বোধের
সঙ্গতিশালিন্যে
প্রতিপ্রত্যেকে প্রতিপ্রত্যেকের স্বার্থ হ'য়ে
সম্বেদনী প্রণীত প্রদীপনায়
বোধিমর্ম্মকে উচ্ছল ক'রে
বিভান্বিত বিস্তার-বর্দ্ধনায়
সম্যক্ বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে যেন সবাই ;
ঈশ্বরই সার্থক অন্বয়,
তাঁতে যা'-কিছুই বিন্যাসিত হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বর ছন্দায়িত বিন্যাস-বিভূতি,
ঈশ্বর সবারই পরম বিভব। ৫১৬৩।

১২।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-৩০

জনি-বিন্যাসিত ক্রমজন
ও রজো-বিন্যাসিত ক্রমজনের
সমবায়ী সন্নিবেশের ভিতর-দিয়ে
সময় ও সঙ্গতিক্রমে
নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্যের অবতারণা
হ'য়ে উঠতে পারে—
তদনুগ তরঙ্গায়িত অনুচলনার সৃষ্টি ক'রে ;
তা'র ভিতর কোথাও বা জনি-প্রবল,
কোথাও বা রজ-প্রবল,
প্রতিটি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব
এমনতরই গঠন-শৃঙ্খলায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
উদ্ভূত হ'য়ে থাকে ;
এরই ফলে
একই যুগ্ম পিতামাতার ঔরস ও গর্ভে
নানা সময়ে
নানারকম বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হ'য়ে ওঠে ;
এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার
ঐ ভূমি—
যে-ভূমির ভিতর-দিয়ে
সেগুলি নিজ বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে
উদ্গতি লাভ করেছে—
বিশেষত্বের অনুপ্রেরণায়,—
তা'রই উপর দাঁড়িয়ে
নানারূপে রূপায়িত হ'য়ে
ব্যষ্টিবিশেষে বিশেষিত হ'য়ে উঠে চলেছে—
ভালমন্দ নানারকম গুণ ও প্রকৃতিতে প্রবৃদ্ধ হ'য়ে ;
এই হ'চ্ছে একই পিতামাতার
ঔরস ও গর্ভের ভিতরে
প্রত্যেক সময়ে
প্রত্যেক রকমের উদ্ভবের অনুদীপনা ;

আবার, পিতামাতার মিলন-যোজনার
আকূত উদ্দীপনা যেমনতর,
জনির ভিতর ঐ উদ্দীপনা প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে
তেমনি ক'রেই উদ্‌গতি লাভ করে ;
পিতামাতার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সন্দীপ্ত
আন্তর ও দৈহিক সংশ্রয় যেমনতর,
গ্রহণ-ক্ষমতা যেমনতর,
রাগ ও দ্বেষের অভিদীপ্ত উদ্দীপনা যেমনতর,
সেই উদ্দীপনা-অনুপ্রেরিত হ'য়ে
ব্যষ্টিতে তেমনি গুণ ও প্রকৃতির
অন্বিত উদ্‌গতি হ'য়ে থাকে,
সেইজন্য প্রতিটি সন্তানের রকমারি
তা'র নিজের নিজের মতন,—
এই হ'চ্ছে মোটামুটি কথা ;
তুমি তোমার স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি
যখন যেমনতর অন্বয়ী সঙ্গতিশীল
বা বিপরীত ব্যতিক্রমী
সন্তান-সন্ততিও তখন তেমনি আবির্ভূত হবে ;
ঈশ্বরের প্রতি
অন্তর-বাহিরে তুমি যেমনতর—
সক্রিয় বিন্যাস-সঙ্গতি নিয়ে,
ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমনি ;
গীতায় ভগবান বলেছেন—
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ।"
ঈশ্বর কল্পতরু,
কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি যেমনতর চাও,—
তিনি তেমনতর হওয়াই মঞ্জুর করেন,
আবার, ঐ হওয়া যেমনতর—

প্রাপ্তিও হ'য়ে ওঠে তেমনতর। ৫১৬৪।

১২।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৫

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ,
তোমার ধর্ম্ম,
ঐ ধর্ম্মানুচারিণী কৃষ্টি—
এই তিনেরই সুসঙ্গত, অন্বয়ী, বিনায়নী
তৎপর সক্রিয় চিন্তন ও চলন,
এক কথায়, ঐ তিনের সুসঙ্গত সত্তার
রক্ষণ, পোষণ ও আপূরণ-তৎপর করণই হ'চ্ছে—
তোমার ব্যক্তিগত জীবনেরই হো'ক,
আর গুচ্ছ বা সংঘ-জীবনেরই হো'ক,
সাত্ত্বিক অভিদীপনা বা জীবন-প্রকাশ;
তোমার ব্যষ্টিজীবনে,
গুচ্ছ বা সংঘ-জীবনেই হো'ক,—
এর ভিতরে নিজের ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে
তোমার ব্যষ্টিজীবন,
গুচ্ছজীবন বা সংঘ-জীবনের সাহায্যে
আত্মপোষণী সংগ্রহ ক'রে
তোমার ঐ জীবন-সান্নিধ্যে থেকেও
ভিন্নমনা হ'য়ে
তোমাদের আচরণের সঙ্গে
বাহ্যিক আচরণে খানিকটা খাপ খাইয়ে নিয়ে
চলতে থাকে—
এমনতর কেউ যদি হয়,
অথচ ঐ ত্রয়ীর সুসঙ্গত
অন্বিত জীবনের ব্যতিক্রমী চলনে
চলতে থাকে—
ঐ জীবনের রক্ষণ, পূরণ, পোষণার
ধার না ধেরে,

আত্মরক্ষণী শোষণাকে
সন্ধিৎসু তৎপরতায়
সক্রিয় ক'রে তুলে—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে,
কুটিল, স্বার্থ-খতিয়ানী তৎপরতা নিয়ে,—
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা ;
ব্যষ্টিজীবনেই হো'ক,
গুচ্ছজীবনেই হো'ক,
আর সঙ্ঘজীবনেই হো'ক,
এই কূট দ্বৈধ বিচ্ছিন্ন চলন-অভিচারে
জীর্ণ হ'য়ে উঠতে পার তোমরা,
আবার, সংক্রমণী শোষণ-অভিচার-তৎপর
পোষণ-বিরোধী উৎক্ষেপ
তোমাদের বোধিমর্ম্মে লুক্কায়িত হ'য়ে
অজ্ঞাতসারে
বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত ক'রে তুলতে পারে
তোমাদিগকে—
বিক্ষেপী বিনায়নে,
অন্তঃসূ্যত বিচ্ছেদী আক্রমণে ;
তাই, সাবধান থেকো,
ঐ অন্বিত জীবনের ব্যতিক্রম যা'তে ঘটায়
এমনতর কোন-কিছুকে—
সন্ধিৎসু বোধির পরিবীক্ষণী বিবেচনার
আওতায় এলেই—
গ্রহণও ক'রো না,
তা'তে সায়ও দিও না,
মূক বা বধির হ'য়েও থেকো না,
এতে নষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক ;
ভেদ বা বিচ্ছেদী যা'-কিছু,
স্বার্থ-সম্পোষণী প্রক্ষিপ্ত অভিযান যা'-কিছু,

যা' ঐ সঙ্গত সত্তাকে
দুষ্ট ক'রে তোলে,
সংকীর্ণ ক'রে তোলে,
তা'তে ভেদ সৃষ্টি করে,
হয় তা'কে তোমার ঐ জীবন-মন্ত্রে
এমনভাবে দীক্ষিত ক'রে তোল
যা'তে ঐ অনুধ্যায়িতা
তা'র অনুধায়িনী সম্বেগ হ'য়ে ওঠে,
কিংবা তা'কে উপযুক্তভাবে নিরোধ কর ;
সাবধানী সমীক্ষায় চলতে থাক,
সংহতিতে কুঠারঘাত কিছুতেই করতে দিও না,
ঐ অসৎ-নিরোধী তৎপরতা ও পরাক্রম
যেখানে যেমন হৃদ্য বা কঠোর করা উচিত
তাই ক'রেই চলো ;
ঈশ্বর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সুসঙ্গত অভিধায়না,
ঈশ্বরই সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। ৫১৬৫।
১৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-৪৫

তুমি যদি এটা
স্বতঃসিদ্ধভাবেই ধ'রে নিয়ে থাক যে
পরিণীতা হ'লেই
তোমার স্বামী
তোমার ভরণ-পোষণে বাধ্য,
সঙ্গে-সঙ্গে এও ভেবে রাখা
নিতান্তই সমীচীন—
তুমিও তোমার স্বামীকে
পূরণ ও পালন করতে বাধ্য ;
এই বাধ্য-বাধকতার
সাধ্য-সঙ্গতিকে

যতই অবহেলা করবে
তাঁর স্বার্থ-সংশ্রয়ী
আপূরণী অনুচর্য্যা-তৎপরতা হ'তে
যতই বিমুখ হবে,
তাঁকে শোষণ করবার সম্বেদনাই
যত তোমার মুখ্য বিবেচ্য হ'য়ে উঠবে,
তা'র ফলে, তোমারই স্বখাত-সলিলে
তুমি নিমজ্জিত হবেই কি হবে,
বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে
ভাবহীন, অনুচর্য্যাহীন,
রস-সঞ্চারিণী আবেগহারা হ'য়ে
অভাবের ব্যভিচারে
ক্রূর ধুক্ষা নিয়ে
জীবন কাটাতে হবে ;
শুধু ঠকাবে না,
ঠকতেও হবে। ৫১৬৬।
১৩।৫।১৯৫৩, সকাল ১০-৪০

পরিচর্য্যা-পরিশ্রম-কাতর
যত হ'য়ে উঠবে,—
দক্ষতা বা ক্ষমতাও তত
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বোধবিন্যাস ও ব্যবস্থিতিও তত
ঐ সঙ্কীর্ণতা লাভ করবে—
অপটু হ'য়ে ;
আবার, বিহিত অবদানে
যতই কৃপণ হ'য়ে উঠতে থাকবে,—
ইষ্টানুগ ইষ্টার্থ-বিনায়িত আত্মনির্ভরশীলতাকে
যতই অবজ্ঞা ক'রে চলবে,
পরমুখাপেক্ষী যতই হবে,

পরপ্রত্যাশী যতই হবে,—
নিষ্পন্নতা ও পরাক্রম-প্রবণতাকে
ততই হারাতে থাকবে,
বোধ, ক্ষমতা ও দক্ষতার
সুসঙ্গত শালিন্যের অভাবে
তোমার ব্যক্তিত্বও তত
যোগ্যতায় শিথিল হ'তে থাকবে,
যোগ্যতা-সন্দীপী ফন্দী-ফিকিরও
দুর্ব্বল হ'য়ে চলতে থাকবে ;
যেমন চাও, তেমনি ক'রে চলতে থাক। ৫১৬৭।
১৩।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১৫

ইষ্টার্থকে লক্ষ্য রেখে
জ্ঞানের আলোকে
যেখানে যা' কর্ত্তব্য ব'লে দেখবে,
তাইই ক'রে যাও,—
তাইই ধর্ম্ম,
তাইই পুণ্য,
তাইই শুভ তোমার জীবনে—
ভালমন্দ যাই হো'ক। ৫১৬৮।
১৩।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪০

স্থির শ্রেয়কেন্দ্রিকতা নিয়ে
উদ্দেশ্যে আত্মবিনায়নী কর্ম্মতৎপর হ'য়ে
সার্থক সঙ্গতিশীল কর্ম্মানুশীলনার ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়-লক্ষ্যে বাস্তবে যেমনতর হ'য়ে উঠবে,—
প্রভাবও তোমার চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
বিকীর্ণ হ'তে থাকবে তেমনি ;
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
হওয়াটাও তোমার যেমনতর বাস্তব,

প্রভাবও তেমনি। ৫১৬৯।
১৩।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫০

তোমার মাতাপিতার
বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সঙ্গতির আশীর্ব্বাদী মুহূর্ত্ত
তোমার সম্ভাব্যতাকে
সুচারু স্ফুরণায়
উদ্‌ভিন্ন ক'রে তুলেছে,
ঐ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ সঙ্গতির
বিশেষ মুহূর্ত্তে ছাড়া
তোমার সম্ভাব্যতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না ;
তাই, তুমি তা'দের কাছে চির-কৃতজ্ঞ,
তোমার জীবন-বৰ্দ্ধন ও স্ফুরণা
তা'দেরই অনুশাসনী অবদান,
তুমি উদ্দীপ্ত আগ্রহে
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
ঈশ্বরে লক্ষ্য রেখে বল—
"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।",
বল—
গভীর উদাত্ত কণ্ঠে আবার বল—
"ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমা গুরুঃ"। ৫১৭০।
১৪।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-১০

যাঁ'র প্রভাবে তুমি প্রভাবান্বিত—
তাঁতেই তুমি অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
আত্মনিয়মন কর তুমি তদর্থেই ;
তাঁ'র স্বার্থকে আত্মস্বার্থ ব'লে মনে কর,
ঐ অন্বিত প্রভা

তোমাতে স্থায়িত্ব লাভ করবে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্বের বিভব হ'য়ে উঠবে ;
যে-প্রভাবে তুমি অন্বিত হ'য়ে উঠতে পারনি,
যা'তে নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারনি,
তা'র ধৃতিও তোমার অন্তরে নেইকো,
তাই, সে-প্রভাব তোমাতে
যতই বিপুল হ'য়ে উঠুক না কেন,
ঐ ধৃতির অভাবে
তা' ধ'রে রাখতে পারবে না,
বিনায়িতও ক'রে তুলতে পারবেনা,
আর, তা' বিভব হ'য়ে উঠবে না তোমাতে ;
তাই, প্রভুর প্রভব-ব্যক্তিত্বে
অন্বিত হ'য়ে ওঠ,
যুক্ত হ'য়ে ওঠ,
বিনায়িত হও,
এই যোগ যতদিন
অচ্যুত হ'য়ে চলবে,
তুমিও বিচ্যুত হবে না ততদিন ;
ঈশ্বর অচ্যুত,
ঈশ্বরই নন্দনা,
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দের বিনোদ-কেন্দ্র । ৫১৭১ ।
১৪।৫।১৯৫৩, সকাল ৫-৪০

শ্রদ্ধোষিত, সুনিষ্ঠ শ্রেয়-স্বার্থান্বিত হ'য়ে
গুণগ্রহণ, অনুচর্য্যা, সহানুভূতি
ও হৃদ্য আপ্যায়না-প্রবণতায়
আত্মবিনায়ন-তৎপর হও—
শ্রেয়ার্থে অন্বিত হ'য়ে,
সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে ;
কাউকে বাক্য-ব্যবহারে

আঘাত না দিতে
প্রয়াস-প্রবুদ্ধ থাক,
ভর্ৎসনাও যেন তোমার হৃদ্য হ'য়ে ওঠে ;
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
অমনতর বাক্য ও ব্যবহার নিয়ে
চিন্তায়, চলনে ও কাজে-কর্ম্মে
সবাইকে আপনার জন ব'লেই
ধ'রে রাখতে চেষ্টা কর,
আধিপত্য বা জিদ্-জবরদস্তি করতে যেও না,
আবার, সহন-বহন-পালন-পোষণেও
বিরক্ত বা বিরত হ'য়ো না,—
দেখবে, ক্রমশঃই অনেকেই
তোমার আপনার জন হ'য়ে
তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'চ্ছে,
বিরক্ত হ'য়ো না তা'তে,
বিহিত যা', তাই ক'রো ;
মনে রেখো—
তোমারই অন্তর্দ্দেবতা
আশিস্-উৎকীর্ণ হ'য়ে
সবারই অন্তরে অধিষ্ঠিত,
তাই, ঐ চক্ষেই সবাইকে
দেখতে চেষ্টা কর বা দেখে চল ;
ঈশ্বর সবারই আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বর সবারই আত্মীয়,
ঈশ্বর সবারই আপ্ত। ৫১৭২।
১৬।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-৫০

তোমার যোগ্যতার স্ফুরণ-প্রতিভার
দীপন দীপ্তিতে
তোমারই প্রিয়পরমকে নিরীক্ষণ কর,

সোহাগ-সুন্দর, অঞ্জলি-নিবদ্ধ প্রীতি-অর্ঘ্যে
বিনীত অঞ্জলিতে
গতি-নিক্কণী রণন নিয়ে
আরতি কর তাঁকে ;
জীবন-সম্বেগ শঙ্খ-ফুৎকারে
দিগ্বলয়কে কম্পিত ক'রে তুলুক,
ঘণ্টা-কিঙ্করীর ছান্দিক দোলনে
তোমার হৃদয়
রঙ্গিল রঙ্কণায়
নতজানু হ'য়ে
তাঁকে অবলোকন করুক ;
ঐ বিনায়নী বিনীত গতি,
অন্বিত সঙ্গত সঙ্গীতে
নন্দিত দোলায়
তর্পণার দীপ্ত আবেগে
শাশ্বত সম্বেগে
সোহাগমণ্ডিত ক'রে তুলুক তাঁকে—
আরতির অলক্ত-রঞ্জনায়,
নূপুরের কিঙ্কিণী-লাস্যে,
আর, তা' তোমার সব যা'-কিছু নিয়ে
উদাত্ত কণ্ঠে
প্রাণন-আবেগে ব'লে উঠুক—
'প্রিয়তম ! তোমার জয় হো'ক।' ৫১৭৩।
১৭।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-৫০

যা'দের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরমে
সুনিষ্ঠ, একানুধ্যায়ী. একানুরক্ত
অনুচর্য্যী আবেগ-সম্বুদ্ধ
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ
সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি-নিবদ্ধ

রাগ-প্রতিভা নাই,
যা'দের জীবনে
অনুশীলন-তৎপর
ঐতিহ্য-মূলক
আত্মনিয়ন্ত্রণী শ্রেয়ার্থপরায়ণ
সান্বয়ী ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতি
অচ্যুত উদ্‌গ্রীবতার অভাব,
যা'দের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য-পালন
অন্বিত বর্দ্ধনায়
প্রতিটি সম্প্রদায়কে
স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উৎক্রমণ-তৎপর ক'রে,
আভিজাত্যমূলক অনুদীপনাসম্পন্ন আলিঙ্গনী অনুবেদনা নিয়ে
সমস্ত সম্প্রদায়কে পারস্পরিকতায় সুনিবদ্ধ ক'রে
অনুশীলনতৎপর যোগ্যতার অভিদীপনায়
সহজ সম্বর্দ্ধনী স্বার্থানুকম্পা নিয়ে
পরস্পরকে বর্দ্ধন-তৎপর ক'রে
সমাজদেহে সুনিবদ্ধ হ'য়ে চলতে পারে না—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সম্ভ্রমাত্মক
সংরক্ষণী তৎপরতা নিয়ে,—
ঐ সামাজিক অনুপ্রেরণা-দীপ্ত
লোকায়ত্ত অনুদীপনা-মণ্ডিত
অস্তিবৃদ্ধির সান্বয়ী সুসঙ্গতিসম্পন্ন সার্থক বিনায়নায়,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রদীপনায়,—
তা'দের রাষ্ট্রসত্তা প্রতিটি ব্যষ্টির
যোগ-বিনায়িত নিবন্ধনে
জাগ্রত হ'য়ে ওঠেনি তখনও ;
সেই মানুষের
সেই সম্প্রদায়ের
সেই সমাজের
সেই রাষ্ট্রের

জাতীয় জীবনই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে নি,
জাতীয় জীবন তা'দের জাগ্রতই নয়কো,
ছন্ন ও ছিন্ন আত্মস্বার্থ-বিনায়নী
অনুধ্যায়ী কেন্দ্রিকতা নিয়ে
তা'রা বিব্রত ও ব্যস্ত,
সেখানে লোক থাকতে পারে,
কিন্তু জাতি ব'লে
কিছু আছে কিনা জানি না ;
ঈশ্বর সব যা'-কিছুরই জনন-দীপনা ;
ঈশ্বর-আকূতিসম্পন্ন-অনুবেদন-তৎপর,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সোহাগ-পরিচর্য্যা-নিরত
পারস্পরিকতা-সম্পন্ন যা'রা,
তা'রাই জাতি—
দেব জাতি,
ঈশ্বর জাগ্রত সেখানেই। ৫১৭৪।
১৮।৫।১৯৫৩, সকাল ৯টা

প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির
শুভ-সন্দীপনী বিহিত ব্যবহারে
ত্রুটি ক'রো না,
অন্বিত সঙ্গতিশীল অমনতর উপযুক্ত ব্যবহারে
বিরত থাকলে
তোমার বৈধানিক গ্রন্থিনিঃস্রাবগুলি
ক্রমশঃই মন্দীভূত হ'তে থাকবে,
ফলে, বৈধানিক সাম্য ব্যাহত হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃই,
এবং বিধানের স্বতঃ-সন্দীপ্ত নিয়মন তৎপরতা
শ্লথ হ'য়ে
তোমার জীবনীশক্তিকে ক্ষীয়মাণ ক'রে
আয়ু, মেধা, বল, বীর্য্য হ'তে
ক্রমশঃই বঞ্চিত ক'রে তুলবে তোমাকে ;

তাই, সুসঙ্গত অন্বয়ী ব্যবহার ও অনুশীলন
মানুষকে
শীল ও যোগ্যতার অধিকারী ক'রে থাকে। ৫১৭৫।
১৮।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৪০

যা'রা প্রিয়পরম বা প্রেরিত পুরুষোত্তমের
কথাবার্ত্তা বা আলাপ-আলোচনা শোনে,
কিন্তু অনুশীলন বা চলন-তৎপর নয়,
তা'রা দুর্ভাগ্য,
তা'দের সত্তা
শ্লথভূমিতেই সংশ্রয় লাভ ক'রে আছে,
কিন্তু যা'রা শোনে ও করে—
তা'রা নিজ সত্তাকে
অটল ভূমিতেই সংশ্রয়ান্বিত ক'রে
স্বর্গপ্রভাকে উপভোগ ক'রে থাকে ;
ব্যক্তিত্ব তা'দের সুনিষ্ঠ,
অচ্যুত দৃঢ়-সঙ্গীতিসম্পন্ন,
বোধবুদ্ধ, প্রীতিরাগসন্দীপ্ত ;
ঈশ্বর চির-অটল, অচ্যুত। ৫১৭৬।
১৯।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থে আত্মনিয়মনই যেন তোমার
একমাত্র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনাই যেন তোমার
আত্মোন্নয়নী অনুদীপনা হ'য়ে
সতত অন্তরে জাগ্রত থাকে,
প্রবৃত্তির রাহাজানি যে-রূপেই
আসুক না কেন তোমার সম্মুখে—

তা'কে কূটকৌশলে বিনায়িত কর,
শুভ-সন্দীপনায় ইষ্টার্থী ক'রে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল তা'কে--
সন্ধিৎসাপূর্ণ বোধবিনায়নী ধী নিয়ে,
সুদর্শিতার অনুদীপনায় ;
প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট যা'রা—
সৎ, শুভ, সুন্দরের ললিত লাস্যে
বৈশিষ্ট্যানুগ প্রবৃত্তির
বিশেষ লেলিহান মদির-দীপনাকে
ঐ নর্ত্তন-ছন্দের বিভা-অধ্যুষিত
অভিদীপনায় প্রলুব্ধ ক'রে
শ্রেয়ার্থে সঞ্জীবিত ক'রে তোল তা'দের—
যেখানে যেমন খাটে তেমনি ক'রেই ;
ঐ ছান্দিক-বিনায়নার ললিত রাগ
যেন তা'দিগকে মুগ্ধ ক'রে তোলে,
বুদ্ধ ক'রে তোলে,
শ্রেয়ানুচর্য্যায় লুব্ধ ক'রে তোলে ;
তোমার এই কূট-বিনায়নী
কুশল দক্ষতার অনুবেদনী আকর্ষণ
যেন তা'দিগকে
লাস্যরঞ্জিত রস-সম্ভারে
সার্থক ও সন্দীপিত ক'রে রাখে,
আর তুমিও সার্থক হ'য়ে ওঠ—
আত্মপ্রসাদের রঙ্গিল রঙ্কণী বিভায় ;
ঈশ্বর সর্ব্বার্থেরই কূট সমাধান,
ঈশ্বরই পরম কূট। ৫১৭৭।

১৯।৫।১৯৫৩, বেলা ১১টা

মন্দ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়াই

শিক্ষার বাস্তব প্রস্তুতি। ৫১৭৮।

১৯।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

তোমার আদর্শ-অন্বিত হ'য়ে
যা'রা সংঘভুক্ত বা পরিবারভুক্ত
তা'দের প্রতি সক্রিয় দরদী হ'য়ে
আপ্যায়নী অনুকম্পা নিয়ে
যেমনতর আচার-ব্যবহার করতে হয়—
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
তেমনি ক'রো ;

মনে রেখো—
তোমার পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের
সত্তাপোষণী প্রয়োজন ও পরিচর্য্যা হ'তে
ঐ পরিবারের জন্য
দৈনন্দিন সাধ্যমত
যেখানে যেমন করা উচিত,
তা' না করাই
তোমার পক্ষে যেমন অশোভন ও অশ্রেয়,
অস্তিবৃদ্ধির ব্যতিক্রম-জনক অপরাধ,
তেমনি সংঘপরিবারের পক্ষেও কিন্তু
তাইই,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
তা' না করাই
অস্তিবৃদ্ধির ব্যতিক্রমী অপরাধ ;
তাই, সাধ্য ও সঙ্গতিমত
যেখানে যেমন করা উচিত—
আপদে, বিপদে,
সুখে, দুঃখে,—
তা' করতে একটুকুও
সঙ্কুচিত হ'য়ে চ'লো না,

আর, বিহিতভাবে এ ক'রে
যা' উদ্বৃত্ত থাকে তোমার
তাই তোমার আপদ-রক্ষণী পুঁজি ;
কিন্তু যা'রা তোমার আদর্শে শ্রদ্ধাবান
বা জিজ্ঞাসু হ'য়ে
তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়
বা কোনপ্রকারে তোমাদের সঙ্গে
যা'দের সাক্ষাৎকার হয়,
তা'দের প্রতি লৌকিকতাপূর্ণ
বিনীত সৌজন্যের সহিত
ভদ্রতাব্যঞ্জক অনুবেদনা নিয়ে
বিহিত অনুচর্য্যী আপ্যায়নায়
যেখানে যেমন করণীয়
তা' করবে ;
তা'র ফলে, তোমার স্বীয় পরিবার
বা সংঘ-পরিবারের
পারিবেশিক সদনুচর্য্যী সেবানন্দনায়
সহজে অনুকম্পাশীল হ'য়ে উঠবে তা'রা
তোমাদের প্রতি ;
তোমাদের মধ্যে
যে-কেউই এমনতর করুক না কেন,
তজ্জনিত প্রসাদ-প্রদীপনা
ছড়িয়ে পড়বে সবার উপর
অল্প-বিস্তর,
এই আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে
তোমার বর্দ্ধনাও গজিয়ে উঠবে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
তোমাদের দৈনন্দিন জীবন-চলনা
অনেকখানি শুভ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ;
অনুচর্য্যাপরায়ণ সমর্থন,

সম্বেদনা,
সাহায্য
স্বতঃ-নন্দনায়
তোমাদের অল্প-বিস্তর আলিঙ্গন করবেই কি করবে ;
এমনতর সহজ ও স্বাভাবিক চলনা হ'তে
তোমরা কখনও
বিচ্যুত হ'য়ে উঠো না ;
ঈশ্বর করুণাময়,
ঈশ্বর কৃপাপরবশ,
করণ-আরতির ভিতর-দিয়েই
তিনি অন্তরের শ্রদ্ধোষিত স্নেহল-মন্দিরে
স্নেহল চক্ষু নিয়ে
জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন,
ঈশ্বর কৃতার্থতার পরম নন্দনা। ৫১৭৯।
১৯।৫।১৯৫৩, রাত্রি ১০-১৫

মানুষের কোন্ অবস্থায়
কোন্ প্রবৃত্তির
কেমনতর উত্তেজনায় বা অবসাদে
কিংবা বিকৃত বিন্যাসে
কোন্ জাতীয় প্রবণতার উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
কোন্ জাতীয় বিকারই বা কী ব্যাধির স্রষ্টা,—
সন্ধিৎসু সুবীক্ষণায়
বিহিতভাবে তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনায়
শ্রেয়ানুগ উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির সঙ্গতিশীল অন্বয়ে
সেগুলিকে বিনায়িত করতে চেষ্টা কর—
অসৎ-নিরোধী অনুবেদনার সার্থক সুবিন্যাসে

উপযুক্তভাবে সংশ্রয়ান্বিত ক'রে ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে যা'তে
আত্মবীক্ষণী অনুধ্যায়িতার আগ্রহে
অধ্যবসায়ী অধ্যয়ন ও অধিগমনে
ইষ্টানুগ অস্তিবৃদ্ধির অনুবেদনী আবেগে
সেগুলির বিহিত বিন্যাস
তা'দের পক্ষে সহজ হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর পরিচর্য্যা ও পরিচলনায় অভ্যস্ত ক'রে
আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'দিগকে ;
অনুশীলনী অনুদীপনায়
তা'রা নিজেদিগকে যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
তুলতে যা'তে পারে—
এমনতর অভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে,
সাথে-সাথে যা'তে তা'রা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
শ্রমকেই বিশ্রাম ব'লেই অনুভব করে—
এমনতর উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তোল তা'দিগকে ;—
তুমিও তৃপ্তি পাবে,
তা'রাও শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যার
আত্মপ্রসাদী ফুল্লদীপনায়
স্বস্থ চলনে চলতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই বিধিস্রোতা,
বিধিবীক্ষণী তৎপরতা
ও আত্মবিনায়নী, অনুধ্যায়ী অনুশীলনী
সুকর্ম্ম-উল্লাসের ভিতর দিয়ে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদী আলোক-হস্ত
বোধিসত্তার মর্ম্মকে আলোকিত ক'রে
উদ্ভাসিত হ'য়ে চলে। ৫১৮০।

২০।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-৪৫

শ্রদ্ধোষিত স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহপ্রদীপ্ত
প্রীতি-অবদান
মানুষের যোগ্যতাকে বর্দ্ধিত ক'রেই তোলে—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আত্মপ্রসাদী অনুবেদনা নিয়ে,—
তাই, সে-দান শ্রেষ্ঠ দান ;
আর, ঐ ভিক্ষাই শ্রেষ্ঠ-ভিক্ষা—
ভজনানন্দ-লসিত। ৫১৮১।
২০।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-২০

অবাস্তব যা',
তা'তে যথার্থের রঙ ফলিয়ে
উদ্দেশ্য বা ধারণানুপাতিক
যুক্তিজালের অবতারণায়
বাস্তবতার আচ্ছাদনে
অন্যকে প্রতারিত ক'রে
আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্বিনীত প্রয়াসকেই
দম্ভ ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে ;
আর, যা'রা ঐ করে
তারাই দাম্ভিক। ৫১৮২।
২১।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-২০

স্পন্দন যেখানে যেমনতর প্রচণ্ড,
শক্তিও সেখানে তেমনি দুর্দ্দান্ত। ৫১৮৩।
২১।৫।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

যেখানে সম্মানিত হ'তে চাওয়াটাই
অসম্মানের—
বা যা'র তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই
তোমার পক্ষে অসম্মানের—

সেখানে বিনীত আনুগত্যই
তোমার সম্মানের শ্রীবৃদ্ধিকারক ;
আর, তা' করাই তোমার পক্ষে সম্ভ্রমাত্মক । ৫১৮৪ ।
২১।৫।১৯৫৩, রাত্রি ১১-৩০

তোমার গণবেষ্টনী যেখানে যথেষ্ট—
একানুবর্ত্তী, সুসঙ্গতিসম্পন্ন, দক্ষ, কূটকৌশলী,
শক্তিমান,
তোমাতে শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত,—
স্বার্থানুকম্পী রাগপ্রদীপ্ত,—
সেখানেই শাসন, শাস্তি বা দণ্ডের
বিধায়ক হ'তে পার,
নয়তো তা' বিড়ম্বনারই । ৫১৮৫ ।
২১।৫।১৯৫৩, রাত্রি ১১-৩১

যা'রা সুকেন্দ্রিক নয়,
দ্বন্দ্বিত আনতি-সম্পন্ন,
ব্যক্তিত্ব ও বোধি যা'দের শ্লথ,
অল্পই হো'ক,
বিস্তরই হো'ক,
প্রবৃত্তিস্বার্থ-সংক্ষুব্ধ যা'রা—
বেকুব, ফাঁকিবাজ, দোদুলবান্ধা,
অথচ তোমার উপর দাঁড়িয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে,—
তা'রা যদি প্রতিলোমবিদ্ধ না হয়—
তা'দের বিনায়িত করতে হ'লে
গরম ও নরম,
যেখানে যেমন উপযুক্ত—
তেমনতর বাক্য-ব্যবহারের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে
অনেক সময় ;
গরম ব্যবহার মানুষের মস্তিষ্ককে

উত্তেজিত করে,
নরম ব্যবহার তা'কে সাম্য-বিনায়িত ক'রে তোলে ;
গরম ব্যবহারে
তা'দিগকে হক্‌চকিয়ে দিয়ে
হৃদ্য নরম ব্যবহারে আকৃষ্ট ক'রে,
সক্রিয় অনুশীলনে অভ্যস্ত ক'রে তুলে,
কোথায় কেমনতর প্রতিক্রিয় অভিব্যক্তি হয়—
তা' দেখে,
যেখানে যেমন করলে,
তা'রা নিজেদের বিকৃতিগুলিকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে—
শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনার স্বাপক্ষে,
এবং তদ্বিরোধী যা'
সক্রিয় বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তা'কেও মঙ্গলসন্দীপী ক'রে তুলতে পারে—
অন্যের বিনা সাহায্যে,—
তেমনতর ক'রে তুলতে চেষ্টা কর ;
আর, এতে যে যতই
কৃতী হ'য়ে উঠতে পারে,
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে—
দক্ষ কুশল তৎপরতায়,—
বুঝে নিও—
তা'র ব্যক্তিত্ব ততই
সৌষ্ঠব-সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠেছে ;
কিন্তু যা'রা প্রতিলোম-বিদ্ধ,—
এই বিনায়না তা'দের বেলায়
কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়,
তা' চিন্তনীয় ;
মানুষের ধারণা ও ধরণ,
শ্রদ্ধানুরঞ্জিত আন্তরিক রাগদীপনা

যেমনতর সুকেন্দ্রিক,—
করণ-কুশল যে যেমনতর,—
দক্ষ হ'য়ে ওঠে সে তেমনি ;
আর, এই দক্ষতা
বোধানুগ বিবেচনার
সক্রিয় কৃতী করণ-কুশলতার ভিতর-দিয়ে
যেমনতর অভিব্যক্তি লাভ করে,—
তা'র ব্যক্তিত্বও হয় তেমনি ;
ঈশ্বর ধাতা ও পাতা,
ঈশ্বর বিধায়নার বৈধী উৎস—
কুশল-বিনায়নার কূট-সম্বেগ,
সর্ব্বার্থের পরম-সার্থকতা। ৫১৮৬।
২২।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-১৫

শ্রীই যদি চাও,
তবে শ্রেয়চর্য্যা কর—
তদনুগ আত্মনিয়মনে,
আর, তেমনি ক'রে চলতে থাক ;
তোমার এই শ্রেয়রঞ্জিত চলন
রঞ্জিত ক'রে তুলুক সবাইকে। ৫১৮৭।
২২।৫।১৯৫৩, বিকাল ৩-১৫

উন্নতি যদি চাও—
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
এগিয়ে চলতে থাক,
তোমার পেছটানের আকর্ষণ
তোমাকে যেন আবদ্ধ ক'রে না রাখতে পারে,
আর, ঐ এগিয়ে যাওয়াটাই যেন
তোমার ভূত-ভবিষ্যৎকে
আপূরিত ক'রে তোলে—

প্রীতি-উদ্যম-পূর্ণ অনুশীলনী অনুচলনে,
সুযুক্ত সংহতির তালে পা ফেলে ফেলে,
আর, তোমার হৃদয়ের অংশু-বিকীরণে
সবাইকেই যেন আলোকিত ক'রে তোলে,
ঐ আলো শ্রেয়নিবদ্ধতায়
সুসঙ্গীতির অচ্যুত আকর্ষণে
শ্রদ্ধোষিত বিনোদ-দীপনায়
লোক-অন্তরকে যেন শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোলে ;—
এমনি ক'রেই উন্নতিকে অবাধ ক'রে তোল। ৫১৮৮।
২২।৫।১৯৫৩, বিকাল ৩-৫০

যা'রা কথা শুনেই আস্থা স্থাপন করে
এবং তদনুযায়ী তুষ্ট বা রুষ্ট হয়,
অথচ কাজেকর্ম্মে খতিয়ে দেখে না—
কথা-কাজের ভিতর সৌহার্দ্দ্য আছে কিনা,
মিলন আছে কিনা,
তা'রা সরল আহাম্মক,
বিড়ম্বিত হয় তা'রা প্রায়শঃ। ৫১৮৯।
২২।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১০

যিনি বা যাঁ'রা মানুষের শুভপ্রদ,
শুভানুধ্যায়ী,
শ্রেয়-অনুচর্য্যী,
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়ন-তৎপর,
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক শুভকামী যা'রা,
এক কথায়, সৎ-অনুধ্যায়ী যাঁ'রা,—
সবাই তাঁ'দিগকে শ্রদ্ধা ক'রেই থাকে—
বিশেষতঃ যা'দের এক-আধটু সদনুদীপনা আছে ;

জেনে-বুঝেও
তাঁদিগেতে শ্রদ্ধাশীল যা'রা নয়,
বিনীত অনুচর্য্যী নয়—
দাম্ভিক ধুরন্ধর,—
তা'রাই অসৎ-লোক,
যত জাঁকজমকপূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়েই
তা'রা চলুক না কেন—
অসৎ কিন্তু তা'রা সরাসরিভাবেই,
তা'দের প্রতি যা'রা আস্থাশীল,—
তা'দের বৈশিষ্ট্য অসৎ-রাগ-ধুক্ষিত ;
বুঝে চ'লো। ৫১৯০।
২২।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭টা

যে-কোন কারণে
শুভ যা', সত্তাপোষণী যা',
তা'কে অশুভ-রঙ্গীন ক'রে তুলো না,
শুভ-নিরোধী হ'য়ে
অশুভকে প্রশ্রয় দিও না,
বরং অশুভ-অমঙ্গল-অসৎ-নিরোধী হও—
সর্ব্বতোভাবে ;
তোমার শত্রুও যদি শুভসন্দীপী হ'য়ে থাকে,—
তা'র শুভদীপনাকে নন্দিতই ক'রে তোল ;
অসৎকে নিরোধ কর,
যা'রা শুভনিরোধী, মঙ্গল-নিরোধী—
সত্তাপোষণার অন্তরায়,
তা'রা কিন্তু অসৎ,
তা'দের পারিবারিক জীবনই হো'ক
আর সামাজিক জীবনই হো'ক,
তা' অপাংক্তেয়। ৫১৯১।
২৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-৩৫

যে অপরাধগুলি অপরাধ হ'লেও
অশুভপ্রসূ নয়,
সেগুলির প্রায়শ্চিত্ত
আত্মবিনায়নমূলক হওয়াই ভাল ;
আবার, যে অপরাধগুলি
অপরাধ তো বটেই,
তা' ছাড়া অশুভপ্রসূ,
সেগুলির প্রায়শ্চিত্ত
অবস্থা ও স্বাস্থ্য-অনুপাতিক
কঠোর হওয়াই সমীচীন,
আর, তা' যেন স্বাস্থ্য ও কল্যাণপ্রসূ হয় ;
শুভদ যা', তা' নিরুদ্ধ না হ'য়ে
উৎসাহ-প্রদীপ্তই যেন হয়। ৫১৯২।
২৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-৫৫

সব সময়ই নজর রেখো—
কল্যাণ কখনই যেন অবরুদ্ধ না হয়,
আবার, এও নজর রেখো—
আপাত-কল্যাণ ভবিষ্যতের সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
অন্তরায় হ'য়ে না ওঠে,
এমনি ক'রে কল্যাণ
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে
অস্তিবৃদ্ধির পোষণবর্দ্ধনাকে
বিনায়িতই ক'রে যেন চলে ;
তোমাদের কল্যাণ কলস্রোতা হ'য়ে উঠুক। ৫১৯৩।
২৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-৫

ভরসা পাবে ততই—
শ্রেয়ার্থ-অনুবেদনায়

ভরপুর হ'য়ে রবে যতই । ৫১৯৪ ।

২৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-১৫

প্রিয়পরম প্রেরিত-পুরুষোত্তম
পৃথিবীর যে-কোন দেশেই আবির্ভূত হন,
তাঁর ঐশী বাণী,
ঐশী অনুবেদনা
শুধু সেই দেশেই যে নিহিত থাকে
তা' নয়কো,
তবে তিনি যে-দেশে আবির্ভূত হন,—
সেই দেশের রীতিনীতি, ভাব,
সত্তাপোষণী সংস্থিতির সম্বন্ধ-বিনায়না
মুখ্যতঃ তদনুপাতিকভাবে
নিয়মন ক'রে থাকেন,
শুভসন্দীপী কল্যাণকর প্রথাগুলি
যা' আবর্জ্জনামৃষ্ট—
তা'কে পরিমার্জ্জনায় বিনায়িত ক'রে থাকেন—
তেমনি ক'রে ;
আবার, তিনি অন্য দেশের
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সমস্যাগুলিকেও
তেমনি ক'রে বিনায়িত ক'রে থাকেন,
যা'তে শুভসন্দীপী কল্যাণপ্রসূ হ'য়ে
বাঁচাবাড়ার পন্থা প্রকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
তিনি তাঁর নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
প্রাচীনের সঙ্গতিকে বজায় রেখে
সেই সূত্রে বর্ত্তমানের
দেশকালপাত্রানুপাতিক শুভ-বিনায়নে
ভবিষ্যৎ-প্রবর্ত্তনাকে
স্বর্ণপ্রসূ ক'রে তুলে থাকেন ;
তিনি বিধায়ক—

মূর্ত্ত বশী,
গণসত্তার পরম ধাতা,
জীবনের বৈশিষ্ট্য-বিনায়নী উদ্ধাতা তিনিই—
তা' সবারই ;
সর্ব্বত্রই দেখবে—
যা' দিয়ে তাঁকে গণ্ডীবদ্ধ করা হয়েছে,—
তা' তাঁর বার্ত্তা নয়কো,
কদর্য্য-ব্যাখ্যার আভিঘাতিক নিবন্ধ মাত্র ;
তিনি পুরুষোত্তম—
কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন,
ঈশ্বরের প্রেরণাপ্রেরিত মূর্ত্ত-বাণী তিনি ;
ঈশ্বর পরম উদ্ধাতা,
তিনি বিধাতা—
জীবনের শৌর্য্য-দীপনা—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ৫১৯৫।
২৩।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-৫৫

শ্রদ্ধোৎসারণায়ই হো'ক
বা দরদী অনুকম্পায়ই হো'ক,
কেউ যদি সর্ত্তবিহীন স্বতঃস্বেচ্ছ হ'য়ে
তোমার জন্য শুভদ কিছু করে,
বা তোমাকে কোনপ্রকার সাহায্য করে—
তা' আর্থিকই হো'ক
বা কোন দ্রব্যাদি দিয়েই হো'ক,—
বিনীত প্রীতি-অনুদীপনায় তা' গ্রহণ ক'রো,
ধন্যবাদে
তোমার শুভ-অভিপ্রায়-প্রদীপনায়
তা'র অন্তরকে উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলো,—
যেন সেই অবদান

তা'কে আত্মপ্রসাদমণ্ডিত ক'রে
তৃপ্ত ক'রে তোলে ;
সঙ্গে-সঙ্গে সুসন্ধিৎসু
সদিচ্ছা প্রণোদনা নিয়ে
মুখ্যভাবেই হো'ক
বা গৌণভাবেই হো'ক,
পরিবেশে এমনতর বিনায়নার সৃষ্টি ক'রে চ'লো—
কৃতজ্ঞ অনুচর্য্যা নিয়ে,—
যা'র ফলে,
সে তোমাকে যা' দিয়েছে,
তা' হ'তে অনেকখানি বেশী পায়—
তা'র জীবনীয় অনুচর্য্যার
রঙিল বিকাশবিভার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমণী অনুচলনে ;
তুমি যা'র কাছে যা' পাও না কেন,
তুমি যদি তা'র জন্য অমনতর কিছু না কর,—
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যে প্রাণন-দীপনা নিয়ে চলছিল,
তা ক্রমশঃই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার প্রয়োজন
তোমার পরিবেশের ভিতর
এমন আয়োজন সৃষ্টি করবে না,
যা'র ফলে, তোমার পাওয়া
স্বতঃ-অভিদীপনা নিয়ে
পরিতৃপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর করুণাময়,
আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে —
বৈশিষ্ট্যানুক্রমণী সংস্থিতির ভিতর-দিয়ে—
জীব-জীবনের স্বস্তি-উদ্গাতা তিনি। ৫১৯৬।
২৩।৫।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩৫

মুখ্যতঃ ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে নিও,
আর, ইষ্টার্থই যেন তোমার উদ্দেশ্য হ'য়ে ওঠে,
বিষয়, ব্যাপার বা যা'-কিছুই হো'ক না কেন,
সবগুলি ঐ ইষ্টার্থ-বিনায়নায়
সার্থক ও সঙ্গতিশীল ক'রে
অন্বিত ক'রে নিও—
চলা, বলা, আলাপ-আলোচনা
যা'-কিছু প্রত্যেকগুলিকে—
অকাট্যভাবে ;
দেখবে, তোমার বোধ বেড়ে যাবে,
ভাব বেড়ে যাবে,
চিন্তাগুলি সুসঙ্গত হ'য়ে উঠবে,
এই ভাবনিয়মনের ভিতর-দিয়ে
স্বস্তিও আসবে ক্রমশঃই ;
কিন্তু, অন্তঃকরণে যদি এই
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত ভাবভরণ না থাকে,—
কোন অভাবকেই নিরোধ করতে পারবে না তুমি,
আর, তা' না হ'লে
জীবনে সুখীও হ'য়ে উঠবে না ;
যাই তাই কর,
একটা জাগ্রত সন্ধিৎসা নিয়ে
তোমার জীবনের সমস্ত চলনাগুলিকে
অমনি ক'রেই নিয়মিত ক'রে তোল ;
এ যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠবে না,—
তা'কে গ্রহণ ক'রো না,
আর, অস্তিবৃদ্ধিদ যা' নয়,
তা'কে সমর্থনও ক'রো না,
তবে কুশল-তৎপর হ'য়ে চ'লো,
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল,
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল,

এমনি ক'রেই এগিয়ে চল—
আত্মনিয়মন-তৎপর হ'য়ে ;
এমন চলায় বহু বিপর্য্যয়ের ভিতরেও
স্বস্তির আবহাওয়া তোমাকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর ওজো-দীপনা,
ঈশ্বর সুকেন্দ্রিকতার আত্মিক সম্বেগ,
ঈশ্বর সর্ব্বার্থ-অন্বয়ী সাম্যকেন্দ্র। ৫১৯৭।
২৪।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-২৫

অসৎ-দুষ্ট হৃদয়
প্রীতি-পরিচর্য্যায়
সৎ-সন্দীপ্ত হ'লেও,
ভয়-কাতর হ'লেই
স্বীয়-প্রকৃতিরই তাগিদে
অসতেরই আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে
সাধারণতঃ—
তা'কেই প্রবলতর বিবেচনা ক'রে,—
যতক্ষণ না সাহস-পরিভৃত হ'য়ে
আত্মরক্ষণায় নিঃসন্দেহ হয়। ৫১৯৮।
২৪।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

ঈশ্বর নিত্য, সর্ব্বগত তো বটেই,
এই নিত্য সর্ব্বগত হ'য়েও যে,
বিশেষে বিশেষ বিনায়নায়
উদ্‌গতি লাভ করেছেন তিনি—
তা'ও ঠিকই ;
আর, এই বিশেষের ভিতর
বিশেষ বিনায়নী তাৎপর্য্যে
অভিব্যক্তি লাভ ক'রে
সর্ব্বগত বিকীরণায়

লাস্য-নন্দনায় যে বিশিষ্ট অভিব্যক্তি,
তা' তত্ত্বতঃ উপলব্ধিতে
অধিগম্য হ'য়ে উঠেছে যাঁর কাছে,—
এমনতর তত্ত্বদর্শী কিন্তু দুর্লভই। ৫১৯৯।
২৪।৫।১৯৫৩, বিকাল ৩-৫৭

তোমাদের একনিষ্ঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়, ধর্ম্ম
ও কৃষ্টি-অনুধ্যায়িতা,
প্রীতি-অবদান-অনুচর্য্যা,
তপানুশীলন,
পারস্পরিক শুভ-জৃম্ভণী সক্রিয় অনুবেদনা,
ও স্বস্তি-অনুচলনী চর্য্যা,
ঐ শ্রেয়ানুগ প্রথা-পালন,
ঐতিহ্যোপসেবন,—
এর ভিতর-দিয়েই
সমবেত ইচ্ছার উদ্‌ভব হ'য়ে থাকে ;
আর, এই সমবেত ইচ্ছা যত সুনিষ্ঠ,—
সংহতিও তত দৃঢ় হ'য়ে ওঠে,
আর, দৃঢ় সংহতিই শক্তির আধার। ৫২০০।
২৪।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

যাঁ'র কর
জীবনকীর্ণী,
তাঁ'তে কর-নির্দ্ধারণ
অকৃতিরই কৃতান্ত-আহ্বান। ৫২০১।
২৪।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১০

চুম্বন
আগ্রহ-অনুদীপনারই

চৌম্বক-আকর্ষণ। ৫২০২।

২৪।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১২

তুমি বাস্তবে যতই
যেমনতর হ'য়ে উঠবে—
প্রশ্নশূন্য পরিবেদনার ভিতর-দিয়ে,—
তুমি যে অমনতর হ'য়ে উঠেছ,
সে-সম্বন্ধে অবহিতি
কমই হবে তোমার ;
অভ্যাস যখন বিনায়নী ব্যবস্থিতিতে
উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
সে তা'র স্বতঃ-অভিব্যক্তি নিয়ে
জাগ্রত হ'য়েই থাকে,
তাই, কী হ'লাম, না-হ'লাম—
এ প্রশ্নও তা'র থাকে না ;
যেমন, যখন জেগে থাক—
জেগে-থাকার চেতনা তখন কমই থাকে,
কিন্তু ক্রিয়ায় প্রকাশ পায়। ৫২০৩।

২৫।৫।১৯৫৩, সকাল ৯-১২

বাস্তবে যা'র ভাবী হ'য়ে উঠবে তুমি যেমন,
প্রভাবও হবে তোমার তেমনই। ৫২০৪।

২৫।৫।১৯৫৩, বিকাল ৩-৫৫

তোমার বীর্য্যবত্তা
অসৎ-নিরোধী বিক্রমে উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে
আত্মসম্ভ্রম ও আভিজাত্যিক
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক অনুসেবনায় উৎকীর্ণ হ'য়ে

সংহতি-বিনায়নায়
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
যখন হ'তে বিন্যাস লাভ করবে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব পরাক্রমপ্রদীপ্ত হ'য়ে
শ্রদ্ধোষিত ঊর্জ্জী অনুনয়নায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে তখন থেকেই ;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার পরিবার,
সার্থক হবে তোমার সম্প্রদায়, সমাজ,
আর সেই সার্থকতা
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে
তোমার রাষ্ট্রে। ৫২০৫।

২৫।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

অবসন্ন যখন তুমি,
উদাত্ত আবেগে বল—
'আমার অন্তরস্থ যোগদীপনা !
রাগশৌর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠ,
ব্যস্ত মস্তিষ্ক আমার !
বিনায়িত হ'য়ে ওঠ,
ফুল্ল দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়ার্থ-পরিচর্য্যানিরত হ'য়ে ওঠ—
তীব্র ধীয়ের সঙ্গতিশীল
দক্ষকুশল তৎপরতা নিয়ে ;
জাগ্রত হও !
ওঠ !
বরেণ্যে নিবদ্ধ হ'য়ে চল—
উচ্ছল সক্রিয় উদাত্ত ভঙ্গীতে'—;
এমনতর স্বতঃ-অনুজ্ঞা-উদ্দীপনা
ভাবরঞ্জনার ওজদীপ্তিতে

তোমাকে প্রভান্বিত ক'রে তুলবে। ৫২০৬।
২৫।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি যে ভ্রান্তির জগতে বসবাস করছ,
তা'র নিয়ামকই হ'চ্ছে অজ্ঞতা,
এই অজ্ঞতা তোমার স্মৃতিকে
মুহ্যমান ক'রে রাখে—
অবধায়িনী সম্বেগকে অলস ক'রে ;
তাই, যাই কর না কেন,
বিশেষভাবে অবহিত হ'য়ে তা' করবে ;
ভূয়োদর্শন-প্রবণতাকে পরিত্যাগ ক'রো না,
সঙ্গতিশীল অভিধ্যায়িতায়
যা'-কিছুকে সুবীক্ষণী সন্ধিৎসার সহিত
বেশ ক'রে ধীইয়ে নিয়ে
সমঞ্জসা সন্নিবেশের সহিত
তা'কে বিন্যাস ক'রে
চেতন থেকো তা'তে—
সাবধান সন্দীপনায়
সাম্য-সমীক্ষু তৎপরতায় ;
আবার, এই করতে গিয়ে
অযথা ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে উঠো না,
পাগলাটে ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে
মানুষের ঠাট্টার পাত্র হওয়া ভাল নয় ;
তাই, ধীর ধী নিয়ে
সু-সমীক্ষায়
সতর্ক সন্দীপনী পরিবীক্ষণ-তৎপরতায়
ভূয়োদর্শনে
নিজেকে সক্রিয় রেখে চ'লো ;—
ভুল হবে কম,
ঠকবে কম,

হারাবেও অনেক কম,
স্মৃতি ও ভূয়োদর্শিতা তোমাকে
অনেক রকম প্রস্তুতিতে
চেতন রেখে দেবে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর চিরচেতন,
তিনি চিরজাগ্রত—
অবধান-তৎপর—
উৎক্রমণশীল স্মৃতি-চেতনার সার্থক আধার—
বোধি-সত্ত্ব ।৫২০৭।
২৫।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৩০

সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী অনুধায়নশীল অনুশীলনায়
যা'দের ঔপাদানিক বিন্যাস
যেমনভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে—
বংশানুক্রমে তপদীপনার ভিতর-দিয়ে
গুণ ও কর্ম্মের সুসঙ্গত শালিন্যে
বিনীত অনুবেদনায়
বৈশিষ্ট্যানুগ বিশেষ বিধায়নী বিধৃতিতে,—
তা'রা তদনুগ গুচ্ছে
সমাবেশ লাভ ক'রে থাকে,
কুলবৈশিষ্ট্য তেমনতরই হ'য়ে থাকে তা'দের,—
যতদিন পর্য্যন্ত
ব্যতিক্রম বিধ্বস্ত না ক'রে তোলে তা'কে ;
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী সম্বেগ,
বিধায়নী ধাতা,
অনুশীলনের উদাত্ত দীপনা,
কেন্দ্রায়ণী বৈশিষ্ট্যপালী ধৃতি-দ্যোতনা। ৫২০৮।
২৬।৫।১৯৫৩, বেলা ১১টা

আগে নিজে সংগঠিত হও—
সর্ব্বতোভাবে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
অনুশীলনী আত্মবিনায়না নিয়ে,
একানুধ্যায়ী অন্বিত সক্রিয় সার্থকতায়,—
তবে সংগঠন করতে যেও,
নয়তো, ঐ সংগঠন-কণ্ডূতি তোমার
অঘটন ঘটাতে
কমই কসুর করবে। ৫২০৯।
২৬।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫

ভাবই থাক্
আর ভালবাসাই থাক্,
তা' যদি কর্ম্মে না ফুটলো—
তবে তা' কুটিল কাপট্য ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৫২১০।
২৬।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৭টা

তুমি ভোগলুব্ধ প্রীতির উপাসক যতদিন
ততদিন সুখী হ'তে পারবে না কিছুতেই,
হৃদয় তোমার ভরপুর হ'য়ে উঠবে না,
ভালই বাস যদি কাউকে—
ভালবাসার সুখকেই যদি উপভোগ করতে চাও,—
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যায়
প্রিয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তা'র যা'-কিছু সত্তাসম্বর্দ্ধনী করণীয়কে
নিজের ব'লে গ্রহণ ক'রো—
প্রিয়-উপভোগ্য হ'য়ে,
সঙ্গতিপূর্ণ সুব্যবস্থ বিন্যাসে

সুবীক্ষণী সন্ধিৎসা নিয়ে
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে :
ঐ প্রিয়-পালন-পোষণ-পূরণী
অনুসেবন-তৎপর হ'য়ে
নিজেকে ভরপুর ক'রে রাখ,
তাঁকে নন্দিত ক'রে নন্দিত হ'য়ে ওঠ,
প্রীতি তোমার সার্থক হবে,
সুখী হবে তুমি
তোমার প্রিয়কে নিয়ে। ৫২১১।
২৬।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৯-৩০

মনে রেখো—
সত্তা-সম্পোষণার ক্ষুধাকে
প্রশমিত করতে হবে প্রথমে,
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির ক্ষুধাকে
সবসময় প্রধান ব'লে গণ্য ক'রো,
তারপর ভোগপ্রলুব্ধ প্রবৃত্তির দাবী,
তা'কে যা'তে যথাসম্ভব
অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণায় বিনায়িত ক'রে
তা'র আপূরণী ক'রে তুলতে পার,
তাই কিন্তু শ্রেয় ;
এই সত্তার ক্ষুধাকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রবৃত্তির দাবীকে যদি প্রশ্রয় দাও—
তাহ'লে তুমিও ঠকবে,
গণজীবনও ঠকায় আত্মবিলয় করতে বাধ্য হবে ;
প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জিত অহমিকা
যতই তা'র লেলিহান যুক্তিজাল নিয়ে
বিক্ষোভ সৃষ্টি করুক না কেন,
তা' যদি অস্তিবৃদ্ধির অপচয়ী হয়,
অনুপোষক না হয়,

তা'কে কখনই মুখ্য ক'রে তুলো না,
প্রশ্রয় দিও না,
সুসমীক্ষ বোধ ও বিবেচনা নিয়ে
অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণী বিনায়নায়
বৈধী-সঙ্গতির সার্থক সামঞ্জস্যে
যেখানে যেমন করতে হয়,
তাই-ই ক'রো,—
এই হ'চ্ছে আমার মুখ্য কথা ;
ঈশ্বর সাত্ত্বিক-অনুদীপনা,
সঙ্গতিশীল, অন্বিত, সমঞ্জস সমাহারের ভিতর-দিয়ে
তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠেন—
সত্তার জীবনদ্যুতিতে ;—
ঈশ্বর পরম দ্যোতনা। ৫২১২।
২৭।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-২০

যা'রা সুনিষ্ঠ প্রীতি-বিনায়িত নয়কো,
অবিমৃষ্য-প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
আত্মবীক্ষণ-বিহীন,
তা'রাই অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়,
ঈশ্বরকে দোষারোপ করে। ৫২১৩।
২৮।৫।১৯৫৩, সকাল ৭-৫৫

ঈশ্বর সবই করেন,
কিন্তু তা' তোমার
সুকেন্দ্রিক, রাগদীপনী সঙ্গতিশীল
অন্বয়ী নিষ্ঠার অনুচলনার ভিতর-দিয়ে,
আর, তা' যেখানে নাই,—
ঈশ্বর সেখানেও থেমে থাকেন না ;
তোমার চাহিদা যে-করার পথে চলৎশীল,

তোমার সাফল্যের অবদানও
তাঁ'র সেখানে তেমনতর,
আর, তিনিই তোমার অন্তরাত্মা। ৫২১৪।
২৮।৫।১৯৫৩, সকাল ৮টা

অন্যের অশোভন অত্যাচারে, অপবাদে
বা অপমানে
তুমি যদি এগিয়ে না যাও,
বিনায়িত না কর তা',
সমবায়ী সন্দীপনায় অন্তরাসী হ'য়ে
প্রতিবিধান বা নিরসন-তৎপর না হও তা'র,
আর, শুধু এই জাতীয় ভাল মানুষ সেজেই
যদি চলতে থাক,—
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার অন্তরের পরাক্রম-দীপনা
শোভন-তৎপরতায়
বিন্যাস লাভ না ক'রে
এমনতর প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করবে,
যা'র ফলে, তোমার প্রতি কেউ অন্তরাসী হ'য়ে
তোমার প্রতি অত্যাচার, অপমান বা অপবাদে
নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
এগিয়ে আসবে কমই ;
ভাল মানুষ হও—
ভাল ক'রে,
ভাল না ক'রে,
ভাল মানুষ সাজা ভাল নয় ;
আবার, ভাল না ক'রে
ভাল মানুষ হ'য়ে চলা মানে
মন্দ বা অসতের দম্বল হ'য়ে থাকা ;
যেমন চাও,

তেমনি কর,
পাবেও তেমনি। ৫২১৫।
২৯।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-৫০

সত্তার ধৃতিকে যা' পালন, পোষণ ও পূরণ করে—
তাই পূর্ত্তনীতি বা রাজনীতি। ৫২১৬।
২৯।৫।১৯৫৩, সকাল ৮-৩০

কোন কিছুকে শ্রেয়ানুগ,
সত্তাপোষণী,
শুভ-সন্দীপী ব'লে বুঝেও
তা'কে গ্রহণ ক'রতে পারছ না,
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠতে পারছ না,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি যেমনই হও,
তোমার সাহস-সম্বেগ দুর্ব্বল,
তুমি তোমার অহংকে
কোন প্রবৃত্তির গহন গহ্বরে
নিক্ষিপ্ত করেছ,
বিবদ্ধ ক'রে রেখেছ,
আর, পরামৃষ্ট হ'য়ে পড়েছ তাতেই ;
শ্রেয়ার্থ রাগ-সম্বেগ নিয়ে
তাকে যদি ছিটকে তুলে নিতে পার,
উত্থান-উন্মাদনায়
উদ্যম-উর্জ্জিত যদি হ'য়ে ওঠ,
শুভ-সুন্দর যা',
শ্রেয় যা',
জীবনের জ্বলন্ত আকৃতি নিয়ে
তা'কে যদি আঁকড়ে ধর,
তুমি উদ্ধার পাবে,

এগিয়েও যাবে,
নয়তো ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন ;
ভেবে দেখ—
নিজেই বুঝতে পারবে। ৫২১৭।
২৯।৫।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি
তাঁতে অচ্যুত শ্রেয়নিষ্ঠ
সৎ-সন্দীপী সদাচারপরায়ণ থেকেও,
যা'রা তা' নয়,
তা'দের প্রতি আপ্যায়না ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ থেকো,
তা'দিগকে ঘৃণা ক'রো না ;
তোমাতে তা'রা শ্রদ্ধাকৃষ্ট হ'য়ে
অন্তর্নিহিত অনুরাগদীপনায়
যতই বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
শ্রেয়নিষ্ঠ তৎপরতা নিয়ে,
সৎ-সন্দীপনী সদাচারে,—
তা'দের বিকৃতজীবনও ততই
সুকর্ম্ম-অনুদীপনায়
সুকৃতিতে সম্বুদ্ধ হ'য়ে
ভাবসঙ্গতি ও আচার-বিনায়নায়
বহুজীবনের দীপন-প্রেরণা হ'য়ে উঠতে পারে ;
তাই, নিজে শ্রেয়-অন্বিত জীবন নিয়ে চল,
আর, অসৎ-এর বিকৃত অভিশাপ-গ্রস্ত যা'রা
তা'রা যা'তে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে,
তাই কর—
আপ্যায়নী অনুবেদনা নিয়ে ;
কাউকে ঘৃণা ক'রো না,
ঘৃণা কর তাই—
যা' অসৎ,

নিরোধ কর তাই—
যা' অসৎ,
—কিন্তু ব্যক্তিকে নয়। ৫২১৮।
৩০।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৫

ধারণা-রঙিল হ'য়ে
ধৃতি-বঞ্চিত হ'য়ে উঠো না,
বরং ধারণাবিদ্ হও। ৫২১৯।
৩০।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

জান, কিন্তু তা'র বিহিত প্রয়োগ করতে
পার না,
বা খাটাতে পার না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
ঐ ধারণা ক্লীব বা অবাস্তব,
আর, তুমিও আচরণ বা অনুশীলন-তৎপর নও। ৫২২০।
৩০।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪০

ধৃতি যেখানে ধীকে জাগ্রত ক'রে
তুলতে পারেনি—
আর, ধী যেখানে প্রেরণা-প্রদীপ্ত নয়,
সে-ধৃতি ভাবালুতা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৫২২১।
৩০।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যারা পেয়েও প্রদীপ্ত হয় না,
যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'রা যোগ্যতার উপাসক নয়—
বরং পাওয়াই তা'দের আদর্শ,
পেতেই চায়,

ক'রতে চায় না। ৫২২২।
৩০।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪৮

যাদের হৃদয় প্রীতি-পূরিত নয়,—
তা'রা কাঙাল,
অন্তরে যা'রা কাঙাল,
অবদান-প্রদীপ্ত নয়,—
তা'রা যোগ্যতার অধিকারী হবে কি ক'রে ?
যোগ্যতাই জীবনের জলুস। ৫২২৩।
৩০।৫।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫৫

কাঙালই যদি হ'তে চাও,
নিজের অন্তঃকরণকে
ভোগ-প্রবৃত্তিশূন্য কর,
প্রীতি-আকূতি ভরে উঠুক,
ভাব-ভরণদৃপ্ত হ'য়ে ওঠ,
দ্যুতি-প্রেরণায় দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ কাঙালই জীয়ন্ত মানব। ৫২২৪।
৩০।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৭টা

জীবনকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল,
সাবুদ ক'রে তোল,
যমন-দীপনায় শায়েস্তা ক'রে তোল,
নিজের বিহিত প্রয়োজন যা'
তা'তেই তৃপ্ত থাকতে অভ্যস্ত হও ;
কিন্তু, যোগ্যতায় বিশাল হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনায় ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠ,
বোধদর্শিতায় সঙ্গতিশীল অন্বিত বিনায়ন-তৎপর হ'য়ে
বোধিদৃষ্টির দীর্ঘবীক্ষণে
নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোল,

আর, ঐ দর্শন নিয়ে
যেখানে যেমন ক'রে চলতে হয়,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তেমনি ক'রেই চল,—
জীবন হ'য়ে উঠুক আত্মারাম। ৫২২৫।
৩০।৫।১৯৫৩, রাত্রি ৭-২০

আগ্রহ বা অন্তরাবেগ যেখানে
কর্ম্মে মূর্ত্ত হ'য়ে
সলীল-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে,—
শক্তির অভিব্যক্তিও সেখানে। ৫২২৬।
৩১।৫।১৯৫৩, সকাল ৬-২০

যা'র সাথেই তোমার আলোচনা হো'ক না কেন,
যে-ভঙ্গীতেই
বা যে-স্বভাব বা ধাতুগত রকমের ভিতর-দিয়েই
তা'র স্বীয় ভাষা-বিন্যাস হো'ক না কেন—
তা মূর্খের মতনই হো'ক,
আর পণ্ডিতের মতনই হো'ক,
এক কথায়, সে তা'র নিজস্ব বোধভাবকে
তোমার কাছে যেমনতরই অভিব্যক্তি দিক না কেন,
তুমি তা' হ'তে
সন্ধিৎসু সমীক্ষায়
তোমার সাত্ত্বিক
বা অস্তিবৃদ্ধির অনুদীপনী অনুবেদনার
সঙ্গতিশীল ক'রে
কেমনতর কতখানি কী সংগ্রহ করতে পারছ,—
তাই দেখে বোঝা যায়,
তোমার অন্তঃকরণের বোধিমর্ম্মে
ঐ সাত্ত্বিক স্বাধ্যায়িতা

কেমনতর কতখানি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
বা, এই অধ্যবসায়ী অনুধায়িনী অধ্যয়না
সন্ধিৎসু বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে সংগ্রহশীল ক'রে তুলেছে কেমনতর—
বিরক্তি ও বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে ;
বিরক্তিহীন উৎকর্ণ অপেক্ষা
যেখানে না থাকে,—
বোধ-সন্ধিৎসা সেখানে শ্লথই ;
ঈশ্বর অনুধায়নার পরম কেন্দ্র,
অনুবেদনার পরম মর্ম্ম,
ধৃতির পরম ধী। ৫২২৭।
১।৬।১৯৫৩, সকাল ৭-২০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণে
অচ্যুত শ্রদ্ধোষিত এক-আদর্শপ্রাণতা,
তদনুচর্য্যী সক্রিয় তপানুশীলন,
প্রীতি-অবদান-উৎসারিণী
আগ্রহ-প্রদীপ্ত অবদানমুখর আকূতি,
ঐ আদর্শানুপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে
অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত
পারস্পরিক আত্মনিবন্ধন,
পরস্পরের পরস্পরের প্রতি অন্বয়ী স্বার্থদীপনা,
আভিজাত্য-অনুক্রমী গৌরবদীপ্ত
স্বতঃ-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ আত্মসম্ভ্রমী সন্দীপনা,
আদর্শ-অনুশ্রয়ী রাগদীপনী অনুচর্য্যা
যা' অভ্যস্ত অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
প্রথায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
আদর্শ, পিতৃপুরুষ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
সত্তাপোষণী যে-ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি হয়েছে,

সেগুলিকে সাত্ত্বিক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ ক'রে তোলা—
ইত্যাদির অন্বিত বিনায়নী নিবন্ধনায়
যে সমবেত সংহতি উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তা'দের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাও
ঐ সঙ্গতি-শালিন্যে
একই হ'য়ে উঠে থাকে,
যা'র ফলে, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত হিসাবে
সমবেত ইচ্ছার উৎক্রমণ হ'য়ে চলে ;
আর, জাতি তখনই
বিভিন্ন ব্যষ্টিধর্ম্মী থেকেও
সৎ-সন্দীপ্ত ঐ ইচ্ছার স্বতঃ-অনুবন্ধনায়
একটা শক্তিশালী ঐক্য ও ঐতিহ্যে
উপনীত হ'য়ে ওঠে ;
ঐ আদর্শানুনয়নী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
তা'রা অজেয় হ'য়ে ওঠে ;
সর্ব্বার্থ-সঙ্গতি যেখানে,
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের
বিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
একতন্ত্র যেখানে,—
ঈশ্বর সেখানে স্বতঃ-সন্দীপ্ত,
অংশু-বিভান্বিত,
খর-প্রদীপ্ত। ৫২২৮।
১৬।১৯৫৩, সকাল ৯-৫০

বীজের অন্তরে
উপাদান-বিন্যস্ত যে যে শক্তি
বিনায়িত হ'য়ে রয়েছে,
সেগুলিকে নিরন্তর একজাতীয়

রজপোষণার ভিতর-দিয়ে
রূপ ও গুণে স্ফুরিত করতে থাকলে
তা' ক্রমশঃ ঘনায়িত হ'য়ে
ভঙ্গ-প্রবণই হ'য়ে থাকে,
কিন্তু ঐ বীজের অনুপোষণী অনুলোমক্রমে
বিভিন্ন রজোবিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
তা'কে যদি পরিস্ফুরিত ক'রে তোলা হয়,
সেগুলি যেমনতর তেজাল হ'য়ে ওঠে,
সংস্থিতি-পরায়ণও হ'য়ে ওঠে তেমনি ;
আর, এই অন্বিত স্ফুরণা
যেমনতর তেজবীর্য্যশালী হ'য়ে ওঠে,
অসৎ-নিরোধ-তৎপর হ'য়ে ওঠে,
বিক্রম ও ধী-বিভাও তেমনি
প্রতিভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
আবার, তা'র আয়ুষ্কালও সংগঠিত হ'য়ে ওঠে তেমনি,
বৈধী রজ-সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
জাতকও পরাবর্ত্তিত হ'য়ে উঠতে থাকে,
তেমনি ক'রে ;
স্থির ও চরের বিশুদ্ধ মিলন-সঙ্গতি যেমন,
অভিব্যক্তিও হয় তেমনি—
শ্রদ্ধোষিত অনুধ্যায়িনী ধৃতি-ধারণে,
অধ্যবসায়ী অধ্যয়নায় ;
চরের আলিঙ্গন-আবেগ-সন্দীপ্ত
আগ্রহদীপনায় অভিনিবিষ্ট থেকে
স্থির স্থয়ী সম্বেগে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে থাকে,
ঐ স্থিরই চর-রথের স্থির-সম্বেগ—
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত বিশেষ অভিব্যক্তি ;
ঈশ্বরই সার্থক স্থির দীপনা,
ঈশ্বরই স্থির-সম্বেগ,

ঈশ্বরই চর-আলিঙ্গন-অনুস্যূত
জীবন-প্রভা। ৫২২৯।
১।৬।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

শুধুমাত্র আগ্রহমদির স্বীয় ভোগোষিত
রাগমত্ততা দেখেই
প্রীতিকে নির্দ্ধারিত ক'রে ব'সো না,
দেখবে—
শ্রদ্ধোষিত আনতিভঙ্গিম চলনের সাথে
স্বতঃ-প্রিয়স্বার্থী অনুচর্য্যাতপা তপ,
প্রীণন-পরিচর্য্যী অবদানমুখর সাত্ত্বিক সঙ্গতি,
স্বীয় দায়িত্বের আপদকে নিরোধ করবার
বা তৎসঞ্জাত অশুভকে
নিরোধ করবার
পরাক্রম-প্রবোধনা
ও কুশলকৌশলী ধী ও সাহস
—এইগুলি
প্রিয়-প্রতিষ্ঠ সমর্থন-সজাগ স্বাধ্যায়িতা নিয়ে
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুদীপনায়
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সার্থক নন্দনায়
অচ্যুত চলনে চলৎশীল যেখানে,—
সন্ধিৎসু বীক্ষণায় দেখো—
প্রীতি হয়তো সেখানে লুক্কায়িত আছে। ৫২৩০।
১।৬।১৯৫৩, বেলা ১১-১০

তুমি যদি উন্নতমনা, উন্নত জৈবী-সঙ্গতি-সম্পন্ন
না হও,
মহতের সহজ জীবনের ভিতর থেকে
তাঁর মহত্ত্বকে অনুভবই করতে পারবে না,
তাঁর ব্যক্তিত্বকে

ও জীবনের বিশেষ পদবিক্ষেপগুলিকে
অন্বিত সঙ্গতি-শালিন্যে
বিন্যাস-বিনায়নায়
মহৎ-দীপনায়
বিবৃতই করতে পারবে না ;
তোমার ভ্রান্তিবিভোর হীনম্মন্যতা
স্বার্থপর দোষ-সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে
ঐ মহৎকে একটা অকিঞ্চিৎকর মানব ব'লে
ধারণা ক'রে রাখবে ;
আর, ঠিক জেনো—
তোমার ঐ দোষদৃষ্টি-সম্পন্ন ধারণা
নিরয়ী বিভবের বিভূতি-স্বরূপ,—
জাহান্নম কূটপ্রণয়ী কটাক্ষের বিদ্রূপ ভঙ্গীতে
তোমাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে যাচ্ছে ;
ঈশ্বর পরম মহৎ,
শ্রদ্ধোষিত উন্নত হৃদয়-উৎসারিত যোগাবেগের
বিনায়নী উৎকীর্ণ আকর্ষণে
ঐ ঐশী-বিভূতি অন্তঃকরণে
বিভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বর পরম-বিভু। ৫২৩১।
২।৬।১৯৫৩, সকাল ৯-১০

তুমি নারী,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম ব'লে
যদি তোমার কেউ থাকেন,
তুমি যদি শ্রেয়নিবদ্ধ হ'য়ে থাক—
বৈধী বিনায়নায়,
বা কোন শ্রেয়ে বিবাহিত বা নিয়োজিত
হ'য়ে থাক,
তোমার প্রথম কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে—

ঐ শ্রেয়ে সুকেন্দ্রিক অন্তরাসী হ'য়ে
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্বার্থিনী ক'রে তোলা—
অচ্যুত আনতি-বিনোদনায়,
ঐ প্রিয়পরম-অনুগ অনুবর্ত্তনায়,
আর, নিজেকে অনুরাগ-উদ্যমী আবেগ নিয়ে
শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যায় নিরত ক'রে তোলা ;
ঐ শ্রেয়কে পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ করাই
তোমার জীবন-ধর্ম্ম ;

স্মরণ রেখো—
অশ্রেয়-অপকৃষ্ট-নিবন্ধন চিরদিনই পাপের,
তা' অসতেরই পূজা,
আর, অসৎ-পূজারিণী চিরদিনই অসতী—
পরিধ্বংস-প্রজনয়িত্রী ;

শ্রেয় যাঁকে আশ্রয় ক'রে
তোমার সত্তা-ধৃতিকে বজায় রেখেছ
বা রেখে চলেছ,
তাঁকে সর্ব্বসঙ্গতিতে
অন্বিত তৎপরতায়
সব দিক দিয়ে বজায় যদি না রাখ—
তোমার ঐ জীবন-দাঁড়াই ভঙ্গুর হ'য়ে উঠবে,
তুমি তদর্থে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না,
তোমার ব্যক্তিত্ব পরিশুদ্ধি লাভ করবে না—
তা' তুমি যত বড় বা ছোট
যেমনই হও না কেন ;

অন্যের অপবাদ ও অপ্রতিষ্ঠায়
যদি তিনি সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়েন,
তবে তোমার বাক্য ও ব্যবহারকে
এমনভাবে নিয়োজিত ক'রো—
যা'তে তা'র নিরসন হয় ;

তাঁর আপদে-বিপদে,

অপ্রতিষ্ঠায়, অপবাদে,
—তোমার ঐ অচ্যুত আবেগদীপ্ত যোগদীপনা
তোমার সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে—
তাঁর পক্ষে অসৎ যা',
তাঁকে ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলে যা',
দারুণ দ্যুতি-দ্যোতনায় তা'কে যদি
নিরোধ করতে না পারে,
কিংবা কোন প্ররোচনায়
যদি তুমি বশীভূত হও,
বা অভিভূত হও,
এবং ঐ বশীভূতি বা অভিভূতি যদি
তোমার বোধিকে বিক্ষুব্ধ ক'রে,
প্রলুব্ধ ক'রে
তোমার ঐ উদ্যমী শ্রেয়ানুরাগকে
চ্যুতি-অবশ ক'রে তোলে,—
তুমি নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখ—
তুমি তো বিশ্বস্তিহীন বটেই,
তা' ছাড়া, তোমার অন্তর্নিহিত
যে যোগ-আলিঙ্গনে
তাঁকে ধরেছিলে—
তা'ও কতখানি কপট ও ক্ষুদ্র,
তোমার জীবন-দাঁড়া কতখানি অন্তঃসারশূন্য ;
তাই, সব সময় নজর রেখো—
কখনই চ্যুতি-বিহ্বল না হ'য়ে ওঠ তুমি ;
যে যেমনই হো'ক
বা যেখানে যাই পাও না কেন,
কিছুতেই লুব্ধ হ'য়ে উঠো না ;
যে-লোভানি ঐ শ্রেয়কে
আপূরিত না করে,
আপোষিত না করে,

আপরিপালিত না করে,
আবার, তোমার ঐ শ্রেয়ের পক্ষে
অসৎ যা',
বিপাক যা',
তুমি পরাক্রম-দীপ্ত বজ্রাবেগে
তা'কে নিরোধ করতে বদ্ধপরিকর থেকো—
সাহসদৃপ্ত হ'য়ে ;

তোমার হৃদয় যেন
বিস্ফারিত বিনোদনায়
সোহাগ-আলিঙ্গনে
সব সময় প্রবুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও বিনোদিত
ক'রে তোলে তাঁকে,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে তাঁকে—
ভরসার বাস্তব ভরণ-দীপনায়,
পূরণ-উৎসবে ;
তোমার নারীত্ব ঐ দীপনায়
যতই দীপ্ত হ'য়ে উঠবে,—
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি ততই—
একটা হৃদ্য সন্দীপ্ত পরাক্রমায়
তাঁ'র ব্যক্তিত্বকে উল্লসিত রেখে,
তোমারই অন্তর
তোমার বিধানের প্রত্যেকটি অণুকে
'জয় জগদীশ্বর' ব'লে
পরিস্ফুরিত ক'রে তুলবে,
আত্মপ্রসাদ প্লাবন-অনুকম্পায়
তোমার আবেগময়ী সেবানুকম্পী
শ্রেয়ার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে সার্থক ক'রে
বোধি-প্রাঞ্জলতায়
ফুল্ল ক'রে তুলবে তোমাকে ;
আর সঙ্গে সঙ্গে, তোমার বাক্য, ব্যবহার,

চালচলন, অনুকম্পী অনুচর্য্যা
যেন হৃদ্যতামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
স্মিত-নন্দিত আপ্যায়নায়,
তোমার সান্নিধ্য সবাইকে যেন
ফুল্ল-স্ফীত ক'রে তোলে—
ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
ঐ শ্রেয়-আপূরণী অনুবেদনায়
আপূরণ-তৎপর ক'রে
সঙ্গতি-শালিন্যে,
সবাইকে যেন তা'
সদাচারপরায়ণ ক'রে তোলে,
সন্দীপনাময়ী ক'রে তোলে ;
তোমার-প্রতি বিরুদ্ধ কটাক্ষ, বাক্য ও ব্যবহার
তোমার অন্তরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে,
তা'ও যেন হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
অন্যকেও যেন তা' পরিতৃপ্ত ও পরিদৃপ্ত ক'রে তোলে ;
ঐ শ্রেয়-পরিচর্য্যা গবেষণী সন্ধিৎসায়
সব সময় যেন
তোমার বোধিচক্ষুকে
চেতন বীক্ষণায় তৎপর ক'রে রাখে—
একটা বাস্তব বিনায়নী সঙ্গতি নিয়ে ;
প্রণম্য গুরুজনদিগকে
নিত্য নিষ্ঠার সহিত প্রণাম ক'রো ;
কথাবার্ত্তা যেখানেই যেমন ক'রে বল না কেন,
তা' যেন সব কালে, সব সময়
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ, শ্রেয়-পোষণী
ও শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
ঘরের কথা বাইরে ব'লো না,
যা' বলবার নয়, তা' ব'লো না,
যা' বলা হিতকর উচিত,

সেখানে চুপ ক'রে থেকো না ;
যেখানে অপরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে
বা কেউ এককভাবে ব'সে চিন্তা করছে,
জিজ্ঞাসা না ক'রে
বা আদিষ্ট না হ'য়ে
সেখানে যেও না,
কিন্তু ঐ অবস্থায়
কেউ যদি বিপন্ন হয়, —
তা'র উদ্ধারে
অনাহূতভাবেও এগিয়ে যেও ;
যা' ছাড়াই শ্রেয়,
না ছাড়লে তোমার কেন্দ্রিকতা
বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠতে পারে,—
তা' তখনই ছেড়ে দিও,
আর যা' ধরাই শ্রেয়,
যা' ধ'রে থাকলে
তোমার কেন্দ্রিকতা সুপুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তা'কে ছেড়ো না কখনও,
আর, এসমস্ত সিদ্ধান্ত করতে
ঐ শ্রেয়ার্থকে বিবেচনা ক'রেই
যা' করবার তা' ক'রো ;
দোষদৃষ্টিকে
বিশেষতঃ ধারণাপ্রসূত
দোষদৃষ্টি যা'
তা'কে বিদায় দাও—
কুৎসিত-চরিত্র সন্তানের
অকিঞ্চিৎকর গুণকেও বড় ক'রে ধ'রে
তা'র জননী যেমন
তা'র দোষকে এড়িয়ে থাকতে চায়—
নানারকম যুক্তির অবতারণা ক'রে,

— তেমনতর রকমে ;

দূষ্য যদি কিছু থাকেও,

হৃদ্য নিভৃত নিয়ন্ত্রণে

তা'কে পরিশুদ্ধ ক'রে তুলো' ;

এমনতর বেফাঁস চলন কখনও যেন না হয়—

যা'তে তোমার শ্রেয়

অশ্রেয়-সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠেন ;

মনে রেখো—

তিনি তোমার কেন্দ্র,

তিনি তোমার তপস্যা,

তিনি তোমার ধৰ্ম্ম,

তিনি তোমার কৰ্ম্মানুপ্রেরণা —

নিষ্পন্নতার নিষ্যন্দী অনুদীপনা ;

অন্তরে গেঁথে নিও—

তিনি তোমার সত্তার ধৃতি,

তিনি তোমার সত্তা,

অর্থাৎ স্বামী,

তাঁ'র যা'তে হিত হয়—

তাই তোমার সত্য,

তাই তোমার ধৰ্ম্ম,

তাই তোমার কৃষ্টি ;

তাঁ'র পরিবার, পরিজন,

তাঁ'র পরিবেশ-পরিস্থিতি

তোমার নিজেরই,

আর তোমার নিজের হ'লে,

তদর্থে—তদ্‌হিতে

যেখানে যা'কে যেমন করণীয়,

তেমনি ক'রে চলতে

একটুও ত্রুটি ক'রো না—

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,

নতুবা ঐ সেবা তোমাকে
মলিন বা বিকৃতও ক'রে তুলতে পারে ;
বিহিত অবস্থা-ব্যতিরেকে
কাউকে কোনপ্রকার অনুচর্য্যা করতে গেলে,
তুমি তা' করবে কিনা
বিনয়-সৌজন্যে জিজ্ঞাসা ক'রো,
যদি তাঁ'র পছন্দ হয়,
তবে তা' ক'রো,
নচেৎ ক'রো না ;
তাঁ'র পরিচর্য্যার যদি কেউ না থাকে
তা' তোমারই করণীয়,
যদি বহু থাকে,
ব্যবস্থ-বিনায়নায়
পালন-পোষণী সুবিধায়
তাদিগকে বিনায়িত ক'রে তুলো ;
তোমার মতন যদি বহু থাকে তাঁ'র—
বাক্য, ব্যবহার ও অনচর্য্যী নিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থ ক'রে
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
তা' করা তোমারই কর্ত্তব্য—
যদিও প্রত্যেকেরই তাই;
তোমার মতন প্রত্যেকেই যা'তে
ঐ সঞ্জীবনী ব্যবস্থ বিন্যাসে
সঙ্গত সমবেত সদিচ্ছার সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে
ঐ এক শ্রেয়তে
বিন্যস্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের সম্পদ হ'য়ে ওঠে —
দক্ষকুশল তৎপরতায়,
তাইই করণীয় ;
এ না-করা মানেই

তোমার ঐ কেন্দ্রপুরুষকে বা ঐ শ্রেয়কে
উৎপাত-ধুক্ষিত ক'রে রাখা,
যা'র ফলে, যে উৎপাতে,
তুমিও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতে পার,
ছিন্ন ও দীর্ণ হ'য়ে
অপঘাতশায়ী জীবন ধারণ ক'রে চলতে
বাধ্য হ'তে পার ;

তোমার কাম,
তোমার ক্রোধ,
তোমার লোভ,
মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
সবই যেন তাঁ'র পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে থাকে ;
তাঁ'র প্রীতিই যেন
তোমাকে প্রীতি-প্রসন্ন ক'রে তোলে,
তাঁ'র সোহাগ
উদাত্ত নিবেদনায়
তোমাকে যেন সোহাগমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
তাঁর আদর তোমার ভিতরে
সুন্দর সংস্থিতি লাভ ক'রে
তোমার জীবনের প্রত্যেকটি ছন্দকে যেন
আদরমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
তাঁর ভৎ'সনা, তাঁর আঘাত,
মান, অভিমান, ক্রোধ
তোমাকে যেন বিরক্ত বা আক্রুদ্ধ না করে,
ঐ প্রতিক্রিয়া যেন তোমাতে বিনায়িত হ'য়ে
তোমার ঐ শ্রেয়কেই
স্বস্তিনন্দিত ক'রে তোলে—
বিনীত প্রস্বস্তিতে ;
তাঁর অনাদরেই হো'ক,
শাসনেই হো'ক,

অবাঞ্ছিত ব্যবহারেই হো'ক,
বা তোমার প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতার দরুণই হো'ক,
বা যে-কোন কারণেই হো'ক,
তাঁর প্রতি এমনতর
বাক্য প্রয়োগ ক'রো না
বা ব্যবহার ক'রো না,
বা এমনতরভাবে তাঁর
প্রীতি-প্রত্যাশাকে
ব্যাহত ক'রে তুলো না,
যা'র ফলে
তিনি হৃদয়ে সংকুচিত হ'য়ে
মরণ-অভিনিবেশী হ'য়ে ওঠেন,
তাঁর স্নায়ুতন্ত্রী, মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড
দারুণ সংঘাতে
বিকৃত, বিপর্য্যস্ত ও বিকল হ'য়ে ওঠে ;
তোমার সর্ব্বাঙ্গ যেন
তাঁর স্বস্তির উদ্‌গাতা হ'য়ে ওঠে—
ক্ষেমভিক্ষু সোহাগ-নন্দনায়,
আরতি-অনুচর্য্যায় ;
যেখানে তুমি এগিয়ে গেলে
তাঁ'র হিত হয়,
তিনি নন্দিত হ'য়ে ওঠেন,
প্রসন্ন হন,—
সেখানে তুমিই এগিয়ে যেও,
কিন্তু যেখানে বুঝবে—
তোমার এগোনো
তাঁর স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা ও প্রতিষ্ঠার নয়কো
সেখানে তোমার না এগোনোই ভাল ;
তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর খাদ্য,
তোমার নিরালা বীক্ষণায়

এমনতরভাবেই যেন পরিশুদ্ধ
ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে—
যা'তে তা' তাঁর তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রাণনদীপনাকে
পরিস্ফুরিত ক'রে
জীবন-সম্বেগী ক'রে তোলে,
আর, তাই যেন তোমার
ভক্ষ্য-প্রসাদ হয় ;

তুমি তাঁর প্রতি
আড়ষ্ট বা ক্ষুব্ধ থেকো না,
তোমার ঐ আড়ষ্টভাব
বা ক্ষুব্ধতা
তাঁকেও তোমার প্রতি
অমন ক'রে তুলতে পারে ;
তোমার অভিসার, তোমার দৃষ্টি
তোমার কথন-অনুচর্য্যা যেন
তাঁর দৃষ্টিকে,
তাঁর আলিঙ্গন-দীপনাকে
স্নেহল রাগ-প্রসন্ন ক'রে তোলে ;
তোমার উপস্থিতি
তাঁকে যেন কোনক্রমে সঙ্কুচিত না করে—
বরং সন্দীপ্তই ক'রে চলে ;
যে যাই বলুক না কেন,
যা' তোমার জীবনকে ধর্ষিত ক'রে তোলে,—
অযাচিতভাবে তা'র উত্তর দিতে
সব সময় এগিয়ে যেও না,
যদি কেউ কৈফিয়ৎ চায়,
বোধিদৃষ্টিকে প্রখর রেখে
প্রসন্নতাব্যঞ্জক সদুত্তর দিও,—
যে-উত্তর মিলনকেই আবাহন করে,
বিরোধকে নয় ;

যদি কোথাও কোনখানে
রন্ধন-পরিবেষণাদির ভার পড়ে
বা বুঝে-সুঝে ভার নিতে হয়,
তা' যেন নির্ম্মল, সাত্ত্বিক, স্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ,
হজমী ও প্রত্যক্ষ পুষ্টিকারক হয়,
ঐ রন্ধনক্রিয়ার ভিতর-দিয়েও যেন
তোমার স্নেহল শ্রদ্ধা সঞ্চালিত হয় ;
গৃহসজ্জা, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন,
গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, ব্যবহার্য্য যা'-কিছু
যেন এমনতর সুব্যবস্থ, সুবিন্যস্ত
ও সুদৃশ্য হয়—
যা'তে কেউ তোমার গৃহে প্রবেশ ক'রে
একটা তৃপ্তির ছোঁয়া না নিয়েই পারে না ;
তোমার সহজ দেহসজ্জাকে এমনতর
পূতসত্ত্ব-সন্দীপী, বিমল ও পবিত্র ক'রে তোল,
যা'তে তা' দর্শনে, গন্ধে, শ্রী-শালিন্যে
সবারই অন্তর্নিহিত তর্পণাকে
তর্পিত ক'রে তোলে ;
তোমার খেলাধুলা, হাস্য-কৌতুকও যেন
লোকপ্রীতিবুদ্ধ, সভ্য, ভব্য
ও সৌজন্যপূর্ণ হ'য়ে চলে,
স্বাভাবিক চলনা ও চরিত্রভঙ্গী
সম্ভ্রম-সন্দীপী, স্মিত-গম্ভীর, শ্রদ্ধাবিনীত
উদাত্ত দ্যুতি-সম্পন্ন হয়,
যা'তে লোকে তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে
ধন্য হ'য়ে ওঠে—
একটা তৃপ্তি-লাস্য-অভিদীপনায় ;
তুমি রমণীয় হও,
কমনীয় হও,
শ্রদ্ধ্য-স্নেহল হ'য়ে

ফুল্ল ও ফুটন্ত হ'য়ে থাক,
তোমার সত্তাই যেন তাঁকে
দ্যোতন-দীপ্ত ক'রে তোলে ;
তুমি তাঁর কাছে প্রত্যাশা ক'রো—
তাঁর জীবন,
তাঁর পুষ্টি, আয়ু, শক্তি ও স্বস্তি-সন্দীপনা,
আর, তুমি এমনতর প্রবণতা নিয়ে বসবাস ক'রো—
যা'তে তাঁর প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
চাইবার পূর্ব্বেই
সরবরাহ করতে পার,
তোমার উৎসারিত প্রীতি-অবদান
তাঁকে যেন আপ্লুত
স্বর্গীয় জীবনদীপ্ত ক'রে তোলে ;
আর, তোমার জীবনচলনা যেন তাঁকে
স্বতঃই উপচয়ী ক'রে তোলে—
তোমার বোধিবীক্ষণী ব্যবস্থ্য
কর্ম্মকুশল অর্চ্চনায় ;
মনে রেখো—
তুমি তোমার স্বামীর
গলগ্রহ নও,
তুমি তাঁর ধারয়িতা, পালয়িতা,
তাই তাঁর অধীন,
তাই তাঁর আধার ;
কাউকে কিছু দিয়ে বা ক'রে
তা'কে খোঁটা দিতে না হয়—
এমন চলনে চ'লো,
এমনতর অভিব্যক্তি দিতে যেও না,
যা'তে তোমার ঐ করার কথাটা
প্রচার হ'য়ে পড়ে—
যেখানে বলাটাই প্রয়োজন

তেমনতর জায়গায় ছাড়া,
তা'ও, যেখানে যেমন ক'রে বললে
তা' শ্রুভপ্রসূ হ'য়ে ওঠে,
তেমনি ক'রেই ব'লো ;
কারও কোন দ্রব্য
তা'র অজ্ঞাতসারে নিও না,
আর যদি চাও,
সে-চাহিদায় যদি সে সুখী না হয়
বা তৃপ্তি-সহকারে না দেয়,
তা'র জন্য পীড়াপীড়ি ক'রো না ;
অজ্ঞাতসারে নেওয়া
বা কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে
তা'কে পীড়াপীড়ি করা
মানুষের হৃদয়ে তোমাকে
সংকুচিত ক'রে তুলবে ;
তাই, প্রসন্ন চিত্তের অবদান যা',—
তাইই গ্রহণ ক'রো,
আবার পেয়ে
কৃতার্থ-নন্দনার অভিব্যক্তিতে
ধন্যবাদপূত ক'রে তা' প্রকাশ ক'রো,
এবং ঐ অবদানের কৃতজ্ঞতা
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তা' জানাতে ত্রুটি ক'রো না ;
মৈত্রী-কুশল হও—
বিরুদ্ধ পরস্পরের কাছে
পরস্পরের বিহিত সুখ্যাতির ভিতর-দিয়ে
পরস্পরের বৈরিতার অপনোদন ক'রে ;
শ্রেয়-বিরোধী যে বা যা'
তা'কে সতর্ক সন্ধিৎসায়
নিরোধ ক'রে চল,

অপনোদন ক'রে চল,
এই নিরোধ ও অপনোদন
যতই হৃদ্য হয়,
তাইই ভাল ;
নিন্দা-চর্চ্চার অনুচর্য্যায়
ভেদ সৃষ্টি করতে যেও না,
যতই এই নিন্দা-চর্চ্চা-প্রবল হ'য়ে উঠবে,—
ততই মানুষের অতৃপ্তিকর হ'য়ে উঠবে,
তোমাকে কেউ দেখতে পারবে না,
তাই যত্নসহকারে
মৈত্রী-কৌশল-অভ্যস্ত হও ;
তোমার অধিবিন্না যিনি বা যাঁরা
অর্থাৎ যাঁর বা যাঁদের
আধিপত্যে তুমি এসেছ,
পরম প্রণয়ী অনুচর্য্যায়
ও সৌজন্যপূর্ণ বাক্য ও আচরণে
তাঁদের অন্তরে
যা'তে তুমি গৌরবময়ী হ'য়ে থাকতে পার—
সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো ;
কারও দুঃখের কারণ হ'য়ো না,
দুঃখের কারণ থাকলেও
তা' অপনোদিত ক'রে
প্রীতি-প্রণোদনার পাত্রী হ'য়ে চ'লো ;
এমনি ক'রেই সংসারে
আদর্শস্থানীয়া হ'য়ে ওঠ—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
তোমার আধিপত্য স্বতঃ হ'য়ে উঠুক,
পরিবারে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ তুমি ;
এই আত্মবিনায়নী সুশীল শালিন্য-সঙ্গতি
শুভ-জৈবী-সঙ্গতিসম্পন্ন

এমনতর জাতকের সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করবে,—
যা'র ফলে, উত্তরকালে
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র
সৌভাগ্যসন্দীপী দেদীপ্যমান
জীবনকেন্দ্র হ'য়ে উঠবে ;
আর, সব যা'-কিছু তোমার
ঐ প্রিয়পরমে অন্বিত হ'য়ে
উৎসর্গ-আনত অভিবাদনে
তৎ-চলন প্রদীপনায়
তাঁরই অর্ঘ্য হ'য়ে ফুটে উঠুক ;
এ কথা শুধু নারীর বেলায়ই নয়,
পুরুষের বেলায়ও এটা খাটে,
তাই এটা সবারই করণীয় ;
তুমি নারি !
নেত্রী হ'য়ে ওঠ,
ধর্ম্মের প্রদীপ্ত প্রেরণা হ'য়ে ওঠ,
কৃষ্টির কর্ষণ-সম্বেগ হ'য়ে ওঠ,
আর, সব যা'-কিছু
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই সৃষ্টির দীপালী অনুবেদনা,
ঈশ্বরই বোধিচক্ষু,
ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব—
শ্রদ্ধাপূত পুণ্যাহ। ৫২৩২।
৬।৬।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

ভ্রান্ত দুর্ব্বল-বিবেকীকেও
উপযুক্ততা-অনুপাতিক
বরং সহ্য ক'রো,
কিন্তু অহিতপ্রয়াসী অবিশ্বস্ততাকে

সহ্য ক'রো না,
কর যদি—
শাস্তি কিন্তু অবহেলা করবে না তোমাকে। ৫২৩৩।
৬।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৩০

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি তোমার,
তাঁ'র প্রতি যতই তুমি
মিথ্যাচারপরায়ণ, স্বার্থপ্রত্যাশা-প্রলুব্ধ হ'য়ে চলবে,
তোমার দৈনন্দিন জীবনও
বিনায়ন-ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
বিক্ষুব্ধ-ব্যতিব্যস্ত, স্বার্থপ্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে
চলতে থাকবে ততই। ৫২৩৪।
৬।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৪৫

তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য
যাই থাক্ না কেন,
সেগুলিকে যদি অচ্যুত
উজ্জী ইষ্টার্থপরায়ণ উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
লোকহিতায় ব্যবহার করতে পার—
শুভ-বিনায়নী তৎপরতায়
বৈধী বিনিয়োগে,—
তুমি বীর্য্যবান সেখানেই ;
তখন সেগুলি আর
তোমার সত্তাপোষণাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে না,
রিপু হবে না তা'রা,
বরং স্বাধ্যায়ী সঙ্গতিশীল অন্বয়ী উদ্দীপনায়
সুব্যবস্থ নিয়োজনে
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট অনুশাসনী সম্বর্দ্ধনায়

ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে ;
তাই, রিপু-পরবশ না হ'য়ে
রিপুবশী হ'য়ে ওঠ,
সেগুলিকে অন্যায্য বিনিয়োগ না ক'রে
ন্যায্য বিনিয়োগে
লোকহিতী সন্দীপনায়
স্বস্তি-প্রসূ ক'রে তোল ;
ঈশ্বরই সাত্ত্বিক-সন্দীপনা,
ঈশ্বরই বিনায়িত বর্দ্ধনার
অন্বিত বোধি,
ঈশ্বরই কুশল তৎপরতার
দক্ষ অনুপ্রেরণা। ৫২৩৫।
৭।৬।১৯৫৩, সকাল ৮টা

কোন শ্রেয়-পুরুষে তদনুপোষণী চরিত্র নিয়ে
যদি তোমার সত্তাকে নিবদ্ধ ক'রে থাক,
তাঁকে যদি স্বামী ব'লেই বরণ ক'রে থাক,—
তোমার যোগাবেগ-সন্দীপ্ত আকূতি
সেখানে যেন তদনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে,
তদর্থী আত্মনিয়মনে
তৎ-স্বার্থে নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে তোল—
বিহিত ব্যবস্থ অনুচর্য্যাতপা হ'য়ে ;
ভোগ-লিপ্সার ইন্ধন-স্বরূপ
বা উপভোগ-প্রত্যাশার ক্রীড়নক ক'রে
তাঁকে যতই ব্যবহার করতে যাবে,
ঠকবে তুমি ততই ;
যত পার, সব রকমে তাঁকে দাও,
তুমি নিজেকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল তাঁতে,
উৎসর্গ করা মানেই হ'চ্ছে
নিজেকে উন্নত-বিনায়নায়

মহত্তরে বিসৃষ্ট ক'রে তোলা ;
তোমার স্বামীর জীবনবর্দ্ধনার অন্তরায়ী যা'
তাই তোমার পক্ষে অসৎ ;
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম যেখানে,
প্রীতিরাগদীপনাও ঝাঁঝাল তেমনি সেখানে ;
তাঁ'র অপ্রতিষ্ঠা, অপবাদ, অপচয়,
অসম্ভ্রম বা বিকারমুষ্টতাকে
হৃদ্য বিনাশনে বিনায়িত ক'রে
নিরোধ ক'রে,
জীবন-বর্দ্ধনার বজ্রশিখার মতন
প্রীতি-উচ্ছল পরাক্রম নিয়ে
তাঁর সম্মুখে দাঁড়াও,
'অভীঃ'-উচ্ছল উদ্দীপনায়
আশ্বস্ত কর তাঁকে,
স্বস্তি-উচ্ছল ক'রে তোল তাঁকে,
সন্দীপ্ত ক'রে তোল তাঁকে,
সক্রিয় ক'রে তোল তাঁকে,
উপচয়ী নিষ্পন্নতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোল তাঁকে,
আর, তাই তোমার ধর্ম্ম',
নারীত্বের দ্যোতন মূর্ত্তি সেখানে ;
আর, ঐ নারী হ'চ্ছে—
মহৎ প্রসূতি,
উজ্জয়িনী অপার মাধুর্য্য,
সতীত্বের কম্বু-নির্ঘোষী জয়ধ্বনি,
ধারণ-পালনী আধিপত্যের সাধ্বী সঙ্গভী,
বিরাটের স্বরাট্ মূর্ত্তি ;
তুমি নারী,
ওঠো, জাগো,
বরেণ্যের অনুসরণ কর,
তাঁদের বাণী শ্রবণ কর,

সেই বাণী তোমার চলন-প্রদীপ হ'য়ে উঠুক,—
প্রজ্ঞায় নিবন্ধ হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বরই পরম প্রাজ্ঞ,
ঈশ্বরই শিব-সুন্দর,
ঈশ্বরই সত্য-স্বরূপ,
ঈশ্বরই জগৎপাতা,
তিনিই জগৎপতি। ৫২৩৬।
৭।৬।১৯৫৩, সকাল ৮-৪৫

যা'রা স্বল্প লোভেই
মহৎ-সংশ্রয়কে ত্যাগ করে,
তা'দের ঐ লোভলুব্ধতা
তা'দিগকে মহৎ লাভ হ'তে
বঞ্চিতই ক'রে থাকে ;
মহৎ-সংশ্রয়ী অনুসেবন,
মহৎ-অনুদীপনী অনুপ্রেরণা
তা'দের ব্যক্তিত্বকে সম্বেগশালী ক'রে তোলে না,
যা'র ফলে, ঐশ্বর্য্য
যা' স্বতঃ-সন্দীপনায়
তা'দিগকে সেবা ক'রে চলত,
ক্ষোভ-খিন্ন দুর্ব্বলতায়
তা'রা তা' হ'তে বঞ্চিতই হ'য়ে থাকে,
তাই, ঐ লোভ-অভিশাপই
তা'দের পাপ-পরামৃষ্ট ক'রে থাকে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব পাতিত্যেরই আবাসস্থল,
সংকীর্ণতাই তা'দের সম্পদ। ৫২৩৭।
৭।৬।১৯৫৩, সকাল ১০-১০

প্রত্যেকটি বর্ণ-বৈশিষ্ট্য-পোষণের
ব্যবস্থা এমন ক'রে করা ভাল,

যা'তে বর্ণান্তর্গত বর্গ-সহ
তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বিনায়িত হ'য়ে
বর্দ্ধনায় বিস্ফুরিত হ'য়ে চলে ;
তাছাড়া, তদ্‌বৈশিষ্ট্যানুগ বৈকল্পিক
ব্যষ্টি-অনুগ কৃষ্টির অনুশীলনী যোগ্যতা
আহরণ করা কর্ত্তব্য ;
আর, যেগুলি ঐ মূল বৈশিষ্ট্যকে
পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
তা'র এমনতর উন্নয়ন করা উচিত
যা'তে তা' আপৎকালে
অমরদ্যুতি বিকাশ ক'রে
ব্যষ্টি, পরিবার, জাতি ও রাষ্ট্রের
আপদকে নিরোধ ক'রে
উদ্যম-উদ্বর্দ্ধনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
তাই, ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যানুগ উপকৃষ্টিকে
অবহেলা ক'রো না,
মনে রেখো—
এই উপকৃষ্টি জীবিকা-অর্জ্জনী নয়কো,
অসৎ-নিরোধী,—জীবনবর্দ্ধনী ;
ঈশ্বর বর্দ্ধনার 'মাভৈঃ'-আহ্বান,
আর, ঐ আহ্বানই
তোমার জীবনের উত্তরসাধক। ৫২৩৮।
৭।৬।১৯৫৩, বিকাল ৫-৪০

যা'রা, অর্থাৎ যে মেয়েরা
গর্ব্বপুষ্ট দৈন্য-ধুক্ষায় বলে থাকে—
'আমার জীবনে একপুরুষ ছাড়া
আর কেউ নেই',
অথচ তদনুপাতিক মমতাদীপ্ত

আত্মনিয়ন্ত্রণী চালচলন বা আচরণ নেইকো—
যে-আচরণ পুরুষ-সঙ্গতিকে
স্বতঃ-অনুবেদনায় অভিব্যক্ত ক'রে তোলে,—
সেখানে সন্দেহ করতে পার—
বহুপুরুষ-অনুরক্ত ভোগলিপ্সু দ্বিচারণা,—
অন্তরেই হো'ক আর বাহিরেই হো'ক,
তা' আছেই ;
যেখানে ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণী চালচলন আছে,
সেখানে, সে ভাব, বাক্য ও কর্ম্মের
সুসঙ্গত শালিন্যে
বিহিত পন্থায় স্বামী-স্বার্থী না হ'য়েই পারে না,
সুকেন্দ্রিকতা, কেন্দ্রানুপূরণী ভাব, বাক্য
ও ব্যবহার-সম্বুদ্ধ কর্ম্মানুপ্রেরণা
তা'র থাকবেই কি থাকবে ;
প্রীতি যেখানে কপট,
সেখানে তা' থাকে না ;
যেখানে অনুবন্ধ স্বাভাবিক,
বন্ধুত্বও সেখানে প্রদীপ্ত,
বন্ধুত্ব প্রিয়-বিরহ সহ্যই করতে পারে না,
প্রিয়ানুগতি তা'র সহজ ও সুখের হ'য়ে ওঠে,
বন্ধু বা বান্ধবতার প্রকৃতিই এই ;
সৌহার্দ্দ্য যেখানে থাকে,
একমত বা অনুমত সেখানে থেকেই থাকে,
অনুচর্য্যা ও কর্ম্ম-সন্দীপনাও
তেমনি হ'য়ে থাকে,
ঐ মত ও ক্রিয়ার ঐক্য যেখানে,
অনুপ্রাণন-প্রবোধনা-প্রবুদ্ধ যা'রা পরস্পরে—
একে অন্যের প্রতি,—
মৈত্রী সেখানে ব্যক্তমূর্ত্তিতে বসবাস করে ;
সখ্য যেখানে সরল,

সমপ্রাণতাও সেখানে সবল,
তাই, ভাব, বাক্য ও কর্ম্মের
সঙ্গীত যেখানে যেমনতর,
ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশও
সেখানে তেমনি,
যেখানে তা'র অসঙ্গতি যেমন,
বিকৃতিও সেখানে তেমনতর ;
ঈশ্বর কৃতিত্বের প্রেরণ-দ্যুতি—
ভাব, বাক্য ও কর্ম্মের সুসঙ্গত শীলধর্ম্মী
বাস্তব অভিব্যক্তির প্রাণন-সম্বেগ,
ঈশ্বরই প্রাণন-দীপনা। ৫২৩৯।
৭।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৮-২৫

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি,
তাঁ'র অনাদরেই হো'ক,
ভর্ৎসনাতেই হো'ক,
বা তাঁ'র শাসনেই হো'ক,
বা তোমার প্রত্যাশাপীড়িত হীনম্মন্যতার
দরুণই হো'ক
বা যে-কোন কারণেই হো'ক,
তাঁ'র প্রতি এমনতর বাক্য প্রয়োগ ক'রো না
বা ব্যবহার ক'রো না,
বা এমনতরভাবে তাঁ'র প্রীতি-প্রত্যাশাকে
ব্যাহত ক'রে তুলো না,
যা'র ফলে তিনি
হৃদয়ে সঙ্কুচিত হন,
সংঘাত পান ;
—এই সংঘাত কিন্তু
তাঁর স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে ঘাত-সংক্ষুব্ধ ক'রে

বিধানকে বিকারগ্রস্ত ক'রে তুলতে পারে ;
এমন কি এই সংঘাত
তাঁর মস্তিষ্কে ঘাত-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে
বিপর্য্যয়ী ক'রে তুলতে পারে,
এমন-কি, ঐ বেদনা মস্তিষ্কে লুক্কায়িত থেকে
তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতিও রোধ ক'রে তুলতে পারে ;
তাই, নিজেকে প্রণয়-বিনয়ে
এমনতর ক'রে তোল,
যেন তিনি তোমার জীবনের দাঁড়া হ'য়ে ওঠেন,
আর, ঐ জাতীয় সংঘাত
ভুলক্রমেও যেন তাঁ'র প্রতি প্রয়োগ না কর,—
যে-সংঘাত
তাঁকে অবলোপের লোলুপ আকর্ষণে
আকৃষ্ট ক'রে
নিশ্চিহ্ন ক'রে তোলে,
তা'তে, তাঁ'কেও হারাবে,
তুমিও ছন্নছাড়া হ'য়ে উঠবে। ৫২৪০।

৭।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫

সনিব্বর্ন্ধ সাত্ত্বিক সঙ্গতি
যা'দের মধ্যে এতখানি সুদৃঢ়,
যা'রা বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরস্পর অনুচর্য্যাপরায়ণ,
সঙ্গ ও সাহচর্য্য ত্যাগ ক'রে থাকাই
হৃদয়বিদারক যেখানে পরস্পরের কাছে,
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকলেও
সঙ্গতি সহজ ও সুদৃঢ়,
তা'রাই পরস্পর বন্ধু বা বান্ধব—
পরস্পর পরস্পরে স্বার্থান্বিত—
সহজ সন্দীপনায় ;

আবার, যেখানে পরস্পর পরস্পরের অনুমতসম্পন্ন,
সমর্থন-সঙ্গীতির সুযুক্ত সার্থক অন্বয়ীভূত,—
সৌহার্দ্দ্য কিন্তু সেখানে ;
কারণ, যেখানে সহজ রাগদীপনায়
সুযুক্ত সার্থকতা নিয়ে
উভয়ে ঐক্য-অন্বিত হ'য়ে একক্রিয়
অনুকম্পী ও অনুচর্য্যা-পরায়ণ,
স্বতঃ-সন্দীপনায় পরস্পর পরস্পরের
সহজ শুভানুধ্যায়ী, —অসৎ-নিরোধী,
সক্রিয় সমর্থনদীপ্ত
সৌজন্য-আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার
বালাই যেখানে নেই,
পারস্পরিক মিত্রতা কিন্তু সেখানে ;
এমনতর সাত্ত্বিক বিন্যাস
যেখানে যেমনতর সুনিবদ্ধ ও সহজ,
স্বতঃ-অনুকম্পী,
তা'রা পরস্পর তেমনি সম্বন্ধান্বিত সহজভাবে ;
এর অপলাপ যেখানে যেমনতর,
সংস্রব-সার্থকতার দৈন্যও সেখানে তেমনতর ;
তাই 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ,
সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ,
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং,
সমপ্রাণাঃ সখা মতঃ।' ৫২৪১।

৮।৬।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩০

তুমি যদি কা'রো বিষয় বা ব্যাপার সম্বন্ধে
প্রত্যক্ষভাবে কিছু না জান,
অর্থাৎ যে-সম্বন্ধে, তোমার কোন বাস্তব
অভিজ্ঞতা নেই,
সন্দেহ ক'রে

সে লোক, বিষয় বা ব্যাপার-সম্বন্ধে
যথার্থতার বাহানায়
প্রত্যক্ষদর্শীর মত
যদি কোন কথা বল,
তা' তোমার পক্ষে মিথ্যাচার,
বিশেষতঃ তা' যদি অশুভপ্রদ হয়
অথবা সে-ব্যাপার বাস্তবে হওয়া সত্ত্বেও
তোমার যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকে ;
এমনতর যথার্থতার বাহানার কপট অভিব্যক্তি
তোমাকেও ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে ছাড়বে না,
কারণ, তোমার অভিব্যক্তি
বাস্তবতার ভৌতিক কঙ্কালমাত্র,
অন্তর্নিহিত পৈশাচিকতার
বাস্তব নিদর্শন তা' ;
মানুষের হিত সংসাধিত হয়—
এমনতর আন্তরিক সদাচরণ-অভিব্যক্তিই
কিন্তু তোমার পক্ষে শুভপ্রদ ;
তাই, মিথ্যাচারকে পরিত্যাগ কর,
শুভ আচরণকে অবলম্বন কর—
যদি রেহাই চাও ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই শুভ-সৎ,
তিনিই কল্যাণের কলস্রোতা ক্ষেমঙ্কর । ৫২৪২ ।
৯।৬।১৯৫৩, সকাল ৬-১০

যা'রা একদেশদর্শী,
শোনা-কথাকেই
সমীচীন সিদ্ধান্তে সুসিদ্ধ ভেবে নিয়ে
দুষ্ট ধারণারঙিল মতবাদ সৃষ্টি ক'রে
তা'রই পাণ্ডিত্য জারি ক'রে থাকে,
বা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে

তেমনি ক'রে—
পক্ষ বিপক্ষ হ'তে
সমীচীন সুসঙ্গত অন্বয়ী বাস্তবতাকে
নির্ণয় না ক'রে,—
তা'রা শ্লথ-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন,
বঞ্চনার বিদগ্ধ ভ্রান্ত মূর্ত্তি,
লোকদূষক তা'রা—
ভ্রান্ত আচার-সম্পন্ন
নিরয়ের তামসচ্ছটা ;
সাবধান থেকো,
অমন যদি হও,
নিজেকে পরিশুদ্ধ কর। ৫২৪৩।
৯।৬।১৯৫৩, সকাল ৬-৩৫

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমের
সান্নিধ্যই লাভ কর,
আর তাঁর দীক্ষাপূতই হও,
কিংবা কোন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
একনিষ্ঠ আনতি-সম্পন্ন কোন শ্রেয়-পুরুষেই
আত্মনিবেদন ক'রে থাক
ও দীক্ষাপূত হও,
তোমার অন্তর যে-ভাবে তাঁকে
গ্রহণ করুক না কেন,
তুমি প্রথমতঃই সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'র সুহৃদ হ'য়ে ওঠ,
ঐ সৌহার্দ্দ্যকে ক্রম-বিনায়নায় জমাট ক'রে
মৈত্রী-নিবদ্ধ হও,
সখ্যতায় সনির্ব্বন্ধভাবে
আত্মবিনায়ন কর,
ক্রমে বন্ধুত্বে উপনীত হও—

অচ্ছেদ্য আকর্ষণী অনুবেদন-অনুকম্পায়,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-নিবন্ধনাকে
দৃঢ় ও অকাট্য ক'রে ;
তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য হ'তে দূরত্ব
তোমার পক্ষে যেন অসহনীয় হ'য়ে ওঠে,
আর, এই নিবন্ধী স্তরগুলির তাৎপর্য্য যেন
তোমার আচার ব্যবহারে,
কাজে, কর্ম্মে, বাক্যে
সক্রিয় তৎপরতায়
উপচয়ী অনুবেদনায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রেই উপচয়ী অনুচর্য্যী তপনিবন্ধনে
চলতে থাক,
তোমার অন্তঃকরণ
তাঁরই হোম-গীতিকায়
ভরপুর হ'য়ে উঠুক—
সুসঙ্গত বাস্তব অন্বয়ী দীপনায় ;—
স্বস্তি বরপ্রদ হ'য়ে
তোমার নিকটে এগিয়ে আসবে,
তোমার চরিত্র-বিকীরণা
তোমার পরিবেশকেও স্বস্তি-বিনায়িত ক'রে
তাদিগকে আকৃষ্ট ক'রে তুলবে তোমাতে,—
সার্থক হবে সবাই। ৫২৪৪।
৯।৬।১৯৫৩, সকাল ৭-৩০

প্রথমেই মুখ্য ক'রে নিও—
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পরম আদর্শ পুরুষোত্তমের স্বার্থ
যা'তে সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন করতে পার—
তোমার বৈশিষ্ট্যানুগ তৎপরতা নিয়ে ;

মনে রেখো—
এই স্বার্থানুপোষণাই
তোমার জীবনের মুখ্য স্বার্থ ;
তারপরেই দেখবে—
সমবেত গণ-স্বার্থ,—
যে স্বার্থানুচর্য্যায়
সমস্ত লোকই উপকৃত হ'য়ে ওঠে,
কিংবা অধিকাংশ লোকই
উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
এবং সেটাকে সব সময়
সুবিবেচনার সহিত
লক্ষ্য ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলতে ত্রুটি ক'রো না ;
তারপরে এল তোমার
সোজাসুজি সামাজিক স্বার্থ,—
যে-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সমবেতভাবে সামাজিক উন্নতি
উদ্বর্দ্ধনী আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে
উপচয়ে অন্বিত হ'য়ে ওঠে ;
তারপরেই পারিবারিক স্বার্থ—
পারিবারিক সম্বন্ধ—
পারস্পরিক আদর্শ বা ইষ্টানুগ নিবন্ধনী অনুচর্য্যা,
আর, বিশেষত্ব-অনুযায়ী প্রত্যেকের উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনা ;
তারপরেই দেখবে—
ব্যষ্টিগত স্বার্থ,
অস্তিবৃদ্ধির উদয়নী উদ্বর্দ্ধনা,
বিপাক-নিরোধী তৎপরতা,
যোগ্যতার অনুশীলনী অনুপ্রেরণা—
যা' সুনিষ্ট আদর্শানুরাগের ভিতর-দিয়ে
সৎ-অনুসেবী অর্জ্জনপটুতায়
বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—

স্বতঃ-সন্দীপনায়,—
পারস্পরিক পরম্পরানুক্রমে,
উপচয়ী উপযোগিতায় ;—
যা'র ফলে, বিশেষ ব্যষ্টিগত
বৈশিষ্ট্য-নিবন্ধনার ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণী উদ্দীপনায়
সক্রিয় সমবেত ইচ্ছা উদ্‌গত হ'য়ে ওঠে,
এবং প্রতিপ্রত্যেকে এমনতর ক'রে বিনায়িত হ'য়ে
সবাই সমবেত ব্যক্তিত্বে উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে
আদর্শনিবন্ধ ঐকতানিক ঝঙ্কারে
সক্রিয়-সন্দীপনায়
সাম্য-উদ্যম-উচ্ছলতায় চলতে পারে ;
যত এমনতর নিয়মনায়
আদর্শ বা ইষ্টানুবন্ধনার ভিতর-দিয়ে
এমনতর ক'রে হ'য়ে উঠতে পারবে,—
স্বস্তি
আস্বস্তির আহ্বানে
অমিয়-নিষ্যন্দী শান্তিজলে
অভিস্নাত ক'রে তুলবে তোমাদিগকে ;
এই পারম্পর্য্যানুক্রমিক মুখ্য যা'
তা'কে পরিত্যাগ ক'রে
অন্য কিছুকে অবলম্বন করতে যেও না—
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ লুব্ধ প্রলোভনে ;
নষ্ট পেয়ো না—
স্পষ্ট ও প্রফুল্ল হও,
বিবর্ত্তনায় এগিয়ে চল ;
ব্রতী হও !
বল—
'ঈশ্বর তোমার জয় হো'ক' । ৫২৪৫ ।
৯।৬।১৯৫৩, সকাল ৯-২৫

তুমি তোমার নিজের,
নিজ পরিবার ও পরিজনের ভরণপোষণের জন্য
ধ্বকে-ধ্বকে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
যা'তে তা'র সুরাহা করতে পার,
যেমন ক'রেই হো'ক,
তা' করতে নাছোড়বান্দা হ'য়ে চলছ—
এটা তোমার কর্ত্তব্য ;
কিন্তু, যিনি তোমার আদর্শ, ইষ্ট—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি তোমার,
যিনি শুভ-সন্দীপনী অনুপ্রেরণায়
তোমার যোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছেন,
যাঁ'কে গ্রহণ ক'রে
যাঁ'র দীক্ষার অনুশীলনায়
তোমার দক্ষতাকে দীপ্ত ক'রে তুলে
অস্তিবৃদ্ধির বিবর্ত্তনী বিনায়নায়
যোগ্যতাকে যোগার্থ-অনুক্রমণায়
ক্রমাগতিতে গতিশীল ক'রে চলছ ;—
তোমার এমনতর জীবনদেবতা যিনি
তাঁর পরিপালন, পরিপোষণ ও আপূরণী অনুচর্য্যা—
এক-কথায়, তাঁর ভরণ-পোষণ
তোমার কর্ত্তব্যের বাহিরে ;
যাঁ'তে তুমি সংহত হ'য়ে
আত্মবিনায়নায় সুসঙ্গতি লাভ করতে যা'চ্ছ—
বোধি ও যোগ্যতায়,
যাঁ'র অন্বিত অনুক্রমণায়
ধারণ-পালনী আধিপত্যের ভিতর-দিয়ে
বিভব-বিভূতি-বিধৃত হ'তে চলছ,—
তাঁর আপূরণী ও আপোষণী অনুচর্য্যা
তোমার কর্ত্তব্যের বাহিরে ;—

তুমি তখনই হয়তো
জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি নিয়ে ব'লে উঠবে—
ভগবানের জন্য,
ঈশ্বরের জন্য
অমনতর অনুচর্য্যার প্রয়োজন কি ?
আর, প্রয়োজন বিবেচনা করাও
অশোভনীয় বা স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক
নয় কি ?
একটা মোটা দৃষ্টি নিয়েও দেখে নিও—
তুমি কতখানি কপট,
তুমি কতখানি কৃপণ,
অর্থাৎ দুর্ব্বলমনা, সঙ্কীর্ণস্বার্থী ;
তুমি ভজনবিহীন হ'য়েও
ভক্ত হ'য়ে উঠবে,
ঈশ্বরকে ধোঁকা দিয়ে
কিস্তিমাৎ করবে—
তা'ও কি হয় ?
যে-অনুচর্য্যায় তুমি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
উদ্বর্দ্ধনায় এগিয়ে চলবে,
সেটাতেই তোমার ফাঁকি-বাজী !
—এমনতর ফাঁকিবাজীতে
ফাঁকি ছাড়া আর কীই বা পেতে পার ?
যা'রা নিজের জন্য পাক ক'রে বা রন্ধন ক'রে
নিজেরাই খায়,
দেবতাকে দূরে রাখে,
তা'রা পাপ-অন্নই ভক্ষণ করে,
যা'রা আত্মনিয়মনী দেবানুগ্রহে
যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে
দেবতাকে না দিয়ে
নিজেরাই উপভোগ করে,—

তা'রা চোর ;
ভগবান গীতায় গীতছন্দে
এখনও তাই ঘোষণা করছেন—
"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥"
—একটা নিষ্ঠুর আত্মঘাতী কর্ত্তব্য
তোমার নিজকেই কি আঘাত করবে না ? ৫২৪৬।
৯।৬।১৯৫৩, সকাল ৯-৫৫

জ্ঞান যখন জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে জীবনে—
বৈধী বিন্যাসে,
বৈধানিক সত্তায় সঙ্গতি লাভ ক'রে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
অভিব্যক্তি লাভ করে জীয়ন্ত বিগ্রহে—
সত্তায় অনুস্যূত হ'য়ে,—
তখন তা'র আর পৃথক ধারণা বা অস্তিত্ব
সচেতন হ'য়ে বোধিতে জাগ্রত থাকে না,
বৈজী-বিন্যাসে, বোধসত্তায় অনুস্যূত হ'য়ে
নিত্য বোধিসত্ত্ব হ'য়ে ওঠে তা' ;
তাই, জ্ঞানের জ্ঞান নেই,
যেমন কোন অভিব্যক্তির আলাহিদা অভিব্যক্তির কথা
ভাবা যায় না। ৫২৪৭।
৯।৬।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫০

তোমায় শ্রেয় যিনি,
তোমার কুলের এবং তোমার
বরেণ্য বন্দনীয় প্রেয় যিনি,
যিনি তোমার সত্তার সংস্থিতি,

এক কথায়, তোমার স্বামী যিনি,
তাঁ'র প্রতি
তোমার অন্তর
যোগ-উচ্ছল সম্বেগ নিয়ে
অচ্যুত আনতি-নন্দনায়
অটল হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ আকর্ষণী যোগানতি
উৎসর্গ-রঞ্জনায়
তোমাকে যেন বিনায়িত ক'রে তোলে—
শ্রেয়-সংহতির পোষণ-দীপনী পূরণ-ব্যক্তিত্বে ;
সক্রিয় অনুচর্য্যাতপা
আরতি-স্পন্দিত
অনুগতি-দীপ্ত
স্বস্তি ও সোহাগ-নন্দনায়—
তোমার অন্তঃকরণের যা'-কিছু যেন
তাঁর আলিঙ্গন-অনুধ্যায়িতায়
গ্রহণ-উৎসব-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
সংকুচিত স্বার্থ-প্রত্যাশাবিহীন
শ্রেয় জীবন-প্রত্যাশায়—
যা' নাকি তোমার প্রসাদ-বিভব ;
এই আলিঙ্গন-গ্রহণের রসদীপ্ত বোধবীক্ষণা
ও তদনুগ সক্রিয় আত্মবিনায়ন-তৎপরতা
মহান্ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলুক তোমাকে—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে, ধর্ম্মে
ও তদনুগ কৃষ্টিতে,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নায় ;
বিহিত বিনায়িত হ'য়ে
বিস্তার লাভ ক'রে
স্নেহসিক্ত অনুকম্পায়
তোমার চারিত্রিক বিভায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে

পরিবেশকে স্বস্তিতে অভিষিক্ত ক'রে তোল ;
শ্রদ্ধানুবেদনী আনতি তা'দের
স্বতঃ-দীপনায় তোমাতে অর্ঘ্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক ;
তুমি তাঁর কাছে
সহজ হ'য়ে ওঠ,
আড়ষ্ট থেকো না,
তোমার আড়ষ্টভাব
তাঁকেও তোমাতে আড়ষ্ট ক'রে তুলতে পারে,
তোমার ক্ষুব্ধতাও তেমনি,
অন্তরের কিছুই যেন
আড়াল থাকে না তাঁর কাছে তোমার,
আর, তোমার প্রতিটি অভিব্যক্তিই
তাঁকে যেন তৃপ্ত ক'রে তোলে ;
দোষদৃষ্টিকে বিদায় দাও—
বিশেষতঃ ধারণাপ্রসূত যা'
তা'কে,
তাঁর অকিঞ্চিৎকর গুণকেও উচ্ছল ক'রে ধ'রে
তাঁ'র দোষকে নিরসন ক'রে তোল—
বৈধী সৎ-বিনায়নায় ;
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
আপ্লুত উপভোগে
তিনি যেন নিজেকে প্রসাদমণ্ডিত ব'লে
উপভোগ করতে পারেন ;
মনে রেখো—
তুমি তোমার স্বামীর গলগ্রহ নও,
তুমি তাঁ'র ধারয়িতা, পালয়িতা—
তাই তাঁ'র অধীন,
তাই তাঁ'র আধার ;
হীনম্মন্য, দৈন্য-দীর্ণ, সঙ্কুচিত ক্ষুব্ধ প্রেরণায়
তাঁকে ধুক্ষিত ক'রে তুলো না,

তোমার প্রতিটি চাহনি,
প্রতিটি চুম্বন,
প্রতিটি আলিঙ্গন-দীপ্ত আদর,
অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গী,
নিভৃত বোধ-দীপ্ত অনুবেদনী অনুচর্য্যা
তাঁকে যেন প্রাণন-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে ;
তোমার অনন্য-আকূত অনুসেবনা যেন
উভয়কেই পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে,
তোমার জীবনের প্রতিটি ব্যাপার,
বাক্, কর্ম্ম ও প্রবৃত্তির পূত-পরিচর্য্যা
স্বতঃ-সন্দীপনায়
উভয়েরই প্রীণন-দ্যোতনী হ'য়ে ওঠে যেন,
বৈধী অনুশ্রয়ী পারস্পরিক চাহিদা
ও উৎকণ্ঠা-চঞ্চল আবেগ
জীবনীয় উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে যেন উভয়েরই ;
তোমার সুসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব
কেন্দ্রাবিনায়িত লাস্য-নন্দনায়
ঐ শ্রেয়-সার্থকতায়
সঙ্গতি-শালিন্যে অন্বিত হ'য়ে
পূত-দ্যুতিতে প্রভা-বিকীরণ ক'রে
সবাইকেই যেন উচ্ছল ক'রে তোলে ;
—এই উচ্ছলতাই হ'চ্ছে রসদ্যুতি
যা' মানুষের জীবনকে রসদীপ্ত ক'রে তোলে,—
পূত শ্রবণার শ্রেয় বর্ষণে
যেমন ক'রে ধরণী অভিষিক্ত হ'য়ে থাকে ;
মনে যেন থাকে—
তুমি নারী,
ঐ বরেণ্য শ্রেয়পুরুষই তোমার স্বামী,
তোমরা দুই জনেই সংগ্রথিত এক সত্তা,
আর, তোমার চারিদিকে যা'-কিছু

সবই সন্ততি-প্লাবন ;
তোমরা সাফল্যে
শুভ স্বস্তিতে
সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক,
তোমাদের সন্তান-সন্ততিও
তেমনি সাফল্যে
স্বস্তিমান হ'য়ে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে উঠুক ;
পুরুষ স্থাস্নু,
নারী চরিষ্ণু,
ঐ চরিষ্ণুর আবেগ-বিহ্বল
অনুচর্য্যী ফুল্ল নন্দনা
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
স্থায়ু ভরণে
স্থয়ী-দ্যুতি-সম্ভর্বী হয় যেমনতর—
আগ্রহাকুল আবেগোচ্ছল অনুবেদনী গ্রহণ-দীপনায়,—
তৎ-সঞ্জাত সন্ততিতে
আয়ুভরণও উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
ঈশ্বর রসস্বরূপ,
তিনি 'রসো বৈ সঃ',
পরম স্থয়ী তিনি,
তিনিই অমৃত-স্বরূপ। ৫২৪৮।
১০।৬।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

অন্ন-সংস্থার ব্যবস্থা
সমবেত সর্ব্বসঙ্গতিতে
স্বস্থ ক'রে রাখ,
বজায় রাখ তা'কে পুরোপুরিভাবে,
ব্যয় যেন তা'কে দুর্ব্বল না ক'রে তোলে ;

তা'কে স্বস্থ চলৎশীল রেখে
তা' হ'তে যতটুকু সুবিধা নেবার,
তা' নিও,
পোষণহারা সুবিধার চাহিদায়
তা'কে যদি খিন্ন ক'রে তোল,
অব্যবস্থ ক'রে তোল,
নিজেরাই ক্ষুব্ধ ও দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে ;
তোমাদের অন্ন-সংস্থানই ঐ আনন্দবাজার। ৫২৪৯।
১১।৬।১৯৫৩, সকাল ৬টা

তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যেন অচ্যুত সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ কেন্দ্র-দীপনা
যেন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হয় ;
ঐ যোগরাগ অনুরাগে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
যেন সক্রিয় উৎসারণা-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,
বাক্ ও কর্ম্মের সঙ্গতিশালিন্যে অন্বিত হ'য়ে
তা' যেন নিষ্পাদনমুখর
সার্থক সম্বর্দ্ধনায়
বাস্তবতায় মূর্ত্তিপরিগ্রহ করে ;
তোমার অবসাদও যেন প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
রাগদীপনী বিনায়নায়
আত্মনিয়ন্ত্রণী নিয়ামক হ'য়ে ওঠে—
ঐ কেন্দ্রানুগ সুবিন্যাস-তাৎপর্য্যে ;
তুমি মধুর হও,
সঙ্গীত-মুখর হও,
বিনায়িত হও,
প্রীতি-উৎস হও ;
অন্তঃকরণ-উৎসারিত
কৃতি-উৎসারিণী

চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মে
মূর্ত্ত অস্তিবৃদ্ধির বিবর্ত্তনী
মিলনক্ষেত্র হ'য়ে ওঠ,
তোমার সত্তা অমৃত-হোম-তৎপর হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বরই অমৃতলাস্য । ৫২৫০ ।
১১।৬।১৯৫৩, সকাল ৯টা

পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মী যা'-কিছু
সার্থক অন্বয়ী চলনে চলন্ত যেখানে,
ভগবত্তাও সেখানে উঁকি মেরে থাকে । ৫২৫১ ।
১১।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৭টা

শুভ-অনুচর্য্যী সাধু যাঁরা,
নিরপরাধ যাঁরা—
তাঁদিগকে কোন ষড়যন্ত্রের
আওতায় ফেলেই হো'ক
বা যেমন ক'রেই হো'ক,
কেউ যদি কোনপ্রকার নির্য্যাতন করে,—
সে রাজকর্ম্মচারীই হো'ক,
বা সাধারণের মধ্যে কেউই হো'ক,
—তা' কিন্তু কঠিন দণ্ডার্হ ;
কারণ, সৎ বা শুভের ঐ নির্য্যাতন
গণ-অন্তরে অসৎ-কর্ম্মেরই প্রেরণা জুগিয়ে থাকে,
সতের সৎ-অনুপ্রেরণা
ও নির্ভীক সৎ-উপাসনা
সেখানে ক্ষুণ্ণ ও ভীতিধুক্ষ হ'য়ে ওঠে,
ফলে, অসতের অত্যাচারই
প্রবল হ'তে থাকে,
তাই, তা' হত্যার চাইতেও অধিক পাপ,
আর, তা' কৃচ্ছ্রদণ্ডেই দণ্ডিত হওয়া উচিত ;

নিরোধ যদি সেখানে শক্ত না হয়—
অসৎসেবী পাপ-ঝঞ্ঝাই
দুর্দ্দম হ'য়ে চলতে থাকে। ৫২৫২।
১১।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৮-২০

সহজ বোধি যখন জ্ঞানকে ধিক্কার দেয়,
সে-জ্ঞান নিন্দনীয় বা ঘৃণ্য,—
আর, তা'র বিচারণাও মূঢ় বা মোহাচ্ছন্ন। ৫২৫৩।
১২।৬।১৯৫৩, বেলা ১১-৫৫

শিক্ষা যেন সত্তাকেই
সম্বর্দ্ধনায় স্বতঃ ক'রে তোলে—
অপসজ্জায় স্ফীত না ক'রে,—
আর, শিক্ষার সার্থকতাই ওখানে। ৫২৫৪।
১৩।৬।১৯৫৩, দুপুর ১২-৫৫

অনুশাসনকে অবজ্ঞা করাই অপরাধ,
কোথাও কিন্তু তা' পাপেরও ;
কিন্তু যেখানে ঐ অনুশাসন
মানুষের সত্তা-সংঘাতী হ'য়ে ওঠে—
বাস্তবে—
মানুষের বাঁচাবাড়াকে অবজ্ঞা ক'রে,
স্বচ্ছন্দতাকে অবজ্ঞা ক'রে,—
তখন তা'কে অবজ্ঞা না করাই পাপের ;
অসৎ-এর আধিপত্য যেখানে—
যা' অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত,
সেখানে সৎ-অনুবেদনা
বা সৎ-সন্দীপনা

যখন ঐ অসৎ-এ সংঘাত আনে
বা তা'কে নিরোধ করতে চায়,
ঐ অসৎ তখনই আক্রুষ্ট গৰ্জ্জনে
ঐ সৎকে বিধ্বস্ত করতেই
প্রচেষ্ট হ'য়ে থাকে,
আর সে-প্রচেষ্টাও অজ্ঞতানুগ ;
অজ্ঞতার আধিপত্য যেখানে যত বেশী,
অসৎ-সন্দীপনাও সেখানে ততটা সক্রিয় ;
তাই, সৎ বা সত্যের পূজারী যাঁরা,
তাঁদিগকে অনেক সময়
বিপাক-বিধ্বস্ত হ'তে দেখা যায়—
হীনম্মন্য অসৎ-দীপনার
আক্রুষ্ট দন্তুর সবল সংঘাতে ;
তাঁদের কেউ যখন বিপন্ন হন,
তখন সৎ বা সত্তার পূজারী অন্য যাঁরা
তাঁরা যদি তাঁকে আগলে না ধরেন,
তখন ঐ সৎ বিলুপ্তির কোলে
আশ্রয় নিতে বাধ্য হন,
অসৎ-এর দুর্দ্দান্ত প্রতাপ
জয়দীপ্ত অভিযানে
আক্রুদ্ধ অসৎ-প্রতিষ্ঠ
শাসন-তৎপর হ'য়ে ওঠে তখনই ;
তাই বোঝ,
অজ্ঞ থেকো না,
অসৎ-এর প্রশ্রয় দিয়ে
আত্মঘাতী হ'তে যেও না ;
অস্তিত্বই চির-বরণীয়,
চির-সাধ্য ;
ঈশ্বরই অস্তিত্বের পরম উৎস । ৫২৫৫ ।
১৩।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৯টা

শক্ত হও,
শক্তিমান হও—
স্বস্তি-অভিযানে,
অসৎ-নিরোধে,
কিন্তু সত্তায় আনত অনুকম্পা নিয়ে। ৫২৫৬।
১৩।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৯-১০

তোমার প্রীতি যতদিন পর্য্যন্ত
স্বার্থ-প্রত্যাশালুব্ধ হ'য়ে
ভোগাসক্তির উচ্ছৃংখল অভিযানে চলতে থাকবে—
আত্মসুখ-চাহিদাচর্য্যায়,
ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয় তোমার
প্রীতি-ভরণ থেকে বঞ্চিত থাকবে,
তুমি সুখী হ'তে পারবে না,
এবং প্রাপ্তিও ক্ষোভক্ষুব্ধ হ'য়ে চলতে থাকবে ;
আর, তোমার অন্তঃকরণ যখন থেকে
প্রণয়-অভিসারে
প্রিয়-পূজারী হ'য়ে
তদনুচর্য্যায় তদর্থবিনায়নী আত্মনিয়ন্ত্রণ
ও ক্লেশসুখপ্রিয়তার প্রসাদপ্রদীপ্ত
অবদানমুখর সেবানন্দনায়
প্রীত হ'য়ে চলতে থাকবে,
হৃদয় হ'য়ে উঠবে তোমার ভরপুর,
আত্মভোগ-অনাসক্ত প্রাপ্তি
প্রিয়প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
উচ্ছল দীপনায় চলতে থাকবে,
তোমার কান্তি,
তোমার স্বভাব
লাবণ্যমণ্ডিত চারিত্রিক বিকীরণায়
উচ্ছল উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে,

অন্তঃকরণ ফুটন্ত আকুল আবেগে
সক্রিয় স্মিত মূক সম্বেগে
বলতে থাকবে—
'প্রিয়! তোমার জয় হো'ক।' ৫২৫৭।
১৫।৬।১৯৫৩, সকাল ৭-২০

## সাঁওতাল পরগণা জিলা—শরণার্থী সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

সুকেন্দ্রিক হও,
উচ্ছল-উদ্যমী হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতায় পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ,
আর, সব যা'-কিছু নিয়ে
সুবীক্ষণী সার্থক অন্বয়ে
তোমাদের ব্যক্তিত্বকে
বিন্যাস-বিভূতিতে
বিনায়িত ক'রে তোল ;
আর, এই সুকেন্দ্রিক অনুশীলনী যোগ্যতার
জীয়ন্ত প্রতিভায়
বিভব বিকীর্ণ ক'রে
পরিবেশকে উচ্ছল নন্দনায়
যোগ্যজীবনের অধিকারী ক'রে
সব যা'-কিছুকে
সার্থক ক'রে তোল ঈশ্বরে—
যিনি তোমাদের জীবনের আত্মিক সম্বেগ,
সার্থকতার পরম-বিভূতি ;
আমার প্রার্থনা—
তিনি তোমাদিগকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলুন—
যোগজৃম্ভী প্রেরণ-প্রদীপনায়
প্রীতিদীপ্ত ক'রে সবাইকে ;
তোমরা সুফল হও,
শক্তিমান হও,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
সব যা'-কিছুকে নিয়ে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক ;
করুণানিধান !

তোমার আশিস্-হস্ত
সবাইকে শাসন-সম্বুদ্ধ, সুসংহত ক'রে তুলুক। ৫২৫৮।
১৭।৬।১৯৫৩, সকাল ৯টা

যে-উপযোগিতাই অর্জ্জন কর না কেন,
তা' যদি আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
আপোষণী না হয়,
এক-কথায়, অস্তিবৃদ্ধির আপোষণী না হয়—
সুসঙ্গত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে,
অনুশীলনায়,—
তা' কিন্তু সার্থক হ'য়ে উঠবে না
তোমার জীবনে
বা গণজীবনে,
তা'তে ব্যক্তিত্বও বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না,
ব্যর্থতাই তোমার অর্থ হ'য়ে উঠবে ;
যা' জেনেছ—
করণ-অনুচর্য্যায়,
বিহিত অন্বয়ী বিনায়নায়
আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টির, এককথায় অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যায়—
তা'কে সুসঙ্গত ক'রে তোল,
আর, ঐ অন্বিত সঙ্গীতি
সত্তাকে যদি তোমার
সার্থক ক'রে তোলে—
পুরুষোত্তমে, ইষ্টে, ঈশ্বরে,—
প্রসাদ তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ৫২৫৯।
১৮।৬।১৯৫৩, সকাল ৮-২০

তোমার আশ্রয়ী অনুপোষক যিনি,
ধৃতি যিনি তোমার,
সশ্রদ্ধ, সক্রিয় তৎপরতায়

অচ্যুত আনতিতে
অটল আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
তাঁতে যোগনিবন্ধ হও,
তিনিই তোমার শ্রেয়,
তিনিই তোমার প্রেয় ;
প্রত্যাশালুব্ধতা নিয়ে
বৃত্তি-খেয়াল-লুব্ধ আকাঙ্ক্ষায়
তাঁতে অন্তরাসী হ'য়ে
যদি তাঁর অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চল,
তাঁর অনুকম্পী অন্তর
তোমার অন্তরে স্থিতিলাভ করবে না ;
তাই, তাঁর কাছে চাইতে যেও না—
প্রবৃত্তির লুব্ধ প্রত্যাশা নিয়ে ;
তোমার সাত্ত্বিক সংশ্রয়ী অনুচর্য্যা
তাঁতে প্রীতি-অবদান-উচ্ছল হ'য়ে
যদি সহজ হ'য়ে ওঠে,
তা'তে তোমারও তৃপ্তি,
তাঁরও আত্মপ্রসাদ ;
আর, এ হ'তে বিরত হ'য়ে
তোমার নিজ স্বার্থ-অনুসেবনার লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে
যতই তাঁর দিকে এগুবে,
তোমার প্রতি তাঁর বিরাগও
তেমনি দৃপ্ত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, চর্য্যাহীন চাহিদা বিরক্তিরই আমন্ত্রক ;
তাই, নিজ দায়িত্ব নিয়ে
তাঁর অনুচর্য্যী অনুকম্পা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে—
জাগ্রত তৎপরতায়
দৈনন্দিন তাঁর জন্য আহরণ কর,
আর, তৃপ্ত অনুচর্য্যায়
তাঁর তুষ্টি ও স্বস্তিপোষণায়

যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি ক'রেই তা' ব্যবহার কর ;
তুমি সক্রিয় অনুধ্যায়ী অবলোকনা নিয়ে
তাঁরই উৎসৃজী ব্যক্তিত্বে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত ক'রে তোল ;
তোমার নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য-সাধনে
করণীয় যা'
তাঁ'রই স্বার্থ ও উদ্দেশ্য-নিবন্ধনায়
তদুৎকর্ষী আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তৎসিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
সুসঙ্গত বিন্যাসে
সেগুলিকে নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা কর ;
এমনি ক'রেই
আহারে-বিহারে, সাজ-সজ্জায়,
মন্ত্রণা ইত্যাদিতে
তুমি তাঁ'রই অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে চল—
সুকেন্দ্রিক সুনিবদ্ধ শ্রেয়ার্থ-দীপনায় ;
আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠো না,
তুমি প্রিয়প্রতিষ্ঠায় প্রকৃষ্ট হ'য়ে ওঠ ;
তাঁর প্রীতি-প্রয়োজনই
তোমাকে অঢেল ক'রে তুলুক,
উচ্ছল ক'রে তুলুক ;
তোমার আচার, বিচার, বাক্য, ব্যবহার,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না
সবই যেন ঐ ইষ্টানুগ চর্য্যায় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
প্রেয়ানুগ হ'য়ে ওঠে ;
ফল কথা, তাঁর ভার হ'তে যেও না কখনও,
তুমি তাঁ'র ভার গ্রহণ কর—
স্বতঃস্বেচ্ছ তৃপ্তিপ্রদ অনুবেদনা নিয়ে
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে ;

দেখেশুনে যতই চলতে পারবে,
ভাল থাকবে ততই ;
মোক্‌থা কথায়—
এমনতর কিছু ব'লো না বা ক'রো না,—
যা' তাঁ'র স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অপলাপ করে
বা তা'তে বিপাক সৃষ্টি করে,
তৎ-প্রতিষ্ঠাপ্রবণ হ'য়ে ওঠ,
তদ্‌ভরণশীল হও,
তৎ-তৃপণায় আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
তাঁ'র অন্যায়-অপবাদে, বিপাকে, বিড়ম্বনায়
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
নিরোধ সৃষ্টি কর ;
ঈশ্বরই প্রীতি-উৎস,
ঈশ্বরই প্রাণন-প্রতিষ্ঠাতা,
তিনিই সৃজন-সম্বেগ,
ক্ষেমস্রোতা তিনিই । ৫২৬০ ।
১৮।৬।১৯৫৩, সকাল ৯-৫০

শিষ্যত্বের শীলন-শাসনে
শাসিত না থেকে
যদি শিক্ষক হ'য়েই চলতে চাও,
যোগ্যতাহারা ব্যক্তিত্ব তোমার
মূঢ়ত্বেই ব্যর্থ হ'য়ে চলবে,
শীলন-শালিনী সঙ্গতির
বহুধা-উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা হ'তে
বঞ্চিতই থাকবে তুমি । ৫২৬১ ।
১৮।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৯-১০

ফন্দীবাজী চাহিদা
ও ঝাঁঝাল প্রত্যাশা যেখানে যেমনতর,

কাম-কামনার স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রবণতাও
সেখানে তেমনতর ;
উদ্গ্রীব অর্জ্জনমুখর
সক্রিয় অনুপ্রেরণা যেখানে
শ্রেয়ার্থ-পুরুষের অনুচর্য্যাপরায়ণ,
প্রীতিও সেখানে
অবদান-অর্ঘ্যে পুরশ্চরণশীল ;
রকম দেখে
যেখানে যেমন চলতে হবে
চ'লো । ৫২৬২ ।
২২।৬।১৯৫৩, বিকাল ৪-২৫

তুমি যেমনতর অনুবেদনা নিয়ে
প্রকৃতভাবে হ'য়ে উঠেছ যা'র যেমনতর—
বাস্তব অনুচলনে,—
প্রভাবও তোমার সেখানে তেমনি ;
করার অনুচর্য্যায়
হওয়ার অর্জ্জনী অনুচলনই—
তুমি কা'র কেমনতর,
তোমার সম্বন্ধই বা কী তা'তে,—
তা'র বাস্তব সাক্ষ্য । ৫২৬৩ ।
২২।৬।১৯৫৩, বিকাল ৪-৩০

তুমি নারী,
সর্ব্বান্তঃকরণে যদি শ্রেয়নিবন্ধ হ'য়েই থাক,
সে নিবন্ধ যেন সমস্ত অন্তঃকরণ নিয়েই
হ'য়ে থাকে—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ অভিদীপনায়,
তুমি তাঁতে আবেষ্টিত হ'য়ে থাক—
স্তুতিদীপনী দ্যুতি-ছন্দে—

তাঁর যা'-কিছুর
বিহিত অনুবেদনী
দেবপ্রভ সুযুক্ত ব্যাখ্যা
ও বিহিত শুভ বিনায়না নিয়ে ;
তাঁর জীবন ও বর্দ্ধনাই যেন
তোমার পরম স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;
তোমার প্রবৃত্তি-চাহিদার জন্য
তাঁর কাছে কিছু চেয়ো না—
তা' প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক
আর পরোক্ষভাবেই হো'ক ;
কিন্তু তাঁর স্নেহ-অবদান যদি কিছু পাও,
তাতেই নন্দিত হ'য়ে উঠো—
একটা পরম তৃপ্তিতে ;
আবার, তাঁকে যত পার—দিও,
শ্রদ্ধা বাড়ে দেওয়ায়, করায়, অনুচর্য্যায়,
আর, কাম-কামনা বাড়ে পাওয়ায় বা নেওয়ায়,
সেবা ও ভরণ-প্রত্যাশায়,
যা'র ব্যাহতি আনে অসন্তোষ, বিরাগ,
যা'র ফলে, স্বস্তি মধুস্রবা হ'য়ে ওঠে না ;
তাঁর অনুচর্য্যাই যেন তোমার জীবনতপ হ'য়ে ওঠে,
তাঁর সাফল্য-তুষ্টিই
যেন তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে ;
তুমি তাঁর ভার নিও,
ভা'র হ'তে যেও না তাঁর
ভৃত হবে স্বতঃই ;
তাঁর স্বাস্থ্য, আত্মপ্রসাদ ও নন্দিত তৃপণাই
যেন পরম কাম্য হয় তোমার ;
তোমার যা'-কিছু সবকে
সুব্যবস্থ বিন্যাসে
তাঁরই অনুসেবনে

এমনতর সজ্জায় সজ্জিত রেখো,
যেন তা' তাঁকে তো নন্দিত করেই—
আর, পরিবেশও তা' দেখে নন্দিত হয় ;
আবার, সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়েই
সুসন্ধিৎসু হিতী অনুপ্রেরণাই
যেন সৎ-অর্জ্জনী হ'য়ে
তোমাতে বিভূতি-বিভান্বিতা হ'য়ে ওঠে ;
নিথর থেকো না,
সুখ-অভিব্যক্তি-সম্পন্না হও,
তোমার বাক্য-ব্যবহার যেন
শুভ-সন্দীপনাময়ী হ'য়ে ওঠে—
তাঁ'র নিজের কাছে তো বটেই,
তাঁ'র পরিবেশের কাছেও ;
কথা ব'লো—
বিনীত অনুকম্পী অনুপ্রেরণা নিয়ে
শ্রদ্ধা বা স্নেহলদীপ্ত
সোহাগ-ভঙ্গিমায়,
যেখানে যেমন শোভনীয় ;
আবার, বলতে গেলে
বা ব'লে করাতে গেলে
শুনতেও হবে,
করতেও হবে তেমনি ক'রে,
সব কথারই জবাব দিতে যেও না,
যেখানে জবাব দেওয়া
শোভনীয় হয়
বা কা'রো দ্বারা জিজ্ঞাসিত হও,—
সেখানেই ব'লো,
আর, ঐ বলাটাও যেন হৃদ্য হয়,
এ যেন স্মরণ থাকে ;
তাঁর প্রতি তোমার

দোষদিদৃক্ষু উৎসুকী ভাব
যতই অযৌক্তিক
অপদর্শী ধৃষ্টতার সহিত
অবাস্তব যুক্তি নিয়ে
তোমাতে বিন্যাস লাভ করবে,
তুমি ত্রুটিদর্শিতা নিয়ে
ততই জাহান্নমের পথে
এগিয়ে যাবে—
—জেনে রেখো ;
তোমার ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্মপরায়ণতা
যেন বাক্য ও আচরণে
হৃদ্য ও মধুপ্রভ হ'য়ে ওঠে ;
আর, তুমি সব ব্যাপারের ভিতরই
যথোপযুক্ত এমনতর দূরত্ব রেখে চলবে,
যা'তে পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকেই
শ্রদ্ধোষিত অনুবেদনায়
আনত সম্ভ্রম দৃষ্টিতে
তোমাকে ভক্তি-অবদানে ফুল্ল ক'রে
ভজন-নন্দিত ভাগ্যের উদ্‌গাতা হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়ানুগ অনুদীপনায়,
তোমারই প্রেষ্ঠে শ্রদ্ধানতি নিয়ে ;
তোমার সৌজন্য ও আপ্যায়না
সপরিবেশ তাঁতে যেন
সম্বর্দ্ধনার হোম-অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, শত্রুও যেন পরম মিত্র হ'য়ে উঠতে
উৎকণ্ঠ আগ্রহ নিয়ে চলে ;
সঙ্গে সঙ্গে
তোমার প্রস্তুতি, পরাক্রম
ও দৃঢ় বান্ধববেষ্টনী
যেন এমনতরই হয়,

যা'তে যে-কোন শত্রুতাই হো'ক না কেন,
তা'কে স্বতঃ ও সাবলীলভাবে ব্যাহত করা যায় ;
সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে
তোমার দক্ষকুশল বিনায়না
যেন এমনতরই হ'য়ে চলে ;
তোমার হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-প্রমোদ
যেন এমনতর হৃদ্য ভদ্রতামণ্ডিত হয়,
এমনতর উচ্ছল শুভ প্রণোদনাপূর্ণ হয়—
যা'র ফলে, মানুষের কাম্য হ'য়ে ওঠে তা' ;
তোমার সাজসজ্জা, আহার-বিহার, চাল-চলন
যেন এমনই সাত্ত্বিক বিভা বিকীরণ ক'রে চলে—
সদাচারমণ্ডিত হ'য়ে,
যা'তে তা'র প্রভায়
মানুষের সত্তা নন্দিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার স্নেহ-বিলোল প্রাণনদীপ্ত
চারিত্রিক অংশু-বিকীরণা
যেন গৃহপালিত পশুপাখী পর্য্যন্ত
উপভোগ করতে পারে—
তা'দের অনুচর্য্যী সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে ;
বেফাঁস বাক্য ব্যবহার ক'রো না,
যা' বলা শুভ, তা' ব'লো,
যা' বললে বিপাক সৃষ্টি হয়
তা' বলতে যেও না,
নিন্দাচর্চ্চার ভিতর
যত না থাকা যায়
ততই ভাল,
বরং পরস্পরের কাছে
পরস্পরের সুখ্যাতি ক'রে চ'লো ;
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম যেন প্রবল থাকে,
যা'কে নিরোধ করতে হবে—

তা'কে সমীচীন সাবধানতা নিয়ে
এমনতর উপযুক্তভাবে নিরোধ করবে,
যা'তে তা'র বিষাক্ত সংক্রমণ
কোথাও সংক্রামিত হ'য়ে
বিপদ সৃষ্টি না করে ;
যেখানে যা' করবে
আগপাছ বিবেচনা ক'রে
যা' শুভপ্রদ ব'লে মনে হয়
তাই ক'রো ;
আবার বলি,
তোমার নিজস্ব সকল চাহিদাকে ত্যাগ ক'রে--
তোমার বাঞ্ছিত যিনি,
শ্রেয় যিনি তোমার,
তাঁ'র চাহিদাই যেন তোমার জীবনে
মুখ্য ও ফুটন্ত হ'য়ে চলে ;
পারিবারিক শুভ প্রথা-পদ্ধতিকে অবজ্ঞা ক'রো না ;
সাংসারিক যা'-কিছু করণীয়
তা' যত পার নিজ হাতেই নিষ্পন্ন ক'রো,
অন্যের প্রতীক্ষায় থেকো না ;
যেখানে তোমার একক সামর্থ্যে না কুলায়
শুধুমাত্র তেমন স্থলেই
অন্যের সাহায্য নিও,
এতে তোমার পটুতা বজায় থাকবে ;
আয়, ব্যয়, দান ইত্যাদি
এমনতর সুব্যবস্থভাবে ক'রো
যাতে ঐগুলি নিয়ন্ত্রিত থেকে
তোমার স্বচ্ছলতাকে উচ্ছল ক'রে তোলে ;
আবার, তোমার আয়ের কিছু অংশকে
মজুত রাখতে ভুলো না ;
এমনি ক'রেই

সংসার-পরিচালনী সংরক্ষণী তহবিল
সৃষ্টি ক'রে চলতে থাক,
বিশেষ অকাট্য প্রয়োজন ছাড়া
ঐ তহবিল হ'তে কিছু নিতে যেও না,
যদি কখনও নিতান্ত প্রয়োজন হয়,
তখন ঐ তহবিল হ'তেই
কিছু অংশ কর্জ্জ নিও,
এবং অতি সত্বরই যদি পার—
কিছু বেশী দিয়ে
ঐ তহবিল পূর্ণ ক'রো ;
এমনি ক'রেই যদি চলতে পার,
তবে কিছুদিনের মধ্যেই
তোমাকে হয়তো আর বাহিরে
হাত বাড়াতে হবে না ;
পরিবার-পরিপালনী আহার্য্য যা'-কিছু,
যথাসম্ভব যা' পার—
তোমার বাড়ীর সংলগ্ন নিজের জমি যদি থাকে—
তা' হ'তে উৎপাদন করাতে ত্রুটি ক'রো না ;
অন্যকে তোমার সাধ্যে যা' কুলায়
তা' দিও ;
সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য, শিক্ষা
ও চরিত্র-গঠনের প্রতি
তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে চ'লো—
তোমার দৈনন্দিন চলনাই যেন
তা'দের শ্রদ্ধা ও সদনুদীপনাকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'দিগকে বিহিত অভ্যাস-ব্যবহারে
অভ্যস্ত ক'রে তোলে ;
নজর রেখো—
যা'তে যথাসম্ভব কম চাইতে হয়,

আবার, কারো কাছে কোন জিনিষ যদি পাও,
নজর যেন থাকে—
যা' নিয়েছ
তা' হ'তে যথাসম্ভব বেশী যদি কিছু দিতে পার
তাইই ভাল ;
তোমার নেহাৎ গুরুজন ছাড়া
কারও কাছে কিছু নিতে যেও না,
বা তেমনতর অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া
বাইরে যথাসম্ভব মেলামেশা
বা চলাফেরা ক'রো না ;
কা'রো কাছে কোন জিনিষ নিয়ে
'অমুক তারিখে দেব' বলে
ওয়াদা করতে যেও না,
কিন্তু যথাসত্বর তা' ফিরিয়ে দিও ;
কারও জন্য কোন কিছু করার দায়িত্ব নিয়ে
সে-দায়িত্ব অন্যের উপর
চাপিয়ে দিও না—
তা'কে জিজ্ঞাসা না ক'রে ;
এই জাতীয় দ্বন্দ্বীবৃত্তি
উন্নতির পরম শত্রু—
মনে রেখো ;
রন্ধন ও পরিবেশন ইত্যাদি যা'-কিছু
সম্ভব হ'লে নিজেই ক'রো,
আর, নইলে তা' যেন
তোমার প্রত্যক্ষ তদারকেই হয়,
এবং অযথা অপচয় না হয়—
সেদিকেও বিশেষ নজর রেখো ;
কেউ যদি তোমার কাছে খেতে চায়—
এবং তা' যদি বৈধী হয়—
পারতপক্ষে তা'কে

বিমুখ ক'রো না ;
যা'রা তোমার কাছে সম্মানীয়—
তা'দিগকে বিহিত মানমর্য্যাদা দিতে
কখনও ভুল যেন না হয় ;
শ্রদ্ধাস্পদ যা'রা
তা'দের উচ্চাসন দিয়ে
নীচ আসনে বসা
এবং হৃদ্য সম্ভ্রমাত্মক বাক্য-ব্যবহারে
তা'দিগকে আপ্যায়িত করা
যেন তোমার স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে থাকে ;
আবার, অন্যের সুখ্যাতি করার বেলায়
তোমার নিজের সন্তান-সন্ততি
যা যেই হোক না কেন,
তাদের সুখ্যাতি করতে যেও না,
কারণ, তোমার নিজের মুখে
তা'দের সুখ্যাতির চাইতে
অন্যে যা'তে সুখ্যাতি করে
তাই-ই ভাল,
আর, এমনতর সুখ্যাতিকে
তুমি বিনীত সৌজন্যে
তা'দের আশীর্ব্বাদ ব'লেই গ্রহণ ক'রো ;
কাউকে আঘাত দিয়ে যা খাটো ক'রে
কোন কথা ব'লো না —
সে কাউকে বড় করার অছিলায়ও নয় ;
এই সবগুলির আচরণে
তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে উঠবে,
প্রকৃতিই তোমাকে পরিপূরিত ক'রে চলবে তখন। ৫২৬৪।
২২।৬।১৯৫৩, রাত্রি ১০টা

শ্রদ্ধা উচ্চগামী,
সে শ্রেয়তেই স্বস্তি-লাভ করে,
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
শ্রদ্ধাই মানুষের অহংকে
শ্রদ্ধাস্পদ ক'রে তোলে,—
ভাবে—'আমি তা'র',
স্নেহ নিম্নগামী,
মমতাও তাই ;
স্নেহ-মমতা ভাবে—
'স্নেহাস্পদ যা'রা, তা'রা আমার' ;
শ্রেয়তে শ্রদ্ধা অচ্যুত স্বতঃ-সন্দীপ্ত
যদি না হ'য়ে ওঠে,
স্নেহাস্পদ যা'রা—
মমত্ব-নিবদ্ধ যা'রা—
তা'রা ঐ শ্রেয়তে
অর্থাৎ যা'র স্নেহের আওতায়
বা মমতার আওতায় তা'রা আছে
তা'তে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
তা'তে প্রীতি-তপা হ'য়ে ওঠে না,
প্রীতি-অবদানে নিজেকে সার্থক মনে করে না ;
তাই, আগে তোমার শ্রদ্ধা দিয়ে
শ্রেয়-নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
ঐ সার্থকতা তোমার
আত্মনিয়ন্ত্রণী হো'ক,
অর্থাৎ সাত্বত নিয়ন্তা হো'ক,
আর, ঐ অনুকম্পী, অনুচর্য্যী অনুবেদনা দিয়ে
স্নেহাস্পদ বা মমত্ব-নিবদ্ধ যা'রা—
তা'দিগকে যুক্ত কর শ্রেয়তে,
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;

তৃপ্তি তর্পণ-দীপনায়
তোমাকে অনেকখানি স্বস্তি-বিতরণ করবে। ৫২৬৫।
২৩।৬।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

তোমার অন্তঃকরণ-বিন্যাসিত ব্যক্তিত্বের
প্রয়োজন যা'দের কাছে যত,—
তা'দের কাছে তোমার ওজন তেমনি,
অর্থাৎ মানও তেমনি ;
আবার, এই অন্তঃকরণ-বিন্যাসিত ব্যক্তিত্বের
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় প্রীতি
যেখানে যেমন বিস্তারশীল হ'য়ে চলেছে
যতটুকু,
সেখানে তোমার যশও তেমনি, ততটা। ৫২৬৬।
২৮।৬।১৯৫৩, বেলা ১২-১৭

যে তোমার প্রতি
সশ্রদ্ধ বা স্নেহল নয়কো,
দোষদর্শন-পরায়ণ,
অজ্ঞ, দুষ্ট সমালোচনা-প্রবণ,
কুৎসিত মনোভাব-পোষণকারী,
তা'র কাছে তোমার বহুদর্শিতার অনুভূতি
বা সুসঙ্গত উপলব্ধির কথা
বলতে যেও না,
বললে, তা' হ'তে
তা'র কোন উপকার তো হবেই না,
বরং তুমি ব্যর্থ হবে,
বিপর্য্যস্তও হয়ে উঠবে ;
আবার, যদি বলতেও হয়,
তা' উপযুক্ত সময়ে বা অবস্থায় ব'লো,—

যখন তুমি তা'র কাছে প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছ। ৫২৬৭।

৩০।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১০

যে বা যা'রা
আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বার্থগৃধ্নু প্রতিষ্ঠা-কামনায়
প্রলুব্ধ হ'য়ে
তোমাতে সম্বন্ধান্বিত বা সংস্রবান্বিত
হ'য়ে চলেছে,
তা'রা তোমার ব্যক্তিত্বের সাথে
নিজেদের খাপ খাইয়ে
কিছুতেই চলতে পারে না,
ফলে, তা'দের ঐ ব্যর্থ কামনা
তোমার প্রতি বিরাগ সৃষ্টি ক'রে
আক্রুষ্ট হ'য়েই চলতে থাকে ;
আর, তা'রা ফাঁক খুঁজে বেড়াতে থাকে
যা'তে তোমাকে বিপর্য্যয়-বিধ্বস্ত ক'রে
তা'দের ঐ স্বার্থসিদ্ধির লোলুপতাকে
পরিতৃপ্ত ক'রতে পারে ;
ঐ ফাঁক দেখে চলাই হ'লো তাদের
কূটচক্ষুর কুটিল সন্ধিৎসা ;
বান্ধবতার ভানে তোমাকে নিষ্পেষিত ক'রে
নিজেদের প্রত্যাশার পরিতোষ-সংবিধানই
কামনার বিষয় হ'য়ে থাকে তা'দের ;
—তা'রা কিন্তু তোমার বান্ধব নয়,
বান্ধব-মুখোস-পরা শোষক বা শত্রু তোমার ;
স্বার্থসন্ধিক্ষু কুৎসিত সমালোচনাই
প্রত্যাশা-পূরণী ইন্ধন তা'দের ;
তোমাকে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করার
প্রবৃত্তি তা'দের নেই,

নিয়ে, অসন্তোষ প্রকাশ করার
মনোভাবই প্রবল তাঁদের ;
এমন স্থলে তুমি সাবধানই থেকো—
বিহিত প্রস্তুতি নিয়ে ;
এমন সংস্রব
তোমার হৃদয়ে
সংঘাত তো হানবেই,
তা' ছাড়া,
তোমাকে বিধ্বস্তির অনলে নিক্ষেপ করবে তা'রা—
শোষণ-সুখ-পরিসেবার
প্রলোভন-প্রলুব্ধ হ'য়ে ;
শুধু পুরুষের চাইতে
নারী-পুরুষের পরস্পরের ভিতর
এই জাতীয় জুগুপ্সা বা অপচিকীর্ষা
বেশীই সংঘটিত হ'য়ে থাকে ;
বুঝে চ'লো—
যা'তে বেদনা না পাও,
আর, তোমার অন্তরের কমনীয়তা
বিক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত না হ'য়ে ওঠে ;
যতই তেমনি ক'রে চলতে পার—
ততই ভাল। ৫২৬৮।
৩০।৬।১৯৫৩, রাত্রি ৮টা

যা'দের অস্মিতা
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধতায় অভিভূত হ'য়ে
তৎ-সন্ধিৎসায়
নিজের দৃষ্টিকে রঙ্গিল ক'রে চ'লে থাকে,
তা'দের পর্য্যালোচনা বা ধারণা
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়েই থাকে,
ওতেই বিব্রত হ'য়ে

তা'র ইন্ধন-সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকে তা'রা ;
তা'দের দর্শন, আলোচন ও বিবরণ
প্রায়ই ব্যতিক্রমদুষ্ট,—ভ্রান্তিবিলোল,
রাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব
তা'দিগকে বঞ্চনার ধান্ধায়
পরিচালিত ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ৫২৬৯।
১।৭।১৯৫৩, সকাল ৬-৩৫

সুযুক্ত বাস্তব বিনায়ন না থাকলে
বোধ গজায় না,
আর, বোধ না গজালে
উপভোগও আসে না। ৫২৭০।
১।৭।১৯৫৩, সকাল ৭টা

প্রিয়কে উপচয়ী করবার ধান্ধাই যা'র নেই,
আহরণ-তৎপর সে কমই হ'য়ে থাকে,
অনাসক্ত হ'য়েও সঞ্চয়শীল হ'তে পারে সে কম। ৫২৭১।
১।৭।১৯৫৩, সকাল ৭-১০

প্রকৃতি যদি সর্ব্বসঙ্গতিশালিনী
অচ্যুত যোগ-বিনায়নায়
পুরুষ-অনুশায়িনী না হয়,
বা ঐ অনুশায়িনী প্রবণতার
কোথাও যদি কোনপ্রকার খাঁকতি থাকে,
তৎ-সঙ্গর্ভী সৃষ্টিতেও
অমনতর খাঁক্‌তি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, নারী যদি
বর্ণ, বংশ ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষে
সত্তা-সঙ্গতি নিয়ে

সর্ব্বতোদীপনায়
পুরুষ-অনুশায়িনী না হয়—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, স্বার্থে
গুণানুবীক্ষণী তৎপরতা নিয়ে,—
তা'র সন্তান-সন্ততি তেমনতরই খাঁক্তি-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
আর, অনুধ্যায়িনী, অন্বয়ী, অনুচর্য্যানিরতা
স্বতঃ-সেবামুখর, সর্ব্বতো-অভিদীপনী
সুযুক্ত সক্রিয়তায়
যে-নারী তদনুশায়িনী তৎপরতা নিয়ে চলে,
তা'র সন্তান-সন্ততিও তেমনি
স্থয়ী-প্রাণ তেজ-বীর্য্যের অধিকারী হ'য়ে
সুবৈশিষ্ট্যে উদ্‌গতিশীল হ'য়ে চলতে থাকে,
—প্রকৃতিরই এই আশিস্‌-বিনায়না ;
তাই, যে-নারী
পুরুষের অমনতর অনুচর্য্যাপরায়ণ
আত্মোৎসর্গী অনুবেদনাপ্রবণ,
ও শ্রদ্ধাশীলা নয়,
সে কুৎসিত অর্থাৎ খাঁক্‌তিপূর্ণ সন্ততিরই
মাতৃত্ব লাভ ক'রে থাকে ;
তাই, শ্রদ্ধাশীলা যে নয়—
পুরুষ-সংশ্রয়ে সন্তান-সন্ততির জননী হওয়া
তা'র পক্ষে একটা দিগ্‌দারি মাত্র। ৫২৭২।
১।৭।১৯৫৩, সকাল ৭-৩৫

পুরুষের পৌরুষ-প্রবণতার
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুচর্য্যী নারী-প্রকৃতি
পুরুষের ঐ সম্বেগ-সন্দীপিত গুণদীপনাকে
মূর্ত্ত ক'রে তোলে—
ঐ প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত রজো-বিন্যাসে ;
তাই, ওর খাঁক্‌তি যেখানে যেমনতর,

সন্তান-সন্ততির বৈশিষ্ট্যানুগ প্রকৃতিরও
খাঁক্‌তি সেখানে তেমনি। ৫২৭৩।
১।৭।১৯৫৩, সকাল ৭-৪০

নারী যদি স্বভাব-শ্রদ্ধ
অনুশায়িতা নিয়ে
তৃপণ-দীপনায়
অনুচর্য্যী অবদানের সহিত
সর্ব্বতোভাবে-বরেণ্য শ্রেয়পুরুষে
সক্রিয় অনুগতি-সম্পন্না না হয়,
বা কোন পুরুষে কোনরকম ব্যতিক্রম-বিক্ষুব্ধা হ'য়ে চলে,
তা'র সন্তান-সন্ততি
তেমনতর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জৈবী-সঙ্গতি নিয়েই
উদ্‌গতি লাভ করে—
তেমনতরই খাঁক্‌তি নিয়ে,
আবার, নারী যেখানে
সুনিষ্ঠ, শ্রেয়-সংশ্রয়ী উপযুক্ত শ্রেয় স্বামীতে
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা, অনুচর্য্যা ও অবদানমুখর হ'য়ে চলে—
সর্ব্বকর্ম্মে তাঁ'র সহানুধ্যায়িনী
ও সাহায্যকারিণী হ'য়ে—
স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য-অনুযায়ী,—
তা'র সন্তান-সন্ততিও তেমনতরই
সুসঙ্গত নিষ্পন্ন-বীর্য্য হয়—
আয়ু, বল, শৌর্য্য, মেধা, স্মৃতি
ও পিতৃপুরুষের গুণাবলীর অধিকারী হ'য়ে ;
ঐ অনুসরণ ও অনুচলনেই
সন্দীপনার অন্বিত সার্থকতায়
সে নিজেও পরিপুষ্ট হ'য়ে চলে—
তোষণ-তৃপণা নিয়ে,

একানুধ্যায়িতার তর্পণমুখর
তপস্যার শালীনতায়
হৃষ্ট-গতিতে। ৫২৭৪।
১।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১৫

যে-কাজের জন্য
যা' উপার্জ্জন কর,
তা' তা'তেই খরচ ক'রো,—
অন্য ব্যাপারে নয় ;
সেই অন্য ব্যাপারে খরচ-করা-অভ্যাসের ফলে
তোমার বোধি-ব্যবস্থিতি ও অভ্যাস
ব্যতিক্রমী, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
সে-কাজ হ'য়েও যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে
তা' মজুত-তহবিলে রেখে দেবে ;
কোন ব্যাপারে, কাজে
যদি নিতান্ত প্রয়োজন বোধ কর,
তখন তা' হ'তে নিয়ে
আবার তা'কে বিহিতভাবে
পূরণ ক'রে রেখো ;
এই অভ্যাসে যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার বিন্যাস-ব্যবস্থিতি পুষ্ট হ'য়ে উঠবে ততই ;
আর, তোমার মজুত তহবিলও বেড়ে গিয়ে
তোমার ইষ্টপোষক তহবিল-রূপে
অনটনে তোমাকে সাহায্য করবে,
তোমার স্বচ্ছন্দ চলন
অনেকখানি অব্যাহত হ'য়ে চলবে ;
নয়তো তোমার জীবন
বিপাক-সঙ্কুল, অনটনগ্রস্ত ও অব্যবস্থ হ'য়ে
অনেক দিগ্‌দারির আবাহক হ'য়ে
চলতে পারে ;

বুঝে দেখো—
যা'তে ভাল হয়,
তেমনিভাবে চ'লো । ৫২৭৫ ।
২।৭।১৯৫৩, বেলা ১১টা

তোমার ধর্ম্মপ্রবচন যদি
অন্যের অস্তিবৃদ্ধিতে উদাসীন থেকে
কেবল নিজের স্বার্থপুষ্টির ফন্দীরূপেই
ব্যবহৃত হয়,
যদি তা' অন্যের সত্তার উৎক্রমণী চলনে
অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'দিগকেও আপূরিত ক'রে না তোলে—
সক্রিয় অনুপ্রেরণায়,
যোগ্যতার বাস্তব কর্ম্মানুচর্য্যায়,—
তা' কিন্তু তোমাকেও বঞ্চিত করবে,
আর, সে-প্রবচনে
জীবনপ্রেরণাও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে না ;
ফলে, ঐ ধর্ম্মপ্রবচন
অন্যের যোগ্যতাকেও
জীয়ন্ত ক'রে তুলবে না ;
তোমার ঐ স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
ব্যর্থতার বিপন্ন আহুতিতে
আত্মবিলয় করতে বাধ্য হবে ;
তাই, তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ
ধর্ম্ম-প্রবচন,
ধর্ম্মানুসরণ,
ধর্ম্মানুচরণ
ও ধর্ম্মতপ
যদি প্রকৃত হয়,

তা' যেমন তোমাকেও
সম্বর্দ্ধনার সাত্ত্বিক অভিদীপনায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
তেমনি তা' অন্যকেও
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক
বিহিত প্রেরণায়
তৃপণ-আতিশয্যে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তুলে থাকে ;—
ঐ ধর্ম্মপ্রবচন ধন্য ক'রে তোলে সবাইকে। ৫২৭৬।
৩।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৯-৩০

নারী-প্রকৃতি সুকেন্দ্রিক অন্বয়ে
যে-ভাব দ্বারা
যত প্রভাবিত হয়,
তৎপ্রসূত সন্তান-সন্ততিতেও
তা'র তেমনতরই ছাপ প'ড়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ ভাবানুপ্রেরণার ভিতর-দিয়েই
ঐ নারীর ডিম্বকোষের অন্তর্নিহিত রজোবিন্যাসও
অমনতর মূর্ত্তনার অনুকূল হ'য়ে ওঠে ;
আর, সেই বিন্যাসই পুংবীজকেও
তেমনতর মূর্ত্তনাতেই
মূর্ত্ত করার প্রবণতায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে অনেকখানি ;
তাই, নারীর সুকেন্দ্রিক
সুষ্ঠু অনুপ্রাণন-অনুচর্য্যা—
যা' একানুধ্যায়ী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় আবেগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
তৎ-অনুগতি-সম্পন্ন ক'রে তোলে,
সন্তান-সন্ততির প্রকৃতিও প্রকৃত হ'য়ে ওঠে তেমনতরই
অনেকখানি ;

তাই, সাধারণতঃ ব'লে থাকে—
'নরাণাং মাতুলক্রমঃ',
—শুধু মাতুলক্রম কেন ?
সক্রিয়-অনুভাবিতা-অনুক্রমও বটে। ৫২৭৭।
৫।৭।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

রাজনীতিই পূর্ত্তনীতি—
যা' মানুষের অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি-অনুশীলনাকে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
প্রকৃষ্ট পরিচর্য্যায়
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোলে—
স্ফুটতর পরিক্রমায়,
অন্বিত পারিবেশিক সঙ্গতি নিয়ে,
পারস্পরিকতার আলিঙ্গন-অনুদীপনায়
পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি স্বার্থান্বিত ক'রে ;
তাই, ধর্ম্মই
রাজনীতি বা পূর্ত্তনীতির প্রাণন-স্পন্দন। ৫২৭৮।
৫।৭।১৯৫৩, বিকাল ৫-৪৫

তুমি যেমনই মানুষ হও না কেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-শ্রেয়-নিষ্ঠ
অর্থাৎ ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়ী তৎপরতার সহিত
বিশেষ ও বৈধী বিনায়নী চলনে চলতে
নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোল—
আত্মবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
উপচয়ী তদর্থ-অনুদীপনায়,
সঙ্গতশীল সার্থক অন্বয়ে,

তা' তুমি কামুকই হও,
ক্রোধীই হও,
লোভীই হও,
মোহ-মাৎসর্য্যের অনুচলন নিয়েই থাক ;
ঐ ইষ্টার্থ-অনুশীলনী পরিচর্য্যায়
তুমি বৈধী-অনুক্রমণায় যাই কর না কেন,
তোমার দীপ্ত স্বভাব ও চলন
কাউকে অপলাপের অভিযাত্রী ক'রে তুলবে না ;
তোমার প্রেরণা-প্রদীপ্ত
ঐ ইষ্টার্থ-অনুচলনী স্বভাবকে
অনুসরণ ক'রে চল—
লোকহিতী তৎপরতায়,
শুভপ্রসূ বিহিত বিনায়নায়,—
তখন তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তির আন্দোলনের ভিতর
ইষ্টার্থই রূপ-পরিগ্রহ ক'রে
ক্ষেমবাহী ক'রে তুলবে সবাইকে ;
ঐ ইষ্টার্থ-অনুপ্রাণন-প্রবোধনা-অনুশায়ী
প্রেরণ-দীপনা
তোমাকে প্রদীপবাহী ক'রে
মোক্ষের সার্থক আবাহনে
তুমি ও তোমাতে সঙ্গতিশীল সবাইকে
অভ্যর্থনা করবে—
আলোক-দীপনায় ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই আশিস্-কৃপা। ৫২৭৯।
৫।৭।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭-৫

চাহিদা আছে,
নেওয়া আছে—
কিন্তু দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভের
নেশা নেই যা'দের,

তা'দের অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ পরশ্রীকাতরতায়
পদদলিত হয়ই হয়,
তা' ছাড়া, রুষ্ট ইঙ্গিত
কোপক্ষেপণায়
অনেককেই বিদ্ধ ক'রে তোলে—
অকৃতজ্ঞতার ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে। ৫২৮০।
৬।৭।১৯৫৩, সকাল ৭-৩০

তুমি যদি শ্রেয়কেন্দ্রিক না হও,
ঐ অন্বিত সঙ্গতি-শালিন্যে
তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
না তোল যদি,
তাহ'লে প্রবৃত্তিপীড়িত ছন্নতার হাত হ'তে—
তা' অল্পই হো'ক আর বিস্তরই হো'ক,
রেহাই পাওয়া অসম্ভবই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
তোমার ব্যক্তিত্বও বোধ-সঙ্গতি নিয়ে
সুব্যবস্থ বিনায়িত সন্দীপনায়
দানাই বেঁধে উঠবে না। ৫২৮১।
৬।৭।১৯৫৩, বেলা ১১-৪৫

তুমি পেলে,
কিন্তু তোমার বোধ-বিনায়িত
কুশল প্রচেষ্টা যদি
অন্যের অভাব-পূরণে কাতর হয়
বা অবহেলা করে—
কিংবা অন্যকে অমনি ক'রে দিতে
অনুপ্রাণিত না করে—
আত্মপ্রণোদনী তৎপরতায়,
তোমার প্রাপ্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না কিছুতেই ;

আবার, তুমি যাঁর অনুকম্পায় পাও,
তাঁকে বাস্তবভাবে পূরণ না ক'রে
অভাবগ্রস্ত যা'কে যেখানে পাও,
তা'দের জন্য নিজে সাধ্যমত দায়িত্ব না নিয়ে
যদি তোমার ঐ প্রতিপালকের স্কন্ধেই
চাপিয়ে দাও,
তবে তোমার ঐ মেকী সহানুভূতি
তোমার ঐ পরিপোষককেই বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে,
তোমার পোষণ-উৎস খিন্ন হ'য়ে
তুমিও বিপন্ন হ'য়ে উঠবে—
যোগ্যতার অপলাপী অনুক্রমণায়। ৫২৮২।
৬।৭।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

তুমি মানুষের যোগ্যতার আহরণ
উপভোগ কর,
কিন্তু ঐ উপভোগ যদি তোমার
যোগ্যতাকে সন্দীপ্ত না ক'রে তোলে,
তোমার ঐ ভোগ-বিভব
অতি সত্বরই ম্লান হ'য়ে উঠবে। ৫২৮৩।
৬।৭।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫

আগ্রহ যখন অপারগতাকে মনন করে না,
পারগতার পথ
তখনই প্রশস্ত হ'য়ে উঠতে থাকে। ৫২৮৪।
৭।৭।১৯৫৩, সকাল ৬-৪৫

পেলে যা'রা খুশী হয়,
ঐ আকাঙ্ক্ষাই যা'দের সুখ-তৃষ্ণা,
দিতে হ'লেই কষ্ট অনুভব করে,

তা'রা নিম্নসাধারণ,
অন্তর-তৃপ্তি তা'দের উচ্ছলই হয় কম ;
আবার, যা'রা পেয়ে খুশী হ'লেও
দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা পেয়ে ব'সে থাকে,
দিয়েও বিনীত আত্মপ্রসাদে
সুখলাস্য-নন্দিত হ'য়ে ওঠে—
তা'রা সাধারণ হ'লেও উচ্চ ;
আর, যা'রা দেওয়ার ভিতর-দিয়ে
আত্ম-উপভোগ-অনুদীপনায়
নিজেকে প্রসাদ-উচ্ছল অনুভব করে,
স্বস্তি ও অস্তিত্বপোষণী অবদান-অনুচর্য্যী
উদ্যোগ-অভিদীপনায়
মানুষকে যোগ্যতায় উৎক্রমণশীল ক'রে
সন্তোষে নিজেদের স্বস্তিমণ্ডিত অনুভব করে,
দেওয়ার প্রলোভন-প্রসাদে তর্পিত হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি-অবদান যা'দিগকে উৎক্রমণী ক'রে
অন্যের প্রতিও
প্রীতি-অবদানমুখর ক'রে তোলে—
বাক্যে, ব্যবহারে ও অনুচর্য্যায়,—
যা'দের হৃদয় বিভা বিকীরণ ক'রে চলে —
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তর্পিত ছন্দে,—
মহৎ মানুষ তা'রা। ৫২৮৫।
৭।৭।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

বৈশিষ্ট্যপালী আচার্য্য-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ঈশ্বর-অনুবেদনায়
তাঁকে ধর,
আর, চলও তেমনি—
ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় যা'-কিছুকে

বিনায়িত ক'রে শুভে—
আত্মনিয়ন্ত্রণে,—
ক'রে চল এমনি ক'রে ;
এই করাই তোমাকে সঙ্গতিশীল ক'রে
অমনতর ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে,
তুমি হবে,
এই হওয়াই পাওয়ার উদ্‌গাতা ;
ভাবালু চলনা,
কর্ম্মহীন কথা
ঈশিত্বকে স্পর্শও করে না ;
ঐ অমনতর ধারণ-পালনের ভিতর-দিয়ে যে-হওয়া
সে-হওয়াই ঈশ্বর-স্পর্শী ;
নয়তো, ঐ ব্যতিক্রমী ভাবালুতা,
প্রবৃত্তি-অনুপ্রেরিত সঙ্গতিহারা কর্ম্ম
প্রচ্ছন্নভাবেই হো'ক—
আর প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক—
ছন্নতাতেই নিষণ্ণ ক'রে তুলবে তোমাকে। ৫২৮৬।
৭।৭।১৯৫৩, বিকাল ৫-১৫

তুমি ইষ্টার্থ-অনুদীপনায় অচ্যুত থেকে
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে, সোহাগে, আদরে,
আপ্যায়নী সৌজন্যে,
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
শুভ-অভিব্যক্তি দিতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না—
যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি ক'রেই ;
তেমনতর অভিব্যক্তি যদি না দাও,
এবং বাস্তবে তেমনভাবে না চল—
শুভ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—

তোমার অন্তরের গ্রন্থিগুলি পরিস্ফুরিত হ'য়ে
শুভ-সঙ্গতিতে সুবিন্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
বরং তা' দমিত হ'য়ে বিশুষ্কই হ'য়ে উঠবে;
অন্তরের সুভাব ও সদ্ভাব যা'-কিছু
তা'রও যদি বিহিত অভিব্যক্তি না দাও—
আত্মনিয়মনী তৎপরতায়,
তবে ঐ দমিত ধুক্ষা,
অন্তরের ঐ প্রবণতাকে
সঙ্গতি-শালিন্যে বিনায়িতই হ'তে দেবে না,
বা তা' কর্ম্মনিরত হ'য়ে
অন্বিত তৎপরতায়
সার্থক অভিব্যক্তিতে
অন্তরে পরিস্ফুটিত হ'য়ে
তোমার হৃদয়-আবেগকে ফুটন্তই হ'তে দেবে না;
ফলে, ভাবানুদীপনা সার্থক সম্বেগে
ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠবে না—
উচ্ছল বিকীরণায়
নিজেকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে;
আর, তোমার সান্নিধ্য ও সংস্রবদীপনায়
তোমার জীবন-বিকীরণাও
তোমার প্রিয়র প্রাণন-সম্বেগকে
উচ্ছল অনুবেদনায়
আগ্রহদীপ্ত ক'রে
জীবনীয় ক'রে তুলবে না—
যা'র ফলে, তিনি
কুশলকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে পারেন—
সংশ্রয়ী উজ্জীবন-প্রক্রিয়ার অনুরণনে;
তাই, তদনুগ অভিব্যক্তিতে
নিজে ফুল্ল হ'য়ে
প্রিয়কেও ফুল্ল ক'রে তোল;

তোমার স্ফুরিত হৃদয়
স্ফুরণার অভিনন্দনে
উৎকীর্ণ ক'রে তুলবে সবাইকে—
ঐ ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে
পরম সার্থকতায় ;
ঈশ্বর সবারই আত্মিক অনুদীপনা,
চারিত্রিক অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
তাঁ'র আশিস-দ্যুতি । ৫২৮৭ ।

৭।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৮টা

তোমার প্রেষ্ঠ যিনি,
যিনি তোমার প্রিয়পরম,
পরম-বাঞ্ছিত যিনি,
এক কথায়, তুমি যাঁকে সবচেয়ে ভালবাস,
যাঁ'র জীবন-মূর্চ্ছনা তোমার প্রাণন-স্পন্দন,
যিনি না থাকলে
তোমার বেঁচে-থাকাই অর্থহীন হ'য়ে ওঠে,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তোমার যিনি,
তাঁ'কে যে ভালবাসে,
তাঁ'র কল্যাণ-অনুচর্য্যী যে,
তাঁ'র জীবন-নন্দনাই যা'র একমাত্র কামনা,
পরম শুভদ যিনি তাঁর,—
তোমার সাথে সেই তা'র
যতই বিরোধ থাক না কেন,
তা'র কল্যাণকামী যদি না হ'তে পার,
স্বতঃ-সন্দীপনায় তা'কে যদি
ভালবাসতে না পার,—
তোমার ঐ বাঞ্ছিত প্রিয়পরমের প্রতি ভালবাসায়
ততখানিই খাঁক্‌তি আছে কিন্তু ;

আবার তেমনি, ঐ প্রিয়পরম বা বাঞ্ছিতের
অকল্যাণকামী যে—
তা'র প্রতি যত সৌহার্দ্দ্যই থাক্ না কেন তোমার,
তোমার প্রিয়ের প্রতি তা'র ঐ ব্যবহার
তোমার অন্তরে যদি দাগা না দেয়,
তা'র ঐ বিরোধ-প্রবৃত্তিকে যদি তুমি
নিরোধ করতে প্রয়াসী না হও,
এবং সে তোমার স্বজন হ'লেও
তোমার প্রেষ্ঠের প্রতি
তা'র ঐ ব্যবহারের নিরসন না হওয়া পর্য্যন্ত
যদি তা'কে তোমার
সত্তা ও স্বার্থ-পরিপন্থী ব'লে মনে না কর,—
বুঝে নিও—
ঐ প্রিয়পরমের সহিত
তোমার সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই,
প্রীতিনিবদ্ধ নও তুমি তাঁ'র সাথে ;
তোমার ঐ বাঞ্ছিতের সুহৃদ যা'রা
তা'রা তোমারও সুহৃদ হওয়া উচিত
সহজভাবে,
দুর্হৃদ বা শত্রু যা'রা,
তা'দের প্রতি যতই প্রীতি-অনুদীপনা
থেকে থাকুক না কেন,
তোমারও দুর্হৃদ বা শত্রু তারা ;
জীবনকে যদি এমনতর প্রীতিনিবদ্ধ করতে পার,
তবে সে-প্রীতি
তোমার জীবনকে আপ্যায়িত করবে সর্ব্বতোভাবে.
আর, তোমার প্রীতি যদি
এতখানি গভীর না হয়,
যা'র ফলে, স্বতঃ-উৎসারিত
পরাক্রম-প্রবোধনায়

তা' তোমার বাঞ্ছিতের শত্রু বা দুর্হৃদকে
নিরুদ্ধ বা নিরাকৃত না ক'রেই
ক্ষান্ত না হয়,
তবে সে-ক্ষেত্রে বাহ্যিক সৌজন্য
বজায় রেখে চলতে পার—
নিরাকরণী উদ্দীপনাকে সক্রিয় রেখে ;
আবার, যেখানে বাঞ্ছিতের প্রতি
অমনতর গভীর প্রীতি নাই,
সেখানে কর্ম্মহীন ভাবালুপ্রীতি-অভিব্যক্তির ভাঁওতায়
লোককে বিভ্রান্ত না করাই ভাল,
তা'তে অন্ততঃ তোমার ঐ প্রিয়ের পরিবেশ
ঐ প্রিয়ের রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যাপারে
তোমার উপর নির্ভরশীল হ'য়ে
তাঁর নিরাপত্তাকে বিপন্ন হ'তে দেবে না,
তুমিও মিথ্যাচার হ'তে রেহাই পাবে। ৫২৮৮।
৮।৭।১৯৫৩, সকাল ৬-৫০

বিশ্বপ্রেমের খোসখেয়ালে
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যাকে
অবহেলা ক'রে
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
যে-মুহূর্ত্তেই অপমানিত করলে—
নৈষ্ঠিক সুকেন্দ্রিকতাকে অবদলিত ক'রে,—
অসৎ ও অস্তিবৃদ্ধির পক্ষে অন্যায্য যা'
তা'র স্তম্ভনায় বিমূঢ় হ'য়ে
ঐ অসতে অহিংস হ'য়ে উঠলে যখনই—
অজ্ঞতার বিজ্ঞ দাপটে,—
বিশ্বপ্রেম দীর্ঘনিঃশ্বাসে
তোমাকে অভিশপ্ত ক'রে তুললো তখন থেকেই ;

তোমার অন্তরাবেগ ছন্নতায় সমাকীর্ণ হ'য়ে
ক্লীবত্বের আরাধনা-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকলো ;
ক্লীব-প্রীতির কুস্বপ্নই তোমাকে
ভ্রান্তির আলেয়ায় বিমূঢ় ক'রে
প্রীণন-আকূতিকে
অপহরণ করলো তখন থেকেই ;
সজাগ থেকো—
সাবধান হও । ৫২৮৯।
৮।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫৫

যাঁকে তুমি তোমার বাঞ্ছিত ভেবে
বা ব'লে থাক,
প্রিয় ব'লে থাক,
আরাধ্য ব'লে অভিহিত কর,
তাঁর চাহিদা বা নির্দ্দেশ যদি
তোমাতে তোমার ইচ্ছা বা বাঞ্ছায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে না ওঠে—
সৎ-অনুক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে,
আর, তদনুপাতিক তুমি
তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সক্রিয়ভাবে নিষ্পাদন-নিরত হ'য়ে
না উঠতে পার,
বা অলস দ্বৈধতা নিয়ে
বাক্-চঞ্চল অনুক্রমণায়ই
তা'র পরিসমাপ্তি ঘটাও,
বা তোমার পছন্দ-অপছন্দের
দুর্ম্মনা কষ্টিতে ফেলে
নিরস্ত হ'য়ে ওঠ,
তেমনতর না কর
বা তেমনতর না চল,

ঐ প্রীতি-উৎসারণা
তোমার বোধিমর্ম্মকে বিনায়িত ক'রে
ধী ও ধৃতিকে আবাহন করবে না ;
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার বাঞ্ছিতে বা প্রিয়তে
সুকেন্দ্রিক নও তুমি,
তাঁতে আত্মবিনায়ন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না তোমার,
তোমার প্রীতি প্রত্যাশাপীড়িত—
লুব্ধ,
প্রিয়কে তুমি ভালবাস না,
ভালবাস তোমার প্রবৃত্তির পরিচর্য্যী
সোহাগ ও অবদান,
তুমি তখনও কপট তোমার ঐ প্রিয়তে ;
হৃদয় তোমার ঐ রাগরতিতে
রঞ্জিত হ'য়ে উঠবে না,
শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে না,
পরাক্রম-প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
বোধও ধী বা ধৃতিতে
সজাগ হ'য়ে থাকতে পারবে না,
মুদিত সন্ধিৎসা
তোমাকে মূঢ় ক'রেই রাখবে,
বাঞ্ছিত তোমার বাঞ্ছাকল্পতরু হ'য়ে
তোমাতে দেদীপ্যমান হ'য়ে রইবে না ;
ভ্রষ্টতার আপশোষ
তোমার জীবনের প্রতিটি ছন্দে
তোমাকে বিদ্রূপ ক'রেই চলতে থাকবে,
তোমার দেবার প্রবৃত্তি ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না,
চাহিদার লোলজিহ্বাই
তোমাকে লোলুপ ইঙ্গিতে

লুব্ধ বিদ্রূপে
আঘাত হেনে চলতে থাকবে ;
বোঝ, ভাব, —দেখে চল
—কী চাও তুমি। ৫২৯০।
৮।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৯-১৫

অস্তিত্বের স্বস্তিবাচী হও,
বর্দ্ধনাকে বরেণ্য ক'রে তোল,
যে রাখতে জানে
তা'কে সাহায্য কর,
যে বাড়াতে জানে
তা'কে দাও,
আর, যে রাখতে জানে না—
সে বাড়াতেও জানে না,
তা'কে সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনে যোগ্য ক'রে তোল। ৫২৯১।
৯।৭।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

কামুক হ'তে যেও না,
মানুষের কাম্য হ'য়ে ওঠ। ৫২৯২।
৯।৭।১৯৫৩, বিকাল ৫-২০

শৌর্য্যশালিনী ধী ও ধৃতি-সম্পন্না
সৎ-অনুধ্যায়িনী সাধ্বী জননীর আবাহন কর,
—বৈধী যাগ-নিয়মনে,—
দেববীর্য্যী সন্ততিতে
পরিবার পরিভূষিত হ'য়ে উঠুক ;
জাতি
প্রস্বস্তিতে অমৃতস্রবা হ'য়ে উঠবে। ৫২৯৩।
৯।৭।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩৫

মানুষের স্বতঃ-অনুরাগ
তীব্র বা শ্লথস্রোতা কিনা
অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বা চ্যুতিশীল কিনা,
আর, তা'র পরিচালক-প্রবৃত্তি কী,

অর্থাৎ সব কাজের ভিতর-দিয়ে
কিসের সুবিধা খোঁজে সে,
সে-খোঁজটা আবার কী প্রবৃত্তি-সঞ্জাত,—

এই দেখে ঠিক ক'রো—
মোক্‌থাভাবে,—
সে কেমন মানুষ,
তা'কে দিয়ে কীই বা হ'তে পারে। ৫২৯৪।
৯।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৮-২৫

তোমাকে যা'র প্রয়োজন নাই—
এমনতর যদি কেউ থাকে,
সে কখনও তোমার প্রয়োজনেও লাগতে পারে,
তাই, তোমার প্রয়োজনেই
তা'র সাথে সঙ্গতি রেখো,
সে সেই সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
তোমাকেও তা'র প্রয়োজনীয় ক'রে তুলবে,
এই প্রয়োজন-নিবন্ধতার ভিতর-দিয়ে
সে তোমাতে এবং তুমি তা'তে
সংশ্লিষ্ট হ'য়ে উঠতে পারবে হয়তো,
যা'র ফলে, উভয়ে উভয়েরই
পোষণ-পূরণী হ'য়ে উঠতে পারবে—
শ্রদ্ধানিবদ্ধ সংশ্রয়ী চর্য্যার ভিতর-দিয়ে ;
আর, যাই কর, তাই কর,
সংহতি ও সংশ্রয়ের সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে কিন্তু

এক-আদর্শ-অনুপ্রাণতার ভিতর-দিয়ে—
সাত্ত্বিক নিবন্ধনায়। ৫২৯৫।
৯।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৩৫

স্বামী কথার অর্থই হ'চ্ছে—
যিনি তোমার স্ব,
এক কথায়, যিনি তোমার সত্তা,
তুমি যদি তাঁতে এমনতরভাবে
নিজেকে নিবদ্ধ ক'রতে না পার,
সমাহিত হ'তে না পার,
যা'র ফলে, নিজের সত্তাকে
সর্ব্বতোভাবে তাঁতে অর্থান্বিত ক'রে তোলা সম্ভব হয়,—
তোমার নারীত্ব বা স্ত্রীত্ব
তখনও সার্থক হ'য়ে ওঠেনি,
বা অর্শে নি,
তুমি তাঁ'র আওতায় আছ মাত্র,
তাঁ'র স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাকে অতিক্রম ক'রে
বা ব্যর্থ ক'রে
তোমার আত্মস্বার্থপরিচর্য্যায়
যে-মুহূর্ত্ত থেকে
তুমি অন্তরাসী হ'য়ে উঠলে—
যা'র ফল তাঁ'র সত্তা ও স্বার্থকে
পরিপোষিত ক'রে
তোমাকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তোলে না,
সেখানে তোমার আত্ম-অনুচর্য্যাই
প্রবল কিন্তু,
তোমার তথাকথিত স্ত্রীত্ব
সেখানে সার্থকই হ'য়ে ওঠে না ;
বেশী যদি হয়,

তুমি সত্ত্ব-নিবন্ধ সেখানে মাত্র,
তুমি তাঁর পত্নী নও,
বা স্ত্রী নও,
সে স্থলে তাঁর কোন বিষয়ে বা কোন ব্যাপারে
সম্পদে বা বিপদে
তোমার কোন আধিপত্য নেই,
কারণ, তুমি তাঁকে ধারণও কর না,
পালনও কর না,
তুমি তাঁর জীবনে একটা অত্যাচারী উৎক্ষেপ ছাড়া
কিছুই নওকো ;

এইভাবে চললে
প্রকৃতির অনুশাসন তোমাকে
তাঁতে বা তাঁর যা'-কিছুতে
বিনায়িত হ'তে দেবে না,
তাই, তাঁ' হ'তে পেতেও পার না
তুমি কিছু,
তুমি তাঁর পক্ষে ঠগী ছাড়া
আর কিছুই নওকো। ৫২৯৬।
১১।৭।১৯৫৩, সকাল ৭-১৫

তোমার চলা, বলা ও করা
উদ্দেশ্যে অর্থান্বিত হ'য়ে
নিষ্পন্নতাকে নিখুঁত ক'রে
বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রেই যদি না তুললো—
সঙ্গতিশালিন্যে,—

তোমার বাক্-ব্যঞ্জনী কল্পনা
প্রার্থনাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারলো না কিন্তু। ৫২৯৭।
১১।৭।১৯৫৩, সকাল ৭-২৫

কৌমার্য্যই যে ধর্ম্মাচরণের মানদণ্ড—
তা' কিন্তু নয়,
সাত্ত্বিক আহার, সৎ-আচার
ও সক্রিয় সুকেন্দ্রিক সৎ-অনুরাগই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মাচরণী সংশ্রয়,
কৌমার্য্য তা'র একটা ব্যঞ্জনা-মাত্র। ৫২৯৮।
১১।৭।১৯৫৩, সকাল ৯-১৫

ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ বৈধী কামাচরণ
ধর্ম্মলাভের পরিপন্থী তো নয়ই,
বরং তা'র সুষ্ঠু পন্থা। ৫২৯৯।
১১।৭।১৯৫৩, সকাল ৯-২৫

যে প্রাকৃতিক অনুশাসন অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক,
যে অনুনয়নে বা বিনায়নায়
বা নিয়মনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'য়ে
স্বভাবসিদ্ধ ক'রে তুললে
সঙ্গতি-শালিন্যে
সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বয়ে
বোধিমর্ম্মকে উদ্ভাসিত ক'রে
চারিত্রিক যোগ-বিকীরণী তৎপরতায়
সংহত ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে
ধৃতি ও ভৃতিকে
উচ্ছল উৎক্রমণী ক'রে তোলা যায়—
দেশ, কাল, পাত্র ও বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক,
আয়ুতে, বলে, বীর্য্যে,
অবাঞ্ছিত ও অনিরোধ্য প্রতিক্রিয়াকে এড়িয়ে,

এক কথায়, যা'র অনুপালন ও অনুসরণে
জৈবী-সংস্থিতিকে
বৈশিষ্ট্যমাফিক উপযুক্ত বিনায়নায় বিনায়িত ক'রে
উপযুক্ত বল, বীর্য্য ও আয়ুর অধিকারী হওয়া যায়,
—তাই শাস্ত্র, তাই বিধি,
তাইই প্রাকৃতিক অনুশাসন,—
যা' ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ও আপ্তগণ
এবং তাঁদের বাণীর সশ্রদ্ধ তাৎপর্য্যানুসরণী
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পরিজ্ঞাত হ'য়ে
মানুষ তদনুচলনে নিজেকে পরিচালিত ক'রে
চলতে পারে—
সার্থক আপূরণী সঙ্গতিসম্পন্ন যুগপর্য্যায়ী অনুক্রমণায় ;
আবার, যে-অনুশাসন বা নিয়মনার
বৈধী নিয়ন্ত্রণে চ'লে
কোন কিছু নিষ্পন্ন করা যায়—
অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়াকে নিরোধ ক'রে,—
তাইই তদ্বিষয়ক শাস্ত্র ;
ঈশ্বরই শাস্ত্র-যোনি। ৫৩০০।
১১।৭।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

তুমি যদি কোন বিষয়ে
বাধ্যতামূলকভাবে মনোনিবেশ করতে
আদিষ্ট হও,
এবং তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে না ওঠ,
তবে ঐ বাধ্যতাই
তোমার ঐ বিষয়ে অন্তরাসী হবার
বাধা হ'য়ে উঠবে,
আরো, ঐ বাধ্যতাই ঐ বিষয়ে

তোমার স্বতঃসন্দীপ্ত সঙ্গতিশীল অন্বয়ী চিন্তাতে
বিরাগ সৃষ্টি করবে ;
ফলে, ঐ বিষয়ে
সুদক্ষ বোধিকে অর্জ্জন করতে পারবে না,
যা'র দরুন বহু ক'রেও
বহুদর্শিতা-অর্জ্জন
দুরূহই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে ;
তাই, যা' করবে,
তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
তা'কে আয়ত্ত করতে লুব্ধ হ'য়ে ওঠ—
এমনতরভাবে—
যা'তে ঐ বিষয়ে সুচিন্তিত সুবীক্ষণা
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে তোমার,
এর ফলে, ঐ করার শ্রম
তোমাকে শ্রান্ত ক'রে তুলবে না কিছুতেই,
কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার এইই তুক ;
তাই, কাউকে দিয়ে কিছু করাতে হ'লে
তা'কে অন্তরাসী ক'রে তুলতে হয়,
আর, যে করবে
তা'কেও অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে হয় ;
অন্তরাসী হওয়া যেখানে যত কম,
কাজে গাফিলতিও সেখানে তত বেশী,
তাই, সাফল্য ও যোগ্যতাও
সেখানে সুদূরপরাহত,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত সুচিন্তিত সুকর্ম্ম-নিষ্পাদন-তৎপর যা'রা
তা'রাই যোগ্যতা ও কৃতিত্ব আহরণ ক'রে থাকে। ৫৩০১।
১২।৭।১৯৫৩, বিকাল ৫-১০

মানুষের স্বাস্থ্যকে অবহিত হও,
অবস্থাকে অবহিত হও,

সঙ্গতিকে অবহিত হও,
উদ্দেশ্যকে অবহিত হও,
উপায় ও অন্তঃকরণকে অবহিত হও,
ঐ অবহিতির অন্বিত সঙ্গতিকে জেনে
সুবিবেচনায় তা'র করণীয় নির্দ্ধারণ কর ;
নয়তো তা'
তা'র ব্যক্তিত্বে
সার্থক স্ফুরণায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে না,
সে তা' বুঝতেও পারবে না,
করতেও পারবে না,
ঐ না-বোঝা, না-করা
তা'কে হ'তেও দেবে না । ৫৩০২ ।
১২।৭।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১০

কেন, কী উদ্দেশ্যে,
কেমন ক'রে কী করা হয়েছে,—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' দেখ,
বেশ সঙ্গতি নিয়ে তা'কে বিবেচনা কর,
আর, সেই উদ্দেশ্য-অন্বিত
সঙ্গতির উপর দাঁড়িয়ে
তা'র যদি কিছু উন্নতি করতে পার
তা' করতে চেষ্টা কর,
ঐ করতে গিয়ে
যা' ছিল তা'র আবার
অবনতি ঘটিয়ে ফেলো না,
সুচিন্তিত সুবীক্ষণী সঙ্গতিশালিন্যে
অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
ক্রিয়াপারম্পর্য্যকে লক্ষ্য ক'রে
বর্ত্তমান ও উত্তরকালে

যে সমস্ত অসুবিধা ঘটতে পারে
বেশ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সেগুলি চিন্তা ক'রে
যেখানে তা' যেমন সুবিন্যস্ত হ'তে পারে—
তা' ক'রো,—
আরোতর উদ্বর্দ্ধনায়—
সুযোগ-সুবিধার সম্যক বিকাশ-বিভবে
বিকশিত ক'রে তা'কে ;
যদি পার—
তা'কে আরো উৎকৃষ্টতর ক'রে
বিনায়িত ক'রে তোল,
প্রস্তুত ক'রে তোল ;
এতে তোমারও যোগ্যতা বাড়বে,
লোকেও তা' দেখে
যোগ্যতা-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার এমনতর যোগ্যতাভিমুখী চলন
মানুষকে যোগ্যতায় প্রবর্দ্ধিত ক'রে তুলবে ;
তাই, সুবিন্যাসকে ভেঙ্গো না,
কিন্তু যদি পার,
তা'কে উন্নত সংস্করণে
সংস্কৃত ক'রে তোল,
এতে তোমার বোধিও
সংস্কৃত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সংস্কারের
সম্বর্দ্ধনী সাধু সন্দীপনা। ৫৩০৩।
১২।৭।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫৫

অশ্রেয় যা'র বরেণ্য,—
আভিজাত্য তা'র অশিষ্ট,
জৈবী-সংস্থিতিও নিকৃষ্ট তা'র,

অন্তর্নিহিত যোগাবেগ ইতর-ধর্ষিত,
শ্রেয়-শ্রদ্ধা অসম্ভব তা'র পক্ষে,
তাই, ভজন-দীপনা তা'র
পরিধ্বংসেরই অভিযাত্রী,
অন্তর-বিনায়না ও ভাগ্যও তাই কুৎসিত। ৫৩০৪।
১২।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৪০

মুখ ধুয়ে অর্থাৎ কুলকুচো ক'রে
তোমার খাদ্য-পাত্রে
তা' ফেলতে যেও না,
তোমার লালা-গ্রন্থির উৎসেচন
তা'তে বিকার সৃষ্টি করতে পারে,
যা'র ফলে, ঐ পাত্র সুমার্জ্জিত না হ'লে
ঐ পাত্রস্থ অন্ন-পানীয় দুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে ;
গ্লাসে চুমুক দিয়ে খেলেও ঐ দশা হয়,
তাই, উঁচু ক'রে জল খাওয়াও
সদাচারের অঙ্গ। ৫৩০৫।
১২।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৪৫

অশ্রেয়কে উৎকর্ষী ক'রে তোল,
তোমার স্নেহল অনুচর্য্যায়
তোমাতে শ্রদ্ধোষিত ক'রে তোল তা'কে,
যা'তে তোমার কৃষ্টি-অনুশীলনাকে গ্রহণ ক'রে
সে সন্তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে
এবং নিজেকে ধন্য মনে করে,
উৎকর্ষণী অভিধায়না
তা'কে যেন পেয়েই বসে,
এবং বিহিত বোধবীক্ষণার ফলে
সত্তাপরিপন্থী নিকৃষ্ট রুচি সম্বন্ধে
সে যেন স্বতঃই অরুচি-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;

এমনি ক'রেই তোমার সংশ্রয়ে
অপকৃষ্ট যা'রা—
তা'রা উৎকৃষ্টে উন্নতি লাভ করুক ;
ঈশ্বরই উৎকর্ষণী অভিধা। ৫৩০৬।
১২।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫৫

কন্যা ! শতবার তুমি স্মরণ ক'রো,
বরেণ্য পুরুষে পরিণীত হওয়ার পূর্ব্বেই—
এমন-কি, বাগ্‌দানের পূর্ব্বেই—
বিশেষ বিচারণায় বিবেচনা ক'রো,
তোমার বৈশিষ্ট্য-অন্বিত আভিজাত্যকে স্মরণ ক'রে
এই সুসিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ো—
যে, তুমি, তোমার স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী
বা তৎ-সম্বন্ধীয় কা'রও
গলগ্রহ হবার জন্য
পরিণীতা হ'তে যা'চ্ছ না,
তোমার ভরণ-পোষণ-দায়িত্বে
তা'দিগকে বাধ্য করবার জন্য
ঐ সংসারে তুমি উপনীতা হ'তে যা'চ্ছ না ;
তুমি লক্ষ্মী—
তোমাকে আবাহন ক'রে তা'রা নিয়ে যা'চ্ছে—
সংসারকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করবার জন্য ;
তুমি যা'চ্ছ সেখানে—
তোমার শ্রদ্ধোষিত অচ্যুত প্রীতি-দীপনা,
ধী-বিনায়নী অনুচর্য্যা,
আলোচনা, সুদর্শন
ও সমীচীন সৌজন্য-আপ্যায়নায়
তোমার করণীয় যা'-কিছুকে
চিনে, জেনে, চিহ্নিত ক'রে

তা'র সুব্যবস্থিতি ও সুবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল করতে তা'দিগকে,
বাক্যে, ব্যবহারে, আয়ে, সংস্থিতিতে
অর্জ্জনী প্রেরণায় প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে সবাইকে,
আদর্শ-সংহতিতে বিনায়িত ক'রে তুলতে,
সংসারে সম্রাজ্ঞী হ'তে,
তা'দের ভার হবার জন্য নয়কো,
তা'দের ভার গ্রহণ করতে,
তাদিগকে ধারণ করতে,
পালন করতে,
প্রবর্দ্ধিত করতে ;
আর, তাই তোমার আভিজাত্যের গৌরব,
পিতৃপুরুষের সৌষ্ঠবমণ্ডিত সম্বর্দ্ধনা তোমার
সেখানে ;—
তোমার শিক্ষা, দীক্ষা,
ধী-প্রবুদ্ধ বিবেচনা,
সুদর্শনী ব্যবস্থিতি,
অর্জ্জন-উদয়নী অনুপ্রেরণা
যেন তেমনিই হয় ;
তুমি বধূ হ'তে চলেছ,
শ্রদ্ধা-সন্দীপ্ত অনুচারণার ভিতর-দিয়ে
বাক্য ও ব্যবহার-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনাকে আহরণ ক'রে চল—
স্বামীর সত্তাপোষণী হ'য়ে,
সংসারের সত্তাপোষণী হ'য়ে ;
তোমার স্বামীই যেন হ'য়ে ওঠেন
তোমার সত্তার সংস্থিতি,

আর, ঐ স্বামীর সংসার-সংরক্ষণী
অনুচর্য্যা ও ব্যবস্থিতিই যেন
তোমার উপজীব্য হ'য়ে ওঠে ;
আবার বলি—
এমনতর প্রস্তুতি নিয়ে তুমি সম্বর্দ্ধিত হও,
এমনতর দায়িত্ব নিয়েই
তোমার ধৃতি উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুক,
এমনতর পরিচর্য্যায়
পরিপালিত হ'য়ে উঠুক তোমার সংসার ;
তুমি ধারণে, পালনে
দুর্গা হ'য়ে ওঠ,
সতী হ'য়ে ওঠ,
সাবিত্রীর মত
অচ্যুত অনুচর্য্যা-অনুগমনী অনুপূরণে
তোমার স্বামীকে
জীয়ন্ত ক'রে তোল আরোতে—
জীবন-লাস্যে,
ছন্দায়িত শীল-সৌজন্যে ;
ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন,
ঈশ্বরই মানুষের আশিস্‌-উৎস। ৫৩০৭।
১৩।৭।১৯৫৩, সকাল ১০-২৫

তোমার সত্তা-অনুস্যূত
প্রবণ-তাৎপর্য্যগুলিকে
সৎ সুকেন্দ্রিক সুবিনায়না-সন্দীপ্ত ক'রে রেখো ;
তোমার যোগ-প্রবণতা,
যমন-প্রবণতা,
নিয়মন-প্রবণতা,
সন্ধিৎসু সম্বোধি
ও অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে

অস্তিবৃদ্ধির অনুচারী ক'রে
উদ্দীপ্ত সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বে
অন্বয়ী তৎপরতায়
তীক্ষ্ন, তীব্র ক'রে
প্রস্তুতির পদক্ষেপে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল,—
সার্থকতার হোমবহ্নি
হবি-উচ্ছল হ'য়ে
তোমাকে দেব-দীপী ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর পরম দৈবত। ৫৩০৮।
১৫।৭।১৯৫৩, সকাল ৬-৪০

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি তোমার,
তাঁকে যদি তুমি
প্রত্যাশামাফিক পেতে চাও,
উপভোগ করতে চাও,
তা' কিন্তু হ'য়ে ওঠা
একপ্রকার অসম্ভবই,
আর, তিনি যদি নিজেকে
তোমার চাহিদামাফিক উপলক্ষ্য ক'রে
নিয়ন্ত্রিত বা বিনায়িত ক'রে তোলেন,
তা' তোমার পক্ষে,
তোমার বিবর্ত্তনার পক্ষে
একটা বিরাট লোকসান,
তুমি সঙ্কীর্ণতা-সঙ্কোচনার দিকেই
ক্রমশঃ অগ্রসর হ'তে থাকবে,
আর, সুখীও হ'তে পারবে না কিছুতেই ;
তোমার বোধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব,
চারিত্রিক অভিব্যক্তি,

আত্মপ্রসাদী উপভোগ,
প্রসারণী নন্দনা—
সবই ঐ অমনতরই হ'য়ে চলবে ;
আর, তোমার উৎকণ্ঠ আগ্রহ-আবেগ
তোমার নিজেকে যদি
তাঁ'রই উপভোগ্য ক'রে
নন্দিত হ'তে চায়—
তৃপণার তর্পিত ছন্দে,
সন্ত্রস্ত অনুদীপনা নিয়ে,
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণী তৎপরতায়,—
তুমি কেমন ক'রে
তাঁ'র উপভোগ্য হ'য়ে উঠবে—
এটাকেই ধী ও ধৃতি-সহকারে
বোধিবীক্ষণায় দেখে, বুঝে
নিজেকে তেমনতর ক'রেই
যদি নিয়ন্ত্রিত কর,—
তোমার বিবর্ত্তনী সম্বেগ
সর্ব্বতোভাবে
তদনুগ নিয়ন্ত্রণে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিতই করতে থাকবে,
তুমি ক্রমশঃই
বর্দ্ধনার ধৃতিদীপনা নিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
শ্রেয়-পদক্ষেপে বিবর্ত্তিত ক'রেই চলতে থাকবে,
তোমার চারিত্রিক চতুর-দীপনা
নানা রঙ্ বেরঙে বিকীর্ণ হ'য়ে
তাঁ'কে তো তৃপ্ত ক'রে তুলে চলবেই,
তা' ছাড়া আরো—
তোমার পরিবেশকেও
ঐ ধী ও ধৃতির অনুশাসনে

চারিত্রিক দ্যুতি-বিকীরণায়
স্মিত সোহাগনন্দিত তর্পিত ছন্দে
উল্লসিত ক'রে
প্রতিপ্রত্যেকের অস্তিবৃদ্ধিকে
প্রদীপ্ত পরিবেদনায়
উৎকর্ষ-অনুপ্রেরণায়
ঐ অমনতরই যোগ্যতার যাগ-নন্দনায়
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে—
প্রকৃত প্রীতির ছন্দায়িত ছান্দোগ্য-বন্দনায়,—
তুমি বিভান্বিত হ'য়ে উঠবে ;
তুমি পুরুষই হও,
আর নারীই হও,
তোমার কাম্য যদি অমনতরই
আকণ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে
আগ্রহের হোমদীপনায়
নিজেকে অমনতর বিনায়িত ক'রে চলতে থাকে,—
শত বেদন-বিক্ষোভের ভিতরও
স্বস্তি ও শান্তি
আশিস্-উচ্ছল দীপালী সজ্জায়
বরণ-বিভূতিতে
বরেণ্য ক'রে তুলবে তোমাকে ;
যাঁকে চাও,
তাঁকে ধর,
তাঁর অনুচর্য্যানিরত হও,
তাঁর উপভোগ্য হ'য়ে ওঠ—
সর্ব্বতোভাবে,—
প্রাপ্তি অঢেল হ'য়ে
পারিজাত সজ্জায়
তোমাকে বন্দনা করবে ;
ঈশ্বরকে তোমার মত ক'রে যদি চাও,—

তুমি আরো সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
আর, ঈশ্বরের পূজার
বরণ-দীপিকা হ'য়ে
যদি তাঁ'রই আরতি-নিয়ন্ত্রণে
নিজেকে পূজার অর্ঘ্য ক'রে তোল,
তাঁ'র উপভোগ্য হ'য়ে ওঠ,—
তোমার অমনতর হওয়াই
প্রাপ্তিকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে;
ঈশ্বর প্রাপ্তিরই ছান্দোগ্য-সঙ্গীত। ৫৩০৯।
১৭।৭।১৯৫৩, সকাল ৮-১০

যা' বা যা'কেই চাও না কেন,
নিজেকে বিনায়িত কর,
যা'তে তা'কে পেতে পার;
তেমনতরই হও,—
অনুরাগী অনুবেদনায়,
বাক্যে, ব্যবহারে,
চারিত্রিক দ্যুতি-বিকীরণায়,—
এই হ'চ্ছে পাওয়ার তুক;—
এমনতর না হ'লে
পাওয়ার তৃষ্ণা
তোমাকে ক্ষোভ-আচ্ছন্নতায় বিচ্ছিন্ন ক'রে
ছিন্নতায় ছন্ন ক'রে তুলবে;
তোমার হৃদয় স্বস্তিহারা, শান্তিহারা
ঊষর-ভূমি হ'য়ে
মরীচিকা-বিলোল, তৃষ্ণা-বিকল
ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার হওয়াও হবে না,
পাওয়াও হবে না,
স্বস্তি-শান্তিও হারাবে;

ঈশ্বরই ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-এর
গায়ত্রী ছন্দ,
তিনিই ভর্গদেব। ৫৩১০।
১৭।৭।১৯৫৩, সকাল ৮-৩৫

চাওই যদি,
বাস্তবে অন্তরাস-সম্বেগী হ'য়ে
করার অনুচর্য্যায়
নিয়ন্ত্রণী অনুশীলনায়
নিজে হ'য়ে ওঠ—
প্রীতি-অবদান-মুখরতা নিয়ে ;—
পাওয়া সংঘটিত হ'য়ে উঠবে স্বতঃই—
যোগ্যতার শুভ-সম্বৃদ্ধ ঐ 'হওয়াতে'। ৫৩১১।
১৭।৭।১৯৫৩, বেলা ১১টা

যদি পেতেই চাও,
এমন কর—
যা'তে হ'য়ে ওঠ—
তোমার ঐ চাহিদা-মত ;
চাহিদার দিগ্‌দারী আর সইতে হবে না,
প্রাপ্তি স্বতঃই উপচে উঠবে তোমাতে। ৫৩১২।
১৭।৭।১৯৫৩, বেলা ১১-১০

আগে অন্যের সত্তার আধান হও—
এমনতর যোগজুষ্টী নিবন্ধনায়,
যা'তে তোমার পুষ্টি ঐ সত্তাকে পরিপুষ্ট করে ;
তোমার ঐ যোগনিবদ্ধ সত্তা
তা'র নিজ ব্যক্তিত্বে স্বাধীন। ৫৩১৩।
১৭।৭।১৯৫৩, বেলা ১১-৩০

ছেদ কখনও সত্তায় সঙ্গতি লাভ ক'রে
ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারে না,—
প্রকৃতির অনুশাসনই এমন। ৫৩১৪।
১৭।৭।১৯৫৩, বেলা ১১-৩২

## ৬১তম ঋত্বিক-অধিবেশনোপলক্ষে
## শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী।

প্রেমন্‌!

তোমার জয়জয়কার হো'ক ;

জীবনের জাগ্রত তপজৃম্ভী অনুবেদনায়—

যোগ্যতার আরতি নিয়ে

উৎসারিত অন্তরের কর্ম্মমুখর আবেগ-দীপনায়

প্রত্যেক অন্তরকে মথিত ক'রে

সবারই কণ্ঠে ধ্বনিত হো'ক—

'প্রেমন্‌! তোমার জয়জয়কার হো'ক' ;

জীবজীবনের অন্তরের স্পন্দায়িত তাণ্ডব-নর্ত্তনে

প্রতিটি তালে

প্রতিটি ছন্দে

ছন্দগ সঙ্গীতে

তুমি যেমন

তোমার ঐ প্রাণের নর্ত্তনদীপনা বিকীরণ ক'রে

সবাইকে জীবনের অধিকারী ক'রে তুলেছ—

যোগ-দীপনার আরতি-নৈবেদ্য নিয়ে,—

প্রতিটি পদক্ষেপে

সব জীবন উচ্ছল তর্পণায়

তেমনি ব'লে উঠুক—

'ঈশ্বর! তোমার জয়জয়কার হো'ক' ;

গগনের তারকাখচিত জ্যোতি-নিক্কণ,

ব্যষ্টিময় জগতের বৈশিষ্ট্য-নর্ত্তন,

ও অস্তিবৃদ্ধির যাগ-হোম-আহুতিতে

নির্ঘোষিত হো'ক—

'ঈশ্বর! তোমার জয়জয়কার হো'ক' ;

যোগ্যতার যোগতপা রাগদ্যুতি

সবাইকে ব'লে উঠুক—
'তোমার ভয় নাই,
তোমার জীয়ন্ত থাকা,
সলীল জীবনস্রোতে উৎকীর্ণ হ'য়ে,
অনন্তের উচ্ছল গমনে
জীবন-নির্ঘোষে
তোমাকেই বরণ ক'রে চলুক' ;
সবাই জানুক,
বোধ করুক,
ব'লে উঠুক—
'হে প্রেমন্ ! তুমি শরণ্য, তুমি বরেণ্য,
তুমি প্রণম্য ;
তুমি সবারই সত্তার চেতনদীপী
যাগ-দৃপ্ত জীবন-বহ্নি,
বিবর্দ্ধনের পরম হোতা,
উচ্ছলতার স্বচ্ছল চলন তুমিই,
কেন্দ্রায়িত বিনায়নী সুসঙ্গতির
দৃপ্ততেজা ব্যক্তিত্বের
আকণ্ঠ আগ্রহ তুমিই ;
তুমিই যোগ,
তুমিই জীবন,
তুমিই বিভূতি,
তুমিই সম্পদ,
তুমিই ঐশ্বর্য্য,
তুমিই বিবর্ত্তনের পরম বর্ত্তনা' ;
এই আমিও তোমারই,
এই ক্ষুদ্রতম আমিত্ব
তোমার চরণ লক্ষ্য ক'রে বলতে চায়—
"আমিও তোমারই অর্ঘ্য হ'য়ে
তোমার চরণে ফুটন্ত হ'য়ে চলতে চাই,

আমিও তোমারই,
তাই বলতে চাই—
'সবাই আমারই',
তাই, আকণ্ঠ অনুবেদনী আগ্রহে
অনুপ্রাস-অনুদীপনায়
নতজানু যুক্ত ক'রে
আবেদন করতে ইচ্ছা করে,
প্রার্থনা করতে ইচ্ছা করে—
সক্রিয় অনুশীলনার
অনুদীপনী অনুচর্য্যা নিয়ে—
'ঈশ্বর! আমার প্রতিটি মানুষ
ব্যষ্টি-বিনায়িত প্রতিটি সত্তা নিয়ে
প্রতিটি জীবজীবন নিয়ে
সুনিষ্ঠ অনুদীপনায়
সুসাফল্যে
আয়ুর অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
শক্তির অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
বীর্য্যের অধিকারী হ'য়ে উঠুক,
আর, এই আয়ু, বল, বীর্য্য ও শক্তি
সুসঙ্গত ধী-বিনায়িত
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তোমার আরতিবিভোর
যাগজন্তী যোগ্যতার অধিকারী হ'য়ে
সত্তায় সাবুদ হ'য়ে উঠুক—
বিভবান্বিত সম্বর্দ্ধনায়,
বিবর্ত্তনার সঙ্গীত-দীপনায়,
দৃপ্ত বিনয়ে,
অসৎ-বিনায়নী রুদ্রমাধুর্য্যে;
প্রতিটি অস্তিত্ব
আমারই প্রাণন-স্পন্দনার

প্রাঞ্জল-প্রার্থনায়
সাফল্যের সমিধ-শালিন্যে
বেঁচে থাকুক,
স্বস্তিতে থাকুক,
শান্তিতে থাকুক,
পরিবার-পারিপার্শ্বিক নিয়ে
সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হো'ক--
স্মৃতিবাহী চেতনার ঝঙ্কার-নিক্বণে,
চেতনার প্রদীপ্ত জীবন নিয়ে' ;
সব্যষ্টি সমষ্টির বোধিসত্ত্ব ব'লে উঠুক—
"প্রেমন্ ! তোমার জয়জয়কার হো'ক,
ঈশ্বর ! তোমার জয়জয়কার হো'ক,
অস্তির আধার তুমি !
তোমার জয়জয়কার হো'ক,
তুমি প্রস্বস্তিবাদ কর—
'তোমরা সুখসাফল্যে বেঁচে থাক,
স্মৃতিবাহী চেতনার অধিকারী হও,
যোগ্যতায় দৃপ্ত হ'য়ে ওঠ,
বীর্য্য-পরাক্রম নিয়ে
সুদীর্ঘ-জীবনের অধিকারী হও' ;
ঠাকুর আমার !
আমার আবেগোচ্ছল অন্তরের
এইই একান্ত প্রার্থনা—
ভাববিভোর জীবন নিয়ে
সবাই বেঁচে থাকুক,
অভাব, দারিদ্র্য,
হীনম্মন্য স্বার্থসংক্ষুব্ধ ব্যালোল সঙ্কীর্ণতা—
সব টুটে গিয়ে
প্রত্যেক জীবন প্রত্যেক জীবনে
সম্বন্ধায়িত হ'য়ে

সমষ্টি-সংহতি-শালিন্যে
তোমাতে অর্ঘ্য হ'য়ে ফুটে উঠুক—
চেতন-বিভোর জীবন-দীপনায় চিরায়ু হ'য়ে। ৫৩১৫।
১৮।৭।১৯৫৩, সকাল ১০-১০

তুমি শ্রেয়ার্থপরায়ণ, সুকেন্দ্রিক
শ্রদ্ধাতৎপর
অনুচর্য্যাপরায়ণ
আত্মবিনায়িত যেমনতর হ'য়ে উঠবে,
মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাও
তোমাকে তেমনতরভাবে
অভিবাদন ক'রে চলবে—
প্রীতি-উৎসারিত অবদান-অর্ঘ্যে। ৫৩১৬।
১৯।৭।১৯৫৩, বেলা ১০-৫৮

মুক্ত-চলন যা'র যেমন,
চরিত্রও তা'র তেমন। ৫৩১৭।
১৯।৭।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

আগ্রহ যেখানে যেমন সুকেন্দ্রিক, অনিবার্য্য,
সুসঙ্গত অনুচর্য্যা-পরায়ণ ও চলন্ত,
শক্তিও সেখানে তেমনি সম্বেগশীল,
সন্দীপী, প্রেরণপ্রবুদ্ধ,
নিয়ন্ত্রিত, ব্যবস্থ ও সক্রিয়। ৫৩১৮।
১৯।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৯টা

তোমার আদর্শ যিনি,
প্রিয়পরম যিনি,

তাঁতে সক্রিয় অচ্যুত উদ্যম
ও অনুচর্য্যী সম্বেগ নিয়ে থাক ;
বিদ্রোহ যেখানে—
সেখানে তা'কে ঐ সম্বেগ নিয়ে
মিলন-মাধুর্য্যে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;
ব্যর্থতা যেখানে—
নিয়মন-তৎপরতায়
তা'কে সার্থকতায় সমৃদ্ধ ক'রে তোল ;
চলন-সন্দীপনায় বাধা যেখানে—
দক্ষকুশল প্রস্তুতির স্মিতপরাক্রমে
তা'কে অবাধ ক'রে চল ;
দূরত্ব যেখানে—
আলিঙ্গন-অনুচর্য্যী আপ্যায়না নিয়ে
সম্ভ্রম-সন্দীপনায়
তা'কে নৈকট্যে পরিণত ক'রে চল ;
বিরক্তি যেখানে—
স্মিত-বিনায়নে
সেখানে অনুরক্তি ফুটিয়ে তোল ;
শ্লথ আত্মবিশ্বাস যেখানে—
সক্রিয় ভরসায়
মানুষকে আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোল ;
চাহিদা যেখানে—
করার অনুশীলনায়
পাওয়াটা যা'তে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে,
এমনতর হওয়াকে অভ্যর্থনা ক'রে চল ;
বিকৃতি যেখানে—
সুপ্রবুদ্ধির কুশল সক্রিয়তায়
ধী-বিনায়িত বিবেচনায়
ব্যবস্থিতির মঙ্গল-বিনায়নায়
তা'কে সুকৃতিতে পরিণত ক'রে তোল ;

আর, সব করার মূলেই যেন থাকে—
মানুষের প্রাণশক্তিকে
উদ্দীপিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস--
শ্রদ্ধার শ্রেয়-দীপনী প্রীতির আসনে,
ইষ্টপ্রাণতার প্রসাদ-বিভবে,
সম্বেগ-সম্বুদ্ধ আরতির
রাগদীপনী যাগহোমের উর্ব্বর ক্ষেত্রে। ৫৩১৯।
১৯।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৯-৩০

তোমার অন্তর্নিহিত চাহিদা
আগ্রহ-আতিশয্যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
অনুবেদনী অনুধ্যায়িতায়
যতই নিজেকে বিনায়িত করতে থাকবে,—
উত্তরকালে প্রকৃতি তোমাকে
ততই আপূরিত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর পরম বিভু,
তিনিই পরম পুরুষ । ৫৩২০।
২২।৭।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬টা

তারাই দক্ষ দুরাচার,—
যাঁরা, নিজেদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি
সক্রিয় সুন্দর হ'লেও,
সেগুলিকে কুৎসিত উদ্দেশ্যের অনুপোষক ক'রে
ব্যবহার করে। ৫৩২১।
২৭।৭।১৯৫৩, সকাল ৮-৪০

উপলব্ধি মানে সামীপ্যলাভ,
তপতপ্ত হ'য়ে থাকা,
তদ্‌গুণে গুণান্বিত হ'য়ে ওঠা,

প্রকৃত হ'য়ে ওঠা—
ইষ্ট-অনুধ্যায়িতায়,
উন্নয়ন-অভিধায়িতা নিয়ে,
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে,
ভক্তিতে, জ্ঞানে, ধী-দীপনী বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে ;
শব্দ, জ্যোতি ইত্যাদি
যাই অনুভব কর বা নাই কর,—
ঐ তদ্‌গুণে গুণান্বিত না হ'য়ে ওঠা পর্য্যন্ত
তোমার কিছুই হয়নি,
অনুদীপনার উত্তেজনায়
ওগুলি অনুভব করা যেতে পারে—
অন্তঃকরণের মানস-চক্ষে ;
তোমার চরিত্র নিয়ে
তদ্‌গুণে গুণান্বিত হ'য়ে ওঠনি,
অথচ লাখ দর্শন-শ্রবণের বহর
তোমাকে পেয়ে ব'সে আছে,—
ও' তোমার একটা ধর্ম্মীয় বাগাড়ম্বর ছাড়া
কিছুই না,
নিজে ঠ'কো না,
লোককেও ঠকাতে যেও না । ৫৩২২ ।
২৯।৭।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৩০

তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
সর্ব্বাংশে পূরয়মাণ শ্রেষ্ঠ যিনি—
তিনিই তোমার প্রভু বা স্বামী,
তাঁর স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনাই
তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনা,
তৎ-শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যাপরায়ণ অমানিতাই
তোমার মান,

তৎ-প্রীতি-সন্দীপনী আত্মনিয়ন্ত্রণ,
ভাবভঙ্গী, বাক্য, ব্যবহার,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নাই
তোমার তৎ-সংশ্রয়ী লোকপালী
প্রস্বস্তি ও পরিবীক্ষণা—
যা'তে তিনি মহামান্য হ'য়ে ওঠেন,
যা'তে তাঁর স্বার্থ ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত না হ'য়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,—
এমনতর হিতী-অনুচর্য্যাই
তোমার মান-মর্য্যাদাকে
স্বার্থ-সম্বদ্ধনাকে
উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তোমার বৈশিষ্ট্য-অনুশাসনী শিষ্টতা
তাঁর বৈশিষ্ট্যের অনুপোষণী
যতই হ'য়ে উঠবে,—
তোমার বিশেষত্বও
বিবর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে ততই,
তাঁর আদর, সোহাগ, মান, অপমান, ভর্ৎসনা
হিরণ্য-মুকুটের মতন
তোমাকে বিশোভিত ক'রে তুলবে,
তোমার জীবনে তৃপণার হোমদীপনা
প্রস্বস্তি লাভ ক'রেই চলতে থাকবে ;
এ যদি না হয়,
কিছুতেই সুখী হ'তে পারবে না,
সুখীও করতে পারবে না কাউকে ;
তাই, চাই সুকেন্দ্রিক অচ্যুত আনতি,
সুপরিবীক্ষণী অনুচর্য্যা,
তৃপণার তন্ত্রধারিণী তাৎপর্য্য,
তদনুশায়িনী অর্থান্বিত, সুসঙ্গত সম্বদ্ধনী অন্তঃকরণের
বিন্যাস-বিনায়িত পূজা-অর্ঘ্য,

চারিত্রিক তড়িৎ-দীপী শীল-শৌর্য্য,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ;
ধর তাঁকে অমনি ক'রে,
শ্রদ্ধোষিত-অনুচর্য্যা-নিরত থাক তাঁতে,
আত্মনিয়মনে তাঁ'রই হও সর্ব্বতোভাবে,
আত্মিকতা বিভোর-অভিবাদনে
অভিদীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
শান্তি-জল স্বস্তিকে আবাহন ক'রে
তোমাকে তৃপ্ত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর পরম-পুরুষ,
তিনিই পরম-কারুণিক,
তিনিই অন্বিত জীবনের হোম-মন্ত্র—
পরম বিভূতি। ৫৩২৩।
৩।৮।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠ,
অচ্যুত সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে চল,
সঙ্গীতিহারা বৈষম্য
অর্থাৎ যা' মানুষকে ঘৃণা করতে অভ্যস্ত ক'রে তোলে,
অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করে,
অস্নেহ-তৎপর ক'রে তোলে,—
তা'র প্রশ্রয় দিও না ;
আবার, বেশ ক'রে নজর রেখো—
বৈশিষ্ট্যও যেন ব্যাহত না হয়,—
যা' মানুষের বর্ণ, কুল,
প্রকৃতি-সঞ্জাত শুভ সংস্কার
ও বিশেষত্বকে
বিশেষ ধারায় উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধায়, জ্ঞানে, বাক্যে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায় ;

অসঙ্গত-বৈষম্য-অপনোদনের বনামে
বৈশিষ্ট্যকে ব্যর্থ হ'তে দিও না কিছুতেই। ৫৩২৪।
৫।৮।১৯৫৩, সকাল ১০টা

তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি—
স্বামী যিনি,
বা স্বামীর গুরুজন যাঁ'রা
বা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী যাঁ'রা,
আদর্শানুগ অনুচলন নিয়ে
তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যা,
তোমার নিরভিমানত্ব ও অমানিতা,
চিন্তায়, বাক্যে, ব্যবহারে
দায়িত্বপূর্ণ পরিবীক্ষণী সুব্যবস্থ সেবাসঙ্গীতি,
নিরন্তর জাগ্রত অনুধায়িনী সতর্ক পরিচর্য্যায়
নিজের জীবনকে
তদনুগ বিনায়নে বিনায়িত করা,
ভাবদৃঢ় স্মিত-গম্ভীর আবেগময়ী
সেবানুশীলনা,—
এইগুলিই কিন্তু তোমার জীবনে
আত্মপ্রতিষ্ঠা,
এই অমানিতাই তোমার মহাসম্মান,
আর, সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'দের সত্তাকে
যেমনতর প্রস্বস্তি-পুষ্ট ক'রে তুলছ,
তাইই তোমার জীবনের প্রস্বস্তি ;
তুমি যত বড়ই বিদুষী হও না কেন,
ঐ সুকেন্দ্রিক সুব্যবস্থ সেবানুচর্য্যী
ভাবঘন চলনচর্য্যাকে
তোমার মানবড়াইয়ের খাতিরে
যদি বর্জ্জন ক'রে চলতে থাক,

তুমি সুখী হ'তে পারবে না কিছুতেই,
স্বস্তি তোমাকে আগলে ধরবে না কিছুতেই ;
তুমি ধনী, মানী, বিদুষী
যাই হও না কেন,
সব জলাঞ্জলি দিয়েও যদি
তুমি তোমার ঐ স্বামীকে,
শ্বশুর-শাশুড়ীকে,
গুরুজনদিগকে
ঐ অনুচর্য্যায় সন্দীপিত ক'রে তুলতে পার,—
তোমার ধী
নন্দন-দীপনায় চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি ক'রে
তোমার হৃদয় ও তা'র পরশ-পাওয়া পরিবেশকে
ঐ প্রস্বস্তিতে উন্নীত ক'রে তুলবে,
তুমি সবারই পূজার পাত্রী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বর পরমপুরুষ,
তিনি সৎ,
এই সৎ সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধোষিত
আত্মনিয়ামক অনুরতিতেই
তাঁ'র আরতি নিষ্পন্ন হয়,
ঈশ্বর প্রীতি-নিক্বণে
তা'র হৃদয়ে বসবাস করেন। ৫৩২৫।
৫।৮।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

কারও সৎ বা শুভ প্রয়োজনে
সক্রিয় অনুবেদনায়
প্রত্যাশাবিহীন হ'য়ে
তা'কে যদি সাহায্য না কর,
তা'র সহায় না হও,
এতটুকু ত্যাগ-স্বীকারের
আত্মপ্রসাদী অনুকম্পা

যদি না থাকে তোমার,
তুমি প্রত্যাশা করতে পারবে না—
তোমার প্রয়োজনে
কেউ তোমাকে
এমনতর সক্রিয় অনুকম্পা নিয়ে
ত্যাগী আত্মপ্রসাদে সাহায্য করবে ;
তাই, তুমি মানুষের নিঃস্বার্থ অনুকম্পী
সক্রিয় অনুকম্পা যদি চাও,
সৎ ও শুভ-প্রয়োজনে
তা'কে তেমনি সাহায্য কর—
নিরাশী হ'য়ে,
প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ হ'য়ে নয়কো ;
তোমার জীবনে ঐ প্রবৃত্তি ও প্রবণতা
যতই প্রবল হ'য়ে চলতে থাকবে,
লোক-অনুকম্পা
ঐশী অনুবেদনা নিয়ে
ততই তোমাকে সাহায্য করতে
হস্ত প্রসারণ ক'রে চলবে—
প্রায়শঃই তা' দেখতে পাবে ;
তাই, তুমি মানুষের প্রতি যা' কর না,—
তেমনতর পাওয়ার প্রত্যাশা
একটা ভুতুড়ে আত্মপ্রতারণা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৫৩২৬।
১০।৮।১৯৫৩, সকাল ৭টা

জীবনে যদি প্রস্বস্তি উপভোগ করতে চাও,
অন্তঃকরণকে সুখী রাখতে চাও,
স্বগণ ও গুরুজন-সহ
তোমার স্বামীর প্রতি—

এক-কথায়, তোমার স্বামী ও তৎ-সম্পর্কিত
শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ যাঁরা
তাঁদের প্রতি নিরভিমান হও—
অমানিতা নিয়ে ;
স্বামীর সোহাগ প্রত্যাশা করতে যেও না,
স্বামীকে সোহাগ-সৌজন্যে
আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
স্ফীত ফুল্ল ক'রে তোল,
এবং অপ্রত্যাশিতভাবে
তাঁর সোহাগ যদি পাও,
নিজেকে তা'তেই কৃতার্থ মনে ক'রো ;
তাঁর স্বার্থ তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
তাঁর অনুরতি ও অনুগতি
তোমার জীবনের প্রিয়প্রবণতা হ'য়ে উঠুক,
তাঁরই উপচয়ী সম্বর্দ্ধনাই
তোমাকে ব্যাপৃত ক'রে রাখুক,
তাঁর জীবনবর্দ্ধনাই
তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে উঠুক ;
অমনতর ক'রেই
স্বতঃ-অনুধ্যায়ী অনুবেদনা নিয়ে
আত্মনিয়মন কর—
সোহাগ-সন্দীপনী আত্মপ্রসাদী অনুপ্রেরণা নিয়ে,
বাধাবিপত্তিগুলিকে বিনায়িত ক'রে
ব্যবস্থিতবিনায়নার কুশল দক্ষতায় ;
স্বাস্থ্যকে স্বস্তিমণ্ডিত রেখো,
শ্রমকাতর হ'য়ো না,
তাঁর বিরাগ, বিদ্রূপ বা ব্যতিপাতে
বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে
তাঁর স্বার্থ ও স্বস্তি সাধনে রত থেকো ;
এবং তাঁর অবগুণ যদি কিছু থাকে—

সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
সুকৌশলে তন্নিরাকরণে যত্নবান হ'য়ো,
এই স্ফীতি-ফুল্ল আত্মবিনায়নী রাগদীপনাই
সুসন্তানের জননী হবার
সু-সন্দীপ্ত সু-বর্ত্ম,
সতী হও,
সাধ্বী হও,
ঈশ্বরই সৎ-সত্তা,
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ-অনুরণন
তোমার জীবনকে নন্দিত ক'রে তুলুক—
যোগ্যতার জীয়ন্ত সংক্রমণে। ৫৩২৭।
১০।৮।১৯৫৩, সকাল ৭-২৫

জনসাধারণে যা' করে,
তা'র সব কিছুই করতে যেও না,
যেগুলি মহৎচলার সাথে মিল খায়,
তা'ই কিন্তু আচরণীয়—
'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। ৫৩২৮।
১০।৮।১৯৫৩, বেলা ১১-৩০

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
কটু ব্যাখ্যার দিগ্‌দারীতে প'ড়ে
নিজেকে বিব্রত ক'রে তুলতে যেও না,
সহজ, সরল ও সার্থক সঙ্গীতি নিয়ে
তা'কে বুঝতে চেষ্টা কর—
কুশল সন্ধিৎসা নিয়ে,
তা'র ভিতর কটুত্বও যদি কিছু থাকে,
বিনীত বিনায়নে
নিরাকরণ করতে চেষ্টা কর,

বাঁকা বুঝ—
যে-বুঝ অন্যের অবস্থাকে বিবেচনা করে না,
নিজের সঙ্কীর্ণতার ইঙ্গিতে চলতে চায়,
তা' নিজেকেই কিন্তু ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। ৫৩২৯।
১০।৮।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৩০

যা'র প্রণয় তোমার অর্থে,
আত্মপ্রতিষ্ঠায়,—
তোমাতে নয়,
তা'তে নির্ভরও ক'রো না,
আস্থাও রেখো না। ৫৩৩০।
১১।৮।১৯৫৩, সকাল ১০টা

নীতি-নিষ্ঠ কর্ত্তব্যশীল যা'রা,
তা'দের চাইতে
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-প্রিয়পরম বা ইষ্ট-নিষ্ঠ যা'রা,
তা'রাই কিন্তু শ্রেয়,
মহৎ কিন্তু তা'রাই,
আর, ধর্ম্ম-ধী তা'দেরই সূক্ষ্ম—
দক্ষকুশল। ৫৩৩১।
১১।৮।১৯৫৩, বিকাল ৫টা

যা'রা পেয়ে খুশী,
ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে না,—
তা'দের কিন্তু শ্রেয়-পন্থা সঙ্কীর্ণ। ৫৩৩২।
১১।৮।১৯৫৩, বিকাল ৫-৫

মানুষের সত্তার সমিধ হ'য়ে ওঠ,
তা'কে দীপ্তিপ্রসন্ন ক'রে তোল,
তা'দের সম্বর্দ্ধনাই

তোমার ভজনানন্দ হ'য়ে উঠুক—
ইষ্টানুগ পুরশ্চরণ-পদক্ষেপে,
আর, ঐ ভজন-বিনায়িত ভিক্ষাই
তোমার জীবনের উপজীবিকা হো'ক,
তুমি লোক-প্রসাদ-ভুক হও—
তা'দের অন্তরে নারায়ণ প্রতিষ্ঠা ক'রে,
তা'দিগকে পুরুষোত্তম-যাগ-সন্দীপ্ত ক'রে। ৫৩৩৩।
১২।৮।১৯৫৩, সকাল ১০টা

শ্রদ্ধা বা প্রীতির যেখানে দৃঢ়তা নাই,
তা' যেখানে শুভসন্দীপনী ধৃতি-বিহীন,
ভীরু, হীনবল, পরাক্রমবিহীন,
উপচয়ী শ্রমকুশল নয়কো,
কুশলকৌশলী ধীয়ের উদ্‌গাতা নয়,
যোগ্যতা ও দক্ষতা-অনুচারী নয়কো,
এক-কথায়, তা' যেখানে সুকেন্দ্রিকতায় অন্বিত নয়,—
শ্রদ্ধা বা প্রীতির অনুবেদনী মূর্ত্তি
সেখানে যেমন যতই দেখ না কেন,
তা' কিন্তু প্রীতি-ছদ্মবেশী প্রত্যাশার
লোভমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
স্বার্থসিদ্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কামুক কুহক
ঐ মূর্ত্তিতে তোমার কাছে এগিয়ে আসছে ;
প্রীতি সেখানে প্রত্যাশায়,
সেখানে প্রিয় ব'লে কেউ আছে কিনা সন্দেহের,
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির লুব্ধ আকাঙ্ক্ষাই
তা'কে পেয়ে ব'সে থাকে,
প্রিয়-প্রীতি-প্রণোদনী আত্মপ্রসাদ
তা'কে উচ্ছল ক'রে তোলে না,
তাই, সেখানে প্রিয়ের জন্য আত্মত্যাগে
আত্মপ্রসাদী অভিদীপনা

কমই দেখতে পাওয়া যায়,
তাই, সজ্জা আছে—
সৌন্দর্য্য নেই সেখানে,
ঐ শ্রদ্ধা বা প্রীতি ভাবঘন নয়,
তাই, সে তা'র প্রিয়ের কাছে মুক্ত-হৃদয়ও নয়,
অভাবের ভর্ৎসনা-সঙ্কুল তাড়না
তা'কে ক্ষোভধুক্ষিত ক'রেই চ'লে থাকে,
প্রীতি-আলিঙ্গন-হারা বুভুক্ষিত বিক্ষোভ
হিংস্র আকৃতিতে ভরপুর সেখানে,
তাই, সুখও সেখানে নাই,
তৃপ্তিও সেখানে নাই,
সুসঙ্গত উচ্ছল উদ্‌গতির সাদর সম্ভাষণ
সেখানে আপ্যায়নাকে আমন্ত্রণ করে চলে না। ৫৩৩৪।
১৫।৮।১৯৫৩, সকাল ৮-৫

যা'রা বিধি, বিভু বা প্রভুর দোহাই দিয়ে চলে,
অথচ ঐ বিধি, বিভু বা প্রভুর অনুশাসনে
নিজেকে বিনায়িত করে না,
স্বার্থপোষণী ধোঁকাবাজির
তৎপরতা নিয়ে চলে—
অন্তরের ধী-দীপনী চক্ষুকে আবৃত ক'রে,
প্রীতিপ্রসন্ন লোকচর্য্যাকে
নিয়তই যা'রা অবজ্ঞা ক'রে থাকে,
নিজের ত্রুটি ও দুর্ব্ব্যবহারকে সমর্থন ক'রে
অন্যের ত্রুটি ও দুর্ব্ব্যবহারকে
শাসন-সংযত করতে চায় যা'রা—
অবোধ অভিশাপের ভয় দেখিয়ে,—
তা'রা নিজের সত্তার কাছে অবিশ্বস্ত,
বিধি, বিভু বা প্রভুর নামে
লক্ষ দোহাই বা ভড়ং

তা'দিগকে স্বস্তি-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না ;
ঈশ্বরের করুণা স্বতঃস্রোতা থাকলেও
তদনুধ্যায়ন-নারাজ বিক্ষোভ
তা'দিগকে নির্য্যাতিত ক'রে তোলে! ৫৩৩৫।
১৫।৮।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৪০

যখনই দেখছ—
বিবেক আত্মবিচার করতে পারছে না,
আত্মবীক্ষণ-দৃষ্টিই ক্রমশঃ
ঝাপসা হ'য়ে উঠছে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা
শ্রেয়ানুগ সার্থকতায়
নিজেকে ব্যবস্থ বা বিনায়িত করতে পারছে না,
দোষদৃষ্টি ক্রমশঃ
আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্য নিয়ে
তীক্ষ্ন হ'য়ে উঠছে,
প্রীতিবিনায়িত তৎপরতায়
শোভন বাক্য ও ব্যবহার
দুরূহই হ'য়ে উঠছে,
আত্মসমর্থনী প্রবৃত্তি—
তা' ভালতেই হো'ক আর মন্দতেই হো'ক—
ক্রমশঃই ক্রূর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে,
অন্যে যদি অমনঃপূত কিছু করে,
বিরাগ যেন পেয়েই বসে থাকে,
নিজের ভাল-মন্দ যা'-কিছুকে
যদি কেউ সমর্থন করে—
তখনই খুশী,
হুকুমদারী প্রবৃত্তি,
প্রীতিহারা শাসন-প্রবৃত্তি
তীব্র হ'য়ে উঠছে,

কিন্তু কা'রো হুকুম তামিল করতে
অপমান ও অপারগতা,
সেখানে বুঝবে—
ছন্নতা ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে,
অতিসত্বরই হয়তো প্রবৃত্তি-আবিষ্টতা
উন্মত্ততায় মত্ত হ'য়ে উঠবে,
এই লক্ষণ দেখলেই—
বুঝতে পারলেই—
সাবধান হ'য়ে চ'লো,
আর, সাবধান ক'রে চ'লো,
নয়তো, বিকৃতি-বিলোল হ'য়ে
অব্যবস্থিতিতেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। ৫৩৩৬।
১৬।৮।১৯৫৩, সকাল ৮-৩০

ছন্নতার উৎসই হ'চ্ছে বিকেন্দ্রিকতা,
সুকেন্দ্রিক সঙ্গীতিপূর্ণ অন্বয়ী চলনে
মর্য্যাদার অপলাপবোধ,
স্বার্থপরতায় অনুরাগ,
পরার্থপরতায় বিরাগ ;
আবার, সুস্থতার শুভ সন্দীপনাই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক অন্বয়ী চলনে আত্মপ্রসাদ,
পরার্থের শুভবিন্যাসী
সার্থক ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
আত্মপোষণী আত্মপ্রসাদ-উপভোগ। ৫৩৩৭।
১৬।৮।১৯৫৩, সকাল ৯টা।

উচিত ব্যবহার মানে
বিরোধ সৃষ্টি করা নয়,
বরং বিরোধকে নিরোধ করা ;
ঔচিত্যকে মিলনপ্রবণ ক'রে

নিজের সত্তায় সুসঙ্গত ক'রে তোল,
আর, এ যতই ক'রে তুলবে,
তোমার ঔচিত্যের উপদেশও
ফলপ্রসূ হবে ততটা,
কারণ, ঔচিত্যকে তুমি ধারণ ও পালন কর,
তা'তে তোমার আধিপত্য জন্মেছে । ৫৩৩৮ ।
১৬।৮।১৯৫৩, সকাল ৯-৪০

তোমার শৌর্য্য-বীর্য্য যদি
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠাসন্দীপ্ত না হয়,
অচ্যুত রাগ-দীপ্ত না হয়,
চাতুর্য্য-বিনায়িত না হয়,
দক্ষকুশল না হয়,
তা' পরাক্রম-প্রবল হ'লেও
ঔদ্ধত্যের অবোধ লাঞ্ছনায়
পর্য্যুদস্ত হ'য়েই চলবে । ৫৩৩৯ ।
১৬।৮।১৯৫৩, সকাল ১০-২০

আচার্য্যের নির্দ্দেশ পালন কর—
দ্বিধাক্ষুব্ধ না হ'য়ে
অচ্যুত আগ্রহ-অনুচর্য্যায় ;
এই হ'চ্ছে একমাত্র পথ
যা'তে তুমি অন্বিত সঙ্গতিতে
কৃতী হ'য়ে উঠতে পার । ৫৩৪০ ।
১৮।৮।১৯৫৩, বিকাল ৫-৫০

বিনীত আপ্যায়নী অনুচর্য্যাই
সম্ভ্রমের শুভ আমন্ত্রক । ৫৩৪১ ।
২০।৮।১৯৫৩, রাত্রি ৭-২০

দেওয়ায়ও যেমন স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত,
নেওয়ায়ও তেমনি খোলা মন—
অবস্থানুপাতিক
সমীচীন অনুকম্পাশীল-বিবেচনা-সম্পন্ন,
গুহ্য কথা শোনে,
আবার তেমনি বলে,
সমর্থনী গুণগ্রাহী সন্ধিৎসা নিয়েই থাকতে চায়,
প্রিয়ার্থপোষণী পরিচর্য্যায়
যা' করবার তা' করে,
খাওয়াতে ভালবাসে,
খেতে পেলেও খুশী হয়,—
এইগুলি হ'চ্ছে মোক্থা প্রীতি-লক্ষণ। ৫৩৪২।
২১।৮।১৯৫৩, সকাল ৮-২৫

ধর্ম্ম নিজেই পরাক্রমী,
কারণ, সে অসৎ-নিরোধী,
অস্তিবৃদ্ধির রক্ষণশীল ধৃতি-সম্পন্ন,
প্রীতিপ্রবুদ্ধ সংহতিপ্রবণ,
সত্তা-সংরক্ষণী প্রস্তুতি-প্রদীপনা-দীপ্ত। ৫৩৪৩।
২৩।৮।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

তুমি যেই হও না কেন,
যতদিন সত্তায় সংস্থ আছ,
যজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে,
ঋষি বা মহৎদের কাছে,
দেবতার কাছে
আচরণ-অনুশীলনে
প্রার্থনা করতে ভুলো না,
চাইতে অর্থাৎ যাচনা করতে ভুলো না ;

ইষ্টানুগ সুকেন্দ্রিক লোকবর্দ্ধনী আত্মবর্দ্ধনা যা'
তা'ই কিন্তু যজ্ঞ,
এই যজ্ঞ, দান, তপ দিয়ে
অনুশীলনী তপস্যায়
ঐ বর্দ্ধনাকে বিবৃদ্ধ করতে
কখনই পশ্চাৎপদ থেকো না,
এই যজ্ঞ, দান, তপস্যাই
মানুষের জীবনস্রোতকে
হওয়ার পরিক্রমী উৎক্রমণার ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত ক'রে তোলে,
মানুষ দেবপ্রভ হ'য়ে ওঠে—
বর্দ্ধনার জীবন্ত মূর্ত্তি হ'য়ে। ৫৩৪৪।
২৬।৮।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪০

মানুষ সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যা নিয়ে যেমন করে—
তেমন হয়,
আর, পায়ও তেমনি। ৫৩৪৫।
২৭।৮।১৯৫৩, বিকাল ৫-৫০

তুমি যতক্ষণ না
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্টানুগ
আত্মবিনায়নায়
তোমার স্বামী ও স্বামী-পরিবারের
সুনিষ্ঠ পরিচর্য্যায়
আত্মবিনায়িত ক'রে
বাক্যে, ব্যবহারে,
সুব্যবস্থ সেবানিরত অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে তদর্থে অন্বিত ক'রে
ঐ স্বার্থে সুসঙ্গতি লাভ না ক'রে উঠছ—

প্রত্যাশাক্ষুব্ধ, মান-অভিমান-আপশোষ-বর্জ্জিত হ'য়ে,
স্বামীর অনুরঞ্জনী অনুগতিসম্পন্না হ'য়ে,—
তোমার বাক্য, ব্যবহার, আচরণের ভিতর-দিয়ে
তাঁকে, তাঁর পরিবার ও পরিবেশের যা'-কিছুকে
নন্দিত উপচয়ে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে না তুলতে পারছ—
আর, ঐ স্বভাব তোমাতে
ঐ স্বামী-কুলের বৈশিষ্ট্যানুগ উৎক্রমণায়
উদ্বর্ত্তিত না হ'য়ে উঠছে—
সাংসারিক বিহিত বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
হৃদয়ঢালা অন্তরাস নিয়ে
সুব্যবস্থ উপচয়ী বর্দ্ধনায়
দীপনমুখর হ'য়ে—
আত্মপ্রসাদী তর্পণার তৃপণ-অভিসারে,
বুঝে রেখো—
তোমার তখনও গর্ভধারণ করবার
সৌষ্ঠবমণ্ডিত সময় হ'য়ে ওঠেনি,
তুমি সুসন্তানের জননী হ'তে পারবে না—
শীলসন্দীপ্ত জৈবী-সংস্থিতির
বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত ক'রে—
স্বভাবকে পরিমার্জ্জিত ক'রে
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
আত্ম-বিনায়নী তাৎপর্য্যে,
শীল-অনুশাসনে ;
তাই, সুতপা হ'য়ে ওঠ,
স্বামী-তপা হ'য়ে ওঠ,
সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ,
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
তোমার আদব-কায়দা, চালচলন

কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার,
আহার-বিহার, আকাঙ্ক্ষা-অবদান—
সবই যেন স্বামী-অনুগতিকে
সুরঞ্জিত ক'রে তোলে,
হৃদ্য অনুচর্য্যায়
স্বামীর পরিবারে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ,
আর, এই হ'য়ে ওঠার
আচরণ-অনুশায়ী হ'য়ে
সন্তানের প্রসূতি হ'য়ে ওঠ তুমি ;
স্বামী ও স্বামী-পরিবারে
তোমার জীবন যতই
সঙ্গতি লাভ ক'রে উঠবে—
আত্মবিনায়নী তদনুচর্য্যায়
ত্যাগে, ভোগে, ঐশ্বর্য্যে,
আপদে, বিপদে
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
সুব্যবস্থ বিনায়নে
জটিল যা'-কিছুকে শুভদ ক'রে,—
তোমার স্বভাবের এই শ্রদ্ধাভিষিক্ত অনুগতি
ভাবঘন-পর্জ্জন্য-পরিস্রবা-তপস্যার ভিতর-দিয়ে
ঐ কুলমর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য-বিশেষকে
ধারণ, পালন ও পোষণ-উপযোগী ক'রে তুলবে ততই,
ঐ আকৃতির ভিতর-দিয়ে
তোমার রজোবিন্যাস তদনুগই হ'য়ে উঠবে,
তুমি নিজে সুখী হবে,
সুসন্তানেরও জননী হ'য়ে উঠবে,
নয়তো বিকার বিকৃতিরই স্রষ্টা,
ছন্নতারই প্রসূতি ;
তাই বলি, সংসারই যদি করতে চাও,
জননীই যদি হ'তে চাও,—

সাধ্বী হও,
সতী হও,
শুভ-প্রসূতি হ'য়ে ওঠ ;
ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বরই শিব,
ঈশ্বরই সুন্দর,
শুভ যা', জীবনীয় যা',
সম্বর্দ্ধনী যা'—
তা' ঐ ঐশী-সম্পদ। ৫৩৪৬।
৩১।৮।১৯৫৩, সকাল ১০টা

যা'রা সমস্যাবিক্ষুব্ধ,—
তা'রা স্বস্তিহারা,
প্রস্বস্তি-বঞ্চিত ;
যাঁ'রা সমাধানে ব্যস্ত,
যাঁ'রা সমাধান-দ্রষ্টা,—
তাঁ'রাই তাদের জীবনীয় পথ,
অনুগতির আরতি-মন্দির। ৫৩৪৭।
৩১।৮।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩৫

আত্মিক শক্তি মানে চলৎ-শক্তি,
আধ্যাত্মিকতা হ'লো অধি-আত্মিকতা,
চলৎ-শক্তিকে যা' ধারণ করে—
এমনতর চলনই আধ্যাত্মিকতা। ৫৩৪৮।
২।৯।১৯৫৩, বিকাল ৪-৫৮

পরমতাসহিষ্ণু হ'তে যেও না,
বরং তুলনামূলক অন্বয়ে

বাস্তব সুবীক্ষণী বিবেচনায়
ইষ্টানুগ শ্রেয় যা',
সত্তা-সংরক্ষণী যা',
সম্বর্দ্ধনী যা',
তা'কে গ্রহণ কর—
সার্থক সমঞ্জসা সুবিন্যাস-তৎপরতা নিয়ে ;
অন্যের চাহিদা ও মতকে
বিবেকবীক্ষণায় অনুধাবন করলে
তা' হ'তেও
তোমার পথ ও প্রস্তুতির আভাস পেতে পার,
সার্থক অন্বিত মিলনে
ঔচিত্য-নির্দ্ধারণে
পারস্পরিক সহযোগিতায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পার ;
ফল কথা, মনে রেখো—
জীবন চায় সংরক্ষিত হ'তে,
যশ বা বিস্তারে পরিব্যাপ্ত হ'তে,
বর্দ্ধনায় বিবর্দ্ধিত হ'তে ;
এই সাত্ত্বিক অনুদীপনাকে ঠিক রেখে
তা'র পরিপোষণী
যখন যা' যেমনতর পাও,
তা'কে তেমনি ক'রেই ব্যবহার করো—
যথাসম্ভব বিরোধকে নিরোধ ক'রে—
তা' যেমন ক'রে যে-দিক দিয়েই হো'ক,
শুভকে আমন্ত্রণ ক'রে,
স্বস্তিকে স্বতঃ-সন্দীপ্ত ক'রে ;
ঈশ্বর সবারই পরম অস্তি,
তিনিই অন্বিত সত্তা। ৫৩৪৯।
৯।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৯-৩০

সমস্যা যতই বাড়ুক না কেন,
তোমার সমাধান যেন
ইষ্টানুগ সক্রিয় সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
মানুষের অস্তিবৃদ্ধিকে
নন্দিত ক'রে তোলে—
পোষণ-পরিচর্য্যায় ;
তুমি সমাধানের স্মিতমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠ—
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বিন্যাস-বিনায়নে,
নিষ্পন্নতার কাকলী ছন্দে ;
ঈশ্বরই পরম সমাধান। ৫৩৫০।
৩।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৫৫

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,
তাঁতে বিনায়িত হ'য়ে ওঠ তুমি,
তোমার স্বভাবে তিনি বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুন—
উচ্ছল ওজোদীপনায়,
শ্রদ্ধোষিত তদনুগ উচ্ছল অনুবেদনায়,
পিতৃতর্পী হ'য়ে ওঠ,
নান্দীমুখ হ'য়ে ওঠ তুমি,
অভ্যুদয়ী হও,
শ্রদ্ধার ঊর্জ্জী অনুক্রমায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ,
বৃদ্ধি পাও তুমি,
ঐ পিতৃতর্পণার ভিতর-দিয়ে
তোমার আভিজাত্য
তোমারই বৈশিষ্ট্যে
সঙ্গতিশীল সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক ;

প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
সঙ্গতিশীল সার্থক বিনায়নায়
ঐ শ্রদ্ধাতর্পণার ভিতর-দিয়ে
তোমারই বৈশিষ্ট্যে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠুক,
তোমার কুলমর্য্যাদা
বৈশিষ্ট্য-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমাতে উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠুক,
তোমার আভিজাত্য
অভিজিতের মত
উজ্জ্বল পরিক্রমায়
উচ্ছল লাস্যে
ঝঙ্কারিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার জীবন-স্পন্দনা
ধৃতিমুখর তৎপরতায়
সবারই অন্তরকে স্পন্দিত ক'রে তুলুক—
অস্তিবৃদ্ধির উদাত্ত অনুপ্রেরণায়,
তোমার চরিত্রের প্রতিটি পদবিক্ষেপ
ভাবে, ভঙ্গীতে, বাক্যে,
ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়,
সামসঙ্গীতে
বেদ-উদ্‌গাতা হ'য়ে উঠুক ;
আর, ঐ সুকেন্দ্রিক উর্জ্জী অনুবেদনা
অনুশীলনী প্রবোধনায়
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে উঠুক,
আবার, এই যোগ্য যাগ-স্থণ্ডিলে
তুমি আবাহন কর—
সেই পরমকারুণিক পরমবশীকে—
ঈশ্বরকে,

আর, তোমার ঐ আভিজাত্য
উদ্গাতার অধিনিয়মনে
আহুতি হ'য়ে উঠুক তাঁতেই—
ঐ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই পরম বেদ,
ঈশ্বরই অভিজিৎ,
ঈশ্বরই আভিজাত্য। ৫৩৫১।
৪।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৪৫

করবে না কিছু,
ধারণ-পালনের বালাই গ্রহণ করবে না,
আধিপত্য তোমার অটুট থাকবে,—
এমনতর ধারণা কিন্তু ভুয়ো,
আর, তা' না করলেও
কেউ তোমার ধারণ-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে—
তা'ও কিন্তু ভূয়ো কথা ;
ঠকবে, অপদস্থ হবে—
তা' আজই হো'ক আর কালই হো'ক। ৫৩৫২।
৬।৯।১৯৫৩, বিকাল ৫-৩০

তুমি যখন প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
তখনই তোমার বোধিচক্ষুর দৃষ্টি
সংকীর্ণ হ'তে থাকে,
তুমি তখন হও অজ্ঞ,
অর্থ ও ভোগসম্পদই হ'য়ে ওঠে
তোমার আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য-কাম্য ;
আবার, এই তুমি যখন সত্তা-সম্বৃদ্ধ,
তখনই তুমি শ্রেয়নিষ্ঠ ইষ্টার্থপরায়ণ

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতায়
অচ্যুত হ'য়ে ওঠ,
বর্দ্ধনাই হ'য়ে ওঠে তোমার পরম প্রেয়,
অসৎ-নিরোধই হ'য়ে ওঠে তোমার
পরাক্রমী দীপ্তি,
বোধিচক্ষুও হ'য়ে ওঠে তোমার
দীর্ঘ দৃষ্টি-সম্পন্ন,
ঈশ্বর,—নারায়ণ হ'য়ে ওঠেন
তোমার প্রার্থনার প্রদীপ্ত দীপিকা,
তখন তুমি চাও মানুষ,
লোকবর্দ্ধনাই হ'য়ে ওঠে তোমার
লাস্য-নন্দনা,
তুমি জাগ্রত হও তখন,
প্রাজ্ঞ হও তখন,
ধারণপালনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগ হ'য়ে ওঠে—
পরমকারুণিক ঈশ্বরের অর্ঘ্য-অঞ্জলি। ৫৩৫৩।
৬।৯।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৫০

অনুশাসন-চক্ষুতে যা' অসৎ,
যদি কখনও এমনতর কিছু ক'রেও ফেল,
আর, তা' যদি তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী ধর্ম্মকৃষ্টির
অনুপোষক হয়,
সমাজের পঙ্কিলতার অপসারক হয়,
অঘমর্ষণী হয়,
দৃশ্যতঃ অসৎ হ'লেও
তা' কিন্তু সত্যই—
সৎ-ধর্ম্মী। ৫৩৫৪।
৬।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৫

উপযুক্ত সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ববিহীন ঘনিষ্ঠতা
অবজ্ঞারই সৃষ্টি ক'রে থাকে প্রায়শঃ। ৫৩৫৫।
৭।৯।১৯৫৩, সকাল ৭-৪০

তোমার পরিবার বা প্রতিবেশীর সাথে
যেমনতরই মনোমালিন্য থাকুক না কেন,
তা'দের স্বস্তি ও নিরাপত্তায়
তুমি স্বতঃ-সক্রিয় থেকোই,
এটা যেন তোমাদের জীবনে
স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে থাকে ;
এর ফলে, সঙ্কীর্ণ মনোমালিন্যের প্রাদুর্ভাব
দিন-দিন সমাজে কমই হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তোমাদের স্বচ্ছন্দ চলনাও
স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
ভরসাপ্রবণ হ'য়ে চলবে,
তুমি নিজেও বৈরী-বিক্ষোভে
পর্য্যুদস্ত হ'য়ে উঠবে কমই ;
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সুবীক্ষণী অনুবেদনা নিয়ে
সতর্ক সন্দীপনায়
যেখানে যেমন করণীয়,
তা' করতেই থেকো,
ফ্যাসাদে যেন ফেঁসে যেও না। ৫৩৫৬।
৭।৯।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-২৫

মানুষের কথাবার্তার যে-রূপ—
তা' কিন্তু অন্তর্নিহিত চিন্তাকে অবলম্বন ক'রে

ভাষায়, ব্যবহারে
পরিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, প্রসঙ্গের ভাব ও ভাষার ব্যঞ্জনার ভিতর-দিয়ে,
কিংবা পরিস্থিতির সঙ্গতি-অনুক্রমণার ভিতর-দিয়ে
বক্তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে
সুনিবেশী বিবেচনায়
সঙ্গতি-সহ
বোধিচক্ষুতে অবলোকন ক'রে
যেখানে যেমন বলতে হয়,
যেখানে যেমন করতে হয়,
তাই ক'রো ;
আর, বোধিচক্ষুকে এমনতরই জাগ্রত রেখো—
যা'তে তুমি তা'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা অর্থকে
সুনিবিষ্ট বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
সহজেই এঁচে নিতে পার,
এবং তদনুপাতিক
তোমার প্রস্তুতি ও পরিচালনাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো ;
ঠকবে কম,
আপশোষ তোমাকে
পরিশোষিত করতে পারবেও কম ;
তুমি যতখানি সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
এমনতর বোধিচক্ষু ও সুবিবেচনা-সহ
ভাষা, ভাব ও চিত্তের অবস্থাকে
উপলব্ধি করতে পারবে—
যেমনতর নিখুঁতভাবে,—
কৃতকার্য্য হবার সুবিধাও
তোমার তেমনিই ঘটবে ;
চিত্তের আন্দোলন হ'তেই আসে ভাব,
ঐ ভাবই ভাষায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,

আর, তা' কর্ম্মেও ব্যাপৃত হ'য়ে চলে তেমনি ;
উপযুক্ত সমীক্ষায়
বৈধী বিনায়নায়
ঐ ভাব, ভাষা ও কর্ম্মের সুসঙ্গতি
যতই তোমার অধিগত হ'য়ে উঠবে,
তুমিও নিখুঁত হ'য়ে উঠতে পারবে ততই ;
তাই, সব বিষয়ে ধী-ইয়ে চল,
এই ধী-ইয়ে চলা যেন
বাস্তবতাকে অবজ্ঞা না করে। ৫৩৫৭।
৮।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৩০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ বা ইষ্ট পুরুষোত্তমে
যা'দের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
লৌহনিগড়-নিবন্ধ নয়,
সক্রিয় সম্বেগশালী সুশৃঙ্খল
সঙ্গীতি-বিনায়িত নয়কো,—
তা'দের ব্যক্তিত্বও তেমনতর দৃঢ় নয়কো,
তাই, সে-ব্যক্তিত্বের প্রভাবও
মানুষের যোগ্যতাকে সন্দীপ্ত ক'রে
হওয়ায় উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না,
প্রবৃত্তি-আন্দোলিত পারিবেশিক হাওয়া যেমনতর—
ভাবালু বিক্রম নিয়ে
তখন সে তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু ভাবকে বিনায়িত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির পরিপোষণী সার্থক সঙ্গীতিতে
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারে না ;
আদর্শানুরাগ যা'র দৈন্যগ্রস্ত,
পরিচারণাও তা'র তেমনি ছন্ন। ৫৩৫৮।
৮।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১৫

অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
সরল হও,
কিন্তু দক্ষ কুশলকৌশলী হও,
সঙ্গতিশীল অন্বয়ী হ'য়ে ওঠ,
বোধিচক্ষুকে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ক'রে তোল—
অস্তিবৃদ্ধির উপাসনা-তৎপর হ'য়ে,
ঈশ্বরে সার্থক ক'রে তোল
সব যা'-কিছুকে ;
ঈশ্বরই অস্তিবৃদ্ধির অন্বিত সঙ্গতি,
আর, তিনিই বিবর্তনের
আস্তিক অনুপ্রেরণা। ৫৩৫৯।
৯।৯।১৯৫৩, বিকাল ৪-২০

প্রিয়-প্রস্বস্তি ও প্রিয়-প্রবর্দ্ধনাই হ'চ্ছে
প্রীতির আত্মপ্রসাদী উপভোগ,
সে কৃতঘ্নতা সহ্য করতে পারে না,
বিশ্বাসঘাতকতার পরম বিক্ষোভ সে,
কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতায়
তা'র অন্তঃস্থ বিক্ষুব্ধ বিক্রম
ঊর্জ্জী অনুবেদনা নিয়ে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সে অনুকম্পী হ'য়েও
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই। ৫৩৬০।
৯।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭টা

প্রীতিই হ'চ্ছে অন্তঃকরণের ঐশী দীপনার
অমৃত-সিংহাসন,
সে অনুচর্য্যা-উৎফুল্ল হ'য়ে
জীবনসত্তাকে বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে রাখে,

তাই, তা'র অন্তঃস্থ স্বতঃ-আকূতি প্রিয়-বর্দ্ধনা,
ক্ষমা ও ক্ষেম হ'লো তা'র দুটি হস্ত,
অসৎ-নিরোধী অন্তঃকরণই তা'র পরাক্রম,
আত্মত্যাগী প্রিয়-অভিসারে
সে আত্মপ্রসাদ-দীপ্ত ;
তাই, প্রীতিই যদি চাও,
সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধতায় প্রিয়র প্রতি
কৃতঘ্ন হ'তে যেও না,
বিশ্বাসঘাতক হ'তে যেও না,
তা' কিন্তু তোমার সত্তার নিকৃষ্ট কলঙ্ক ;
প্রীতি-সংহিতিতেই ঈশ্বরের আরতি,
ঈশ্বরই প্রেম-স্বরূপ। ৫৩৬১।
৯।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১৫

ইষ্টার্থ-অনুদীপনী তৎপরতা নিয়ে
অস্তিবৃদ্ধির সেবা-নিরত যা'রা,
জীবপ্রেমী যা'রা,
ঈশ্বর-সেবা তা'দেরই সার্থক,
সুকেন্দ্রিক সঙ্গতি নিয়ে
ঐশী-সম্বেগ মলয় লাস্যে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তা'দের হৃদয়ে,
ভক্তিই তা'দের অন্তরের শুক্তিবীজ। ৫৩৬২।
১০।৯।১৯৫৩, সকাল ১০-৩০

কুটিল কৌটিল্যে প্রতিষ্ঠিত যে-প্রীতি,
যে-প্রীতি বাক্যে, ব্যবহারে
সঙ্গতিশীল নয়,
যে-প্রীতি স্বার্থপ্রত্যাশালুব্ধ,

যে-প্রীতি প্রেয়ার্থ-অন্বিত নয়কো—
অবদান-অনুচর্য্যাশীল নয়কো,—
সে-প্রীতির অভিব্যক্তি
যেমনতরই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয় ;
তা'র অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তাৎপর্য্যকে
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বাস্তব সঙ্গতিশীল বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে
সমীচীন যা' তাই করাই উচিত—
দক্ষকুশল সন্ধিৎসাপূর্ণ সতর্কতা নিয়ে। ৫৩৬৩।
১০।৯।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৫-৫০

যারা শ্রেয়শ্রদ্ধাহীন,
সুকেন্দ্রিক নয়,
স্বার্থগৃধ্নু,
আলস্যপরায়ণ,
পরশ্রীকাতর,
লোকতর্পণ-বিহীন,
প্রীতি-অবদানহারা—অদাতা,
অনুশীলন-অতৎপর,
অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন,
দরিদ্রতাই তা'দের পরম আশ্রয়। ৫৩৬৪।
১১।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টীতপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ তপস্যার ভিতর-দিয়েই
আত্মনিয়মন কর,

বিধিকে পরিজ্ঞাত হ'য়ে
বর্দ্ধনাকে অবগত হও—
সুসঙ্গত অন্বয়ী তৎপরতায়,—
এমনি ক'রেই ব্রহ্মকে জান,
এই জানাকেই ব্রহ্মবিদ্যা ব'লে থাকে । ৫৩৬৫ ।
১২।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৯-৩৫

শুধু আত্মস্বার্থ বাগানোর অভিসারেই
যদি চলতে থাক—
লোকবর্দ্ধনার সক্রিয় অনুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে,—
ব্যর্থতার উপঢৌকনের জন্য প্রস্তুত থেকো । ৫৩৬৬ ।
১৩।৯।১৯৫৩, সকাল ৮-৫

যা'দের হীনম্মন্য অহং
স্পর্শাসহিষ্ণু হ'য়ে রয়েছে,
একটু খোঁচার আভাস পেলেই
সামঞ্জস্য হারিয়ে
উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে যা'রা,
খোঁচা-মারা ব্যবহারে
তা'দের ব্যবস্থ হওয়া বা বিনায়িত হওয়া
প্রায় সুদূরপরাহত ;
প্রীতি-রঞ্জনী অনুকম্পা নিয়ে
আবেদনী বাক্য-ব্যবহারের সহিত
তা'দের ঐ হীনম্মন্যতাকে স্নিগ্ধ ক'রে
তা'দিগকে যতই সুক্রিয় ক'রে তুলতে পার—
এমনতরভাবে—
যা'তে তা'দের শ্রদ্ধা শ্রেয়নিবিষ্ট হ'য়ে
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
তোমাকে আঁকড়ে ধরে,

পেয়ে খুশী হয়,
ততই ভাল ;
তা'র ভিতর-দিয়ে হয়তো তা'রা
নিজেকে ব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারে,
তোমার ঐ অধ্যবসায়ী তৎপরতার ফলে
ক্রমশঃ সহ্য ও ধৈর্য্যের শক্তি আহরণ ক'রে
বিক্ষুব্ধ জঞ্জালের ভিতরেও
হয়তো একদিন তা'রা
দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়াতে পারে,
খোঁচামারা শাসনে
তা'দের কোনপ্রকার ফল হয় কিনা
তা' চিন্তনীয় ;
তাই, উত্তেজিতকে সুস্থ করতে হ'লে
প্রীতিপূর্ণ অনুকম্পী অনুচর্য্যা নিয়ে
তা'দিগকে সুক্রিয় ক'রে
আত্মসম্বিতে দৃঢ় ক'রে তুলতে
প্রয়াস পাওয়াই সমীচীন,
এতে প্রায়শঃ ফল মিলবে ভালই,
হয়তো তা'রা সুস্থ স্বস্থ হ'য়ে
শক্তির অধিকারী হ'য়ে উঠবে। ৫৩৬৭।

১৩।৯।১৯৫৩, সকাল ৮-৩৫

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আদর্শ-ব্যত্যয়ী যা',
ধর্ম্ম ও তদনুগ কৃষ্টি-ব্যত্যয়ী যা',
অস্তিবৃদ্ধির ব্যত্যয়ী যা',
তদনুশায়ী স্বচ্ছন্দতা ও যোগ্য জীবনের
ব্যত্যয়ী যা',
ভূয়োদশী প্রাচীনসূত্রে সার্থক হ'য়ে ওঠেনি যা',
আভিজাত্য-অনুধ্যায়ী অনুচলনকে
ব্যাহত করে যা',

তা' যতই চমকপ্রদ হো'ক না কেন,
তা'কে গ্রহণ ক'রো না,
বরং প্রতিরোধ ক'রো,
নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ-প্রস্তুতি-সহকারে
তা'কে বিতাড়িত করাই শ্রেয় ;
নয়তো, তা' জীবন-চলনার বর্দ্ধন-সম্বেগকে
ব্যাহৃতি-দীর্ণ ছন্নতায়
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে,
জীবন-সম্বেগকে বিপর্য্যস্ত ক'রে
বিপথগামী ক'রে তুলবে,
ফলে, মূঢ় গৌরবের আত্মঘাতী অনুবেদনাই
হবে তোমাদের অপস্মারী জীবন। ৫৩৬৮।
১৩।৯।১৯৫৩, বিকাল ৪-৩০

যুক্ত হও,
অনুশীলন কর,
যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
আর, এই যোগ্য হওয়ার ভিতর-দিয়ে
তুমি হবে,
এই হওয়াই প্রাপ্তি,
তুমি পাবে তাই। ৫৩৬৯।
১৪।৯।১৯৫৩, সকাল ১০-১৫

যেখানে বিক্রমই বিহিত—
সেখানে বিনয়-বিগলিত হ'তে যেও না,
বরং তোমার বিক্রম যথাসম্ভব
হৃদ্য হ'য়ে উঠুক। ৫৩৭০।
১৪।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭টা

কারও কোন ভাব, ভাষা,
অভিব্যক্তি, ভঙ্গী,
আচার, ব্যবহার ইত্যাদি
যাই হো'ক না কেন,
তা' তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ
বা ইষ্ট-অর্থ-অনুধ্যায়িনী অনুচারণকে
যদি সমর্থন করে,
উপচয়ী ক'রে তোলে—
সক্রিয় তৎপরতায়,
আর, ঐ ইষ্টানুগ অনুধ্যায়িতায়
অন্বিত হ'য়ে ওঠে,
তা'কেই সমর্থন ক'রো ;
দ্ব্যর্থব্যঞ্জক হ'লে
কুশল দক্ষতার সহিত
তা'কে বিশ্লেষণ ক'রে
ঐ ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতায়
অনুগতিসম্পন্ন যদি ক'রে তুলতে পার,—
ভালই ;
আর, তা' যদি কোনপ্রকারে
অপচয়ী হ'য়ে ওঠে
বা হ'য়ে উঠতে পারে—
বিবেচনা কর,
কুশল দক্ষতায় তা'কে নিরোধ ক'রো—
স্পষ্ট, দক্ষ, হৃদ্য-বিন্যাসে—
যতখানি তা' হওয়া সম্ভব ;
কথাই হো'ক,
ব্যাপারই হো'ক,
বা চলনই হো'ক,
তা' খণ্ড ও সামগ্রিক-ভাবে বিবেচনা ক'রে

যেখানে যেমন করতে হয়
তাই ক'রো,
তা' না করলে অচিরেই দেখতে পাবে—
তোমার কেন্দ্রনিষ্ঠা চ্যুতিবিহ্বল হ'য়ে উঠছে,
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার অন্তর্নিহিত পরাক্রমও
পর্য্যুদস্ত হ'য়ে চলছে ;
মনে রেখো—
যা' খণ্ডভাবে ভাল হ'য়েও
সামগ্রিকভাবে খারাপ,
সেখানে ঐ খণ্ডও খারাপ,
আবার, যা' সামগ্রিকভাবে ভাল,
তা' খণ্ডরূপে খারাপ হ'লেও
মূলতঃ খারাপ নয়,
বরং শুভধর্ম্মী ;
নির্ব্বোধ চালাক সাজতে গিয়ে
ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিও না,
অবৈধ যা' তা'কে এড়িয়ে যাওয়ার অছিলায়
বৈধী-সঙ্গতিকে ত্যাগ ক'রো না,
নষ্ট পাবে কিন্তু ;
ঈশ্বর চির-শ্রেয়,
বিধিস্রোতা,
পরাক্রম-উৎস। ৫৩৭১।

১৫।৯।১৯৫৩, সকাল ৮-৫০

বোধিদৃষ্টি যা'দের হ্রস্ব,—
খণ্ড ও সামগ্রিকভাবে
তা'রা কোন কিছুই বিবেচনায় আনতে পারে না ;
যা' তা'দের স্বার্থকে সমর্থন করে,
তা'কেই তা'রা বাহাবা দেয়,
বা সমর্থন ক'রে থাকে ;

তাই, সব সময় নজর রেখো—
ইষ্টানুগ উপচয়িতার দিকে,
সেটাকে যা' পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
অস্তিবৃদ্ধির সঙ্গতিশালিন্যে,—
তা'কেই গ্রহণ করতে চেষ্টা ক'রো,
আর, তা'র ব্যত্যয়ী যা'
তা'কে উপেক্ষাই ক'রে চ'লো,
নিরোধ ক'রো,
বিনায়িত ক'রো ;
ঈশ্বরই আচার্য্যে মূর্ত্ত হ'য়ে থাকেন,
ইষ্টই মূর্ত্ত ঈশ্বর,
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেয়-পুরুষোত্তম। ৫৩৭২।
১৫।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৫

ডাকাতই বল,
চোরই বল,
লম্পটই বল,
যে যেমন দুরাচারই হো'ক না কেন,
কেউ যদি শ্রেয়নিষ্ঠা-তৎপর অনুধ্যায়িতা নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণশীল অনুচর্য্যায়
ঈশ্বর-ভজনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলে,
সে প্রীতি-নন্দনার পরম ঐশ্বর্য্যে
ভক্তির বিভূতি-বিনায়নী বিধৃতি নিয়ে
অমৃতস্পর্শী হ'য়ে উঠতে পারে ;
কিন্তু যা'রা কৃতঘ্ন,
বিশ্বাসঘাতক যা'রা—
সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থ-প্রলুব্ধ সংক্ষুধায়,

তা'দের নিস্তার সুদুষ্কর,
বজ্রকঠোর পাপ-বিভূতি
নারকীয় বিভব বিস্তার ক'রে
তা'দিগকে দন্তুর শাতনী আঘাতে
অনন্ত বিধ্বস্তিতে
নিষ্পেষিত ক'রেই চলতে থাকে—
একটা ঔদ্ধত্য-প্রগল্‌ভতার
বিষাক্ত সূচিকাভরণে
তা'দিগকে ক্ষোভধুক্ষিত ক'রে ;
তা'রা চির-ঘৃণ্য,
নিরোধ ও বিপাক-ধর্ষণই তা'দের স্বস্তি-নিদান,
ঈশ্বর পরমকারুণিক,
তিনিই পরম শান্তি-আকর । ৫৩৭৩ ।
১৬।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৩০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি—
এক-কথায়, গণ-জীবনের অস্তিবৃদ্ধির জন্য
গণস্বস্তির জন্য
স্বস্তি-আমন্ত্রক দক্ষকুশল তৎপরতায়
কূট-তৎপর সন্ধিৎসাপূর্ণ সমীক্ষা নিয়ে
যেখানে যেমন করলে সুফলপ্রসূ হয়,
তা' করা কোথাও বাহ্যতঃ অধর্ম্ম হ'লেও
তা' ধর্ম্মদ,
আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্টিপরাঙ্মুখতা ব'লে
প্রতীয়মান হ'লেও
তা' কৃষ্টিদ ;
তাই যেমন ক'রে
যেখানে যা' প্রয়োজন,
বিচিত্র বিনিয়োগে

তা' নিষ্পন্ন করাই
ঔচিত্যের অর্ঘ্যাঞ্জলি,
কিন্তু নজর যেন থাকে—
অস্তিবৃদ্ধির অনুসেবনী যেন তা' হয়,
স্বচ্ছন্দতাকে ব্যাহত যেন তা' না করে,
অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থকতার নিষ্পাদনী বিভূতির
বিভব-ভূষিত যেন হ'য়ে ওঠে তা',
তা' যদি না হয়,
তবে তা' ঔদ্ধত্য
ও ক্রূর-দীপনা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
মনে রেখো, যা'র নিষ্পাদনী উপায় সৎ,
সমাধানও সৎ,
তা' কিন্তু উৎকৃষ্ট ;
আর, যেখানে সমাধানী উপায় অশিষ্ট,
কিন্তু সমাধান উৎকৃষ্ট,
তা' কিন্তু উৎকৃষ্ট হ'লেও মধ্যম ;
আর, যা'র নিষ্পাদনী উপায় অসৎ,
সমাধানও অসৎফলপ্রসূ,
মুখ্যতঃই হো'ক—
আর গৌণতঃই হো'ক—
তা' কিন্তু অপকৃষ্টই ;
তুমি যাই কর না কেন,
সব সময় যেন নজর থাকে
ঐ উৎকৃষ্ট সমাধান-তৎপরতার উপর। ৫৩৭৪।
১৬।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৫৫

রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি
যদি ধর্ম্মের আপূরণী না হয়,

আপোষণী না হয়,
অস্তিবৃদ্ধির ধৃতি না হয়,—
তা' কিন্তু ছন্ন-বিক্ষোভ সৃষ্টি ক'রে,
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিককে বিনাশের দিকেই
পরিচালিত ক'রে থাকে। ৫৩৭৫।
১৬।৯।১৯৫৩, বেলা ১২টা

ব্যাপার বা বিষয়ের সুসমাধানে
যেখানে যেমন ক'রে
যা' করতে হয়,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' ক'রে যাও—
সুসন্নিবেশে,
ফলের জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না,
অনেক দিগ্‌দারী হ'তে রেহাই পাবে,
ফলও বিহিত বিনায়নায়
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে পারে ;
"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। ৫৩৭৬।
১৭।৯।১৯৫৩, সকাল ১০-২০

যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য,
প্রবৃত্তি ও প্রবণতা যা'র যেমন,—
ভক্তির ভাবরূপও হয় তা'র তেমনি,
চলন ও চর্য্যাও তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে,
হওয়া ও পাওয়ার ভিতর-দিয়ে
স্বাদন-সম্পদও হ'য়ে ওঠে তদনুপাতিক—
অন্বিত সঙ্গীতিতে
সার্থক বিনায়নায়। ৫৩৭৭।
১৭।৯।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-১০

যে যুক্ত নয়,
তা'র যুক্তি
জঞ্জালেই যোজিত হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৫৩৭৮।
১৮।৯।১৯৫৩, সকাল ১০-৪৫

তুমি রাজনীতি ক'রে বেড়াও,
অথচ আদর্শে অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠনি—
উৎসর্জ্জনী অনুচর্য্যায়,—
তা'র মানে লোকরঞ্জনাও তোমার
বিকৃতি-অনুশায়ী,
তাই তা'তে সঙ্গতিশীল বর্দ্ধন-অনুপ্রেরণাও নেই ;
এই রাজনীতি ব্যর্থতারই পরম বান্ধব,
আপশোষই তা'র আত্মমর্য্যাদা। ৫৩৭৯।
১৮।৯।১৯৫৩, বেলা ১১টা

যে সংঘাত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম হ'তে
তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে পারে,
তাঁর সাহচর্য্য ও সঙ্গত্যাগে
বাধ্য ক'রে তোলে তোমাকে,
ঐ সংঘাত যে-বৃত্তির
যে-প্রবণতা হ'তে উদ্ভূত,
সেই বৃত্তি ও প্রবণতাই তোমার প্রিয়পরম,
যাঁকে প্রিয়পরম বলছ তিনি কিন্তু নন ;
আর যখনই দেখছ—
কোন সংঘাতই তোমার ঐ প্রিয়পরম হ'তে
তোমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না,
ঐ হ'চ্ছে সেই নিশানা—
যে, প্রিয়পরমই তোমার সর্ব্বস্ব,

তুমি সুনিষ্ঠ ও সুকেন্দ্রিক তাঁতে,
তদনুগ আত্মবিনায়না
তোমার জীবনে সহজ,
তাঁর তৃপ্তি, তোষণ, পোষণ ও রক্ষণ
তোমার সত্তাসমন্বিত ব্যক্তিত্বের পক্ষে
জীবনীয় প্রীতি-প্রসাদ ;
মানুষের অন্তরস্থ সুকেন্দ্রিক প্রীতি-সিংহাসনেই
ঈশ্বরের বসবাস—
"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্‌ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" ৫৩৮০।
১৯।৯।১৯৫৩, সকাল ৮-৩০

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে
বিগত কোন মহাপুরুষ ব'লে
জাহির করতে চায়,—
তা' উদ্ধত আত্মম্ভরী মস্তিষ্কবিকারের
দরুনই হো'ক,
আর যে-কোন কারণেই হো'ক,
অথচ, তাঁর বৈশিষ্ট্যের
কোনপ্রকার পরিচিতি
তা'র চলনচরিত্রে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে না ওঠে,
—এমনতর মিথ্যা মহতের দাবীওয়ালা
কোন মানুষের
প্রতারণায় বা পাগলামিতে
আত্মপ্রতারণা করতে যেও না,—
তুমি তো নষ্ট পাবেই,
আর, ঐ নষ্টামির আওতায় ফেলে
অনেককেই ঘায়েল ক'রে তুলবে,
তাই, অমনতর ভ্রান্তির গোলকধাঁধাঁয় প'ড়ে

নাস্তানাবুদ হ'য়ো না,
নিজেকে বা অন্যকে
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের
বেপরোয়া বেঘোরে ফেলে
প্রতারিত করতে যেও না ;
ঐ জাতীয় প্রবণতা যাদের অন্তরে বসবাস করে,—
তা'রা শ্লথ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন,
ভণ্ডামির ভণ্ড আহুতিতে
প্রায়শঃই তা'রা আত্মনিবেদন ক'রে থাকে ;
যে প্রকৃত সুকেন্দ্রিক—
অচ্যুত অনুধ্যায়িতা-পরায়ণ,
তা'র অনুপ্রেরণায়
তা'র প্রকৃতিও তাইই
বিকীরণ ক'রে থাকে,
হওয়ায় থাকে প্রকৃতি,
প্রকৃতি যা'র যেমন,—
প্রকৃতও সে তেমনি,
যে প্রকৃত যা'—
সে-বিষয়ে তা'র
উদ্ধত আত্মচেতনা, অহঙ্কার বা জাহিরী বুদ্ধি
থাকে তত কম,
সে নিজেই জানে না সে কী,
কারণ, জ্ঞান যেখানে আত্মীকৃত,
সত্তাসঙ্গত,—
সেখানে জ্ঞানী স্বতঃই বিনীত
ও ঐ জ্ঞান সম্বন্ধে বেমালুম,
অবশ্য স্মৃতির ঝলক কখনও কখনও
তা'র অন্তরে ঝিলিক দিয়ে থাকে ;
সে নিজেকে নিজে বুঝুক বা না বুঝুক—
অন্যে বোঝে তাকে,

তা'র জীবনজ্যোতির ভিতর-দিয়ে
ঐ জলুস-আভা
আভাসে
তৎসঙ্গতিশীল অন্তঃকরণে
তা'কে উদ্‌ভাসিত ক'রে তোলে,
তাই, মানুষের বোধদীপনা
বোধিচক্ষুর খরদৃষ্টি
অন্তরের আভাস-প্রতিভায় বলে দেয়—
'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' ;
তাই, নকল মহতের
মিথ্যা প্ররোচনা হ'তে
সাবধান থাকা ভাল । ৫৩৮১ ।
২২।৯।১৯৫৩, সকাল ১০-৪০

তীর্থে'ই যাও
বা মন্দিরেই যাও
বা যাগ-যজ্ঞ-পার্ব্বণাদিতেই যাও,
কিংবা কোন শ্রেয়-সংশ্রয়েই যাও না কেন,
কোথাও যদি প্রণাম করতে হয়,
তা'র অন্তঃস্থ ভর্গপুরুষকে
অর্থাৎ ঐশী তেজকে
এক-কথায়, যে তেজ-সম্বেগ সব্যষ্টি সমষ্টিতে
জীবনীয় অভিস্রোতা হ'য়ে
চিরবহমান,
তা'কে স্মরণ ক'রেই বা চিন্তা ক'রেই
তদ্‌ভাবদীপনা নিয়েই প্রণাম ক'রো ;
ঐ প্রণাম সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার অন্তরে,
অন্বিত সঙ্গীতিতে তোমাতে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠুক—
ঐ জপে,

ঐ অর্থভাবনার ভিতর-দিয়ে
আত্মবিনায়নী সংশুদ্ধি-অনুবেদনায় ;
ঐ ঐশী-দীপনার বা ভর্গপুরুষের
বাস্তব অভিব্যক্তি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়-পুরুষোত্তম,
যাঁতে তাঁর বিভূতি অবতীর্ণ হ'য়ে
বাস্তব অভিব্যক্তিতে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ;
প্রণাম কর,
আর বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
আকুল উৎসারণী অনুরাগ নিয়ে,
অচ্যুত আরতির উদাত্ত অনুদীপনায় ;
ঈশ্বর মহিমাময় । ৫৩৮২ ।
২২।৯।১৯৫৩, সকাল ১০-৫০

ধী-দৃষ্টি-সম্পন্ন গোঁড়া হওয়া বরং ভাল,
কিন্তু অজ্ঞ, গ্রন্থি-নিবদ্ধ হ'য়ে
টেকী হওয়া ভাল নয়কো । ৫৩৮৩ ।
২২।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-২০

যে যত অল্প খরচে
উপচয়ী কর্ম্ম করতে পারে—
সব দিক সুবিনায়িত ক'রে,—
সে সুনিষ্ঠও তেমনতর,
দক্ষকুশল-ধী-সম্পন্নও তেমনি,
সুব্যবস্থ কর্ম্মকুশলও তদ্রূপই,
আবার, যে যত বেশী খরচায়
অল্প উপচয়ী কর্ম্ম ক'রে চলে,—
তা'র ব্যক্তিত্বও তেমনি শ্লথ,
নিষ্ঠাও তেমনি শিথিল,

ধীও তেমনি দুর্ব্বল,
দক্ষকুশল সক্রিয়তার অভাবও সেখানে তেমনি,
তাই, সে জীবনে সার্থক সমৃদ্ধ হ'য়ে
উঠতে পারে কমই,
কারণ, তা'র ব্যবস্থ বিনায়নী চলন
মন্থর ও অব্যবস্থ ;
এই লক্ষণ দেখেই বুঝে নিও—
কৃতিদীপনা কা'র কেমনতর ;
ইষ্টার্থ-উপচয়ী যে হ'তে পারে না,
নিজেকেও সে উপচয়ে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে কম। ৫৩৮৪।
২৩।৯।১৯৫৩, সকাল ৮-১০

শোন আবার বলি!
দেশের, জাতির, সমাজের,
কুল বা পরিবারের
বিশেষ ঐতিহ্যের বা প্রথার
সৃষ্টি হ'য়ে থাকে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
অস্তিবৃদ্ধির সংরক্ষণী তৎপরতায়,
যখন যেমন প্রয়োজন হয়ে থাকে
তেমনি রূপ নিয়ে,
আত্মসংরক্ষণী সংস্কারের অবাধ্য প্রয়োজনে,
নিয়ন্ত্রণী আত্মবিনায়নার উদ্বোধনায়,
পালনপোষণী সমাবর্ত্তনী আচরণের ভিতর-দিয়ে ;
তাই, তোমার জাতি, কুল বা পরিবারের
কোন ঐতিহ্য, প্রথা বা সংস্কারকে
না বুঝে-সুঝে
অবদলিত করতে যেও না ;

সন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ ধী-চক্ষুর ঈক্ষণ-দীপনায়
বেশ ক'রে না দেখেশুনে,
কোন্ শুভ-সন্দীপনায়
ঐ ঐতিহ্যের আবির্ভাব হয়েছিল,
মানুষ ঐ ঐতিহ্য বা প্রথাকে
আত্মস্থ ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছিল,
সেটাকে না বুঝেসুঝে
তা'র গায়ে হাত দিতে যেও না,
বরং যদি প্রয়োজন হয়,—
সমর্থনী অনুপ্রেরণা দিয়ে
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তা'কে এমনতর উদার বিনায়নায়
ব্যবস্থ ক'রে তুলো',—
যা'র ফলে লোক-অন্তর
প্রসন্নতায় প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
তোমাকে নেহাৎই নিজের ক'রে
ভাবতে পারে,
চলতেও পারে তেমনতর ;
আরো মনে রেখো—
ঐ ঐতিহ্য, প্রথা বা সংস্কারগুলি হ'চ্ছে
আদর্শ, ধর্ম্ম বা কৃষ্টির
সত্তাপোষণী
সত্তাসংরক্ষণী
বেষ্টনী বা বেড়াস্বরূপ,
তা'কে যদি সুব্যবস্থায় ব্যবস্থ না ক'রে,
ভেঙ্গে দাও,
জাতীয় জীবন হয়তো একদিন
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে যাবে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
উদাত্ত উৎসারণা

যা' জাতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছিল,
সংহত ক'রে রেখেছিল,
সংস্কার-সম্বুদ্ধ ক'রে রেখেছিল—
সংস্কৃতিপরায়ণ ক'রে,—
সেগুলি আলেয়া বা মরীচিকার মত
কোথায় মিলিয়ে যাবে,
তা'র ইয়ত্তাও থাকবে না,
আবার নূতন বেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে
তা'কে সুসংস্কৃত ক'রে তোলা
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, একটা ঐতিহ্য, প্রথা বা সংস্কার,
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
তুমি জাতিকে সুবিন্যাসে সংহত
ক'রে তুলতে পার,
তা' অন্তরে সুপ্রোথিত হ'তে
বহু যুগ-যুগান্তরের প্রয়োজন ;
কী সংস্কার, প্রথা বা ঐতিহ্য
কেন সৃষ্টি হয়েছিল,
কোন্ উদ্দেশ্যে,
এবং বর্ত্তমানে তা'র উপযোগিতা কতখানি,—
তা'কে তোমার বোধিদৃষ্টির সুচিন্তিত সমীক্ষায়
সর্ব্বতোভাবে না দেখে, না শুনে
হঠাৎ কিছু করতে যেও না,
অন্ততঃ সেইগুলি সম্বন্ধে—
যা' শুভদ,
যা' সৎ ;—
তা'কে বরং শক্ত ক'রে তোল,
আর, অশুভদ হ'লে
তা'কে শ্লথ ক'রে
শুভে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;

যা' সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে
নানা সংঘাতের ভিতরেও
নিজেকে পরিরক্ষিত ক'রে রেখেছে—
শীর্ণ অনুপ্রেরণা নিয়ে,—
একটা খামখেয়ালী ভাবালুতার প্ররোচনায়
অজ্ঞ সংঘাতে
তা'কে ব্যাহত করতে যেও না,
আহত করতে যেও না,
ভেঙ্গে দিও না ;

যদি সংস্কারই চাও,
তা'র অস্তিত্ব বজায় রেখে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
যেমনতর কুশল তৎপরতায়
তা' হ'তে পারে,
তেমনতর বিনায়নায়
তা' সম্পাদন করতে পার তো ভাল ;

ক্ষিপ্ত ভাবালুতার প্ররোচনায়
নিজে প্রতারিত হ'য়ে
জাতি, সমাজ, কুল, পরিবার,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টিতে
অবিবেকী আঘাত হেনে
উদ্ধত ঔদার্য্যের বাহানায়
তা'কে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলো না,
সাবধান কিন্তু ;

ঈশ্বরই পরমার্থ,
ঈশ্বরই সত্তা-সংরক্ষণী অনুদীপনা,
আত্মস্থ ঐশী-সম্বেগই
ঐ সংস্কারের উদ্গাতা,
ঈশ্বরই সংস্কৃতি-সম্বেগ—

ধারণ-পালনী পরমপ্রভু । ৫৩৮৫ ।
২৩।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১৫

তুমি যতই ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ হও না কেন,
লাখ ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ হও না কেন,
সাধন-উপলব্ধি যতই থাক্ না কেন তোমার,
কিংবা অজচ্ছল বহুবিদ্য হও না কেন,
দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে
কোথায় কী কায়দায়
কী প্রয়োগে
মানুষের অস্তিবৃদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ক'রে
জীবনীয় ক'রে
অন্বিত সঙ্গীতিতে
জীয়ন্ত তৎপরতায়
সব্যষ্টি সমষ্টিকে
আয়ুতে, বলে, বীর্য্যে, স্বস্তি-শালিন্যে,
নিরাপত্তায়, স্বাস্থ্যে,
সম্বর্দ্ধনার সামছন্দে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে হয়—
তা' না জান যদি,
তবে ওগুলি তত্ত্ববেত্তার প্রহসন ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
ঐ বিদ্যা বা উপলব্ধি
তোমার যতই থাক্ না কেন,
তা' যদি সক্রিয় শ্রদ্ধাবান অনুবর্ত্তী যা'রা
তা'দের জীবনে
ধর্ম্মের ধৃতিই না এনে দিতে পারলো,
রাষ্ট্র বা সমাজের
সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী
না হ'য়ে উঠতে পারলো,

তা' কিন্তু বাস্তবতার সংশ্রয়বিহীন
আজগবী কল্পনার
হকচকানি ছাড়া কিছুই নয়কো ;
ঈশ্বর সর্ব্বতঃসঙ্গত বাস্তব জীবন-সঙ্গতির
সার্থক নন্দনা,
আর, তিনিই বর্দ্ধনার হোমবহ্নি । ৫৩৮৬ ।
২৩।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৯-১৫

অস্তিবৃদ্ধির বরেণ্য অনুশাসন
যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ না হয়,
তা' সব্যষ্টি সমষ্টিতে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তা'দের ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে পারে,
তাই, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" । ৫৩৮৭ ।
২৪।৯।১৯৫৩, সকাল ৮টা

যা' পুরুষ-পরম্পরায় সম্বর্ত্তিত হ'য়ে চলে—
বৈশিষ্ট্যকে বিনায়িত ক'রে,
জাতিতে, সমাজে, কুলে, পরিবারে, ব্যক্তিত্বে,—
তাইই ঐতিহ্য । ৫৩৮৮ ।
২৪।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৫০

তুমি যা'র যত্ন কর না,
সমীচীন সদ্ব্যবহার কর না,
তোমার বেলায়ও তা'র
যত্ন ও সমীচীন সদ্ব্যবহার পাওয়া
স্বাভাবিক নয়কো । ৫৩৮৯ ।
২৪।৯।১৯৫৩, সকাল ১০টা

যা'রা ছড়িদারী ক'রে বেড়াতেই ভালবাসে—
ধাপ্পাবাজিকেই যা'রা
জীবিকা ক'রে নিয়েছে,
চতুর দৃষ্টি নিয়ে
কোন বিষয় বা বস্তুকে তলিয়ে দেখবার
ধৈর্য্যই যা'দের নাই,
ব্যাপার বা বিষয়ের সুবিনায়নায়
ইষ্টানুগ শুভ-সন্দীপনী অন্বয়ী সঙ্গতি-সাধনে
তা'কে শুভদ করবার প্রলোভনের
দিগ্দারীই যা'রা বহন করতে চায় না,
কোন বিষয়ে
এমনতর লোকের বিবৃতি ও বিন্যাসে
আস্থা স্থাপন করা মানেই
বিপর্য্যয়ী ধারণাকে পোষণ ক'রে রাখা,
বাস্তবে যা'র কোন
ধরাছোঁয়ার কিছুই পাওয়া যায় না ;
তা'দের স্বভাবই ঐ অমনতর,
বোধি-সম্বেগ ও তদনুগ অনুচর্য্যা না-থাকার দরুন
বহুদর্শিতা তা'দের কখনই
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে না,
মেকী চলনকেই তা'রা
'সাবাস্-চলন' ধ'রে নিয়ে চলে,
কখনও কোন বিষয়ে সুষ্ঠু উপচয়ী হ'য়ে উঠে
তা'কে পালন, পোষণ ও পূরণ করা
সুদূরপরাহত তা'দের কাছে,
কোন বিষয়ে কোনপ্রকার দায়িত্ব
তা'দের উপর ন্যস্ত করা মানে
নিজে ঠকে
ঠকার বাহাদুরীওয়ালা কৈফিয়ৎ শুনে
খুশী হ'য়ে থাকা ছাড়া

আর কিছুই নয়কো ;
এমনতর অভ্যাস যা'দের,
তা'দের হ'তে সাবধান হ'য়ে চ'লো,
নয়তো ঠকার আপশোষ নিয়েই
খুশী থাকতে হবে ;
ঈশ্বরের স্বস্তি-দীপনা
শাস্তি-রূপেই প্রকটিত হ'য়ে ওঠে তাদের কাছে,
ঈশ্বরই সক্রিয় করুণা। ৫৩৯০।

২৫।৯।১৯৫৩, সকাল ৮-৩৫

জাতির ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারগুলি
কৃষ্টির অনুচর্য্যায়
সংস্কৃতি লাভ ক'রে
অন্বিত সঙ্গতিতে
আদর্শে যত সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে—
সার্থক বিন্যাসে,
শ্রদ্ধাবিধৌত পবিত্রতার পূততর্পণায়,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে বিনায়িত হ'য়ে,—
জাতীয় জীবন
ততই সংহতি লাভ ক'রে
পরাক্রম-প্রদীপ্ত সমবেত সদনুভাবিতায়
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টিকে
বিবর্ত্তন-বিভূতির আত্মপ্রসাদে
উদ্‌ভাসিত ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যের শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায়
স্বতঃ-শাসিত হ'য়ে। ৫৩৯১।

২৫।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৩০

ভক্তি যথেষ্ট ব'লে মনে হ'চ্ছে
অথচ অনুগতি নেইকো,

অবদানী আত্মপ্রসাদ নেইকো,
সঙ্ক্রিয় উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার আবেগ নেইকো,
তা' কিন্তু তথাকথিত,
বরং সন্দেহের। ৫৩৯২।
২৬।৯।১৯৫৩, বিকাল ৫-৪০

জীবন
স্বকেন্দ্রিক, অন্বিত আত্মবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
যোগ্য হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতাই উৎপাদন করে,
যোগ্যতাই আহরণ করে,
যোগ্যতার ভিতর-দিয়েই
জীবন বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতা জীবনের হোমবহ্নি ;
ঈশ্বর
যোগ্য-যুত অনুশীলনী আবেগের ভিতর-দিয়ে
আত্মিক অভিগমনে জীবনস্রোতা। ৫৩৯৩।
২৬।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-১০

তোমার জীবন-চলনার
প্রীতি-চৌম্বক-সূচি-সঙ্কেত
যা' দিয়ে তোমার গন্তব্য নির্ণয় করতে পার,
তা' হ'চ্ছে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা,
ঐ ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা
যেখানে যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তাই তোমার করণীয় ;
তোমার সত্তা
ঐ অমনতর বিনায়িত চলনায়
যতই চলন্ত হ'য়ে চলবে,

বিবর্ত্তনী সৌষ্ঠব-দীপনা
তোমার চলবার পথকে
বোধি-দীপ্তির পুলক আলোকে
প্রদীপ্ত ক'রে রাখবে ততই,—
তুমি ঠেক্‌বে কম। ৫৩৯৪।
২৬।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৭-৫০

যা'দের ব্যক্তিত্বের ওজন কম,—
তা'রা অল্প কিছুতেই
অপমানিত বোধ ক'রে থাকে,
এমন-কি, তা'দের সাক্ষাতে
অন্য কা'রও সুখ্যাতি করতে গেলেও
তা'রা অপমানিত হ'য়ে ওঠে ;
ব্যক্তিত্বের ওজন বেশী যেখানে
সেখানে ওসব বালাইই কম—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'দের প্রীতি
সংঘাত-বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠে—
কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদিতে ;
ঐ অমনতর মানের কাঙাল যা'রা—
বুঝে নিও—
তা'দের ব্যক্তিত্বই অকিঞ্চিৎকর ;
প্রীতি যা'দের সুকেন্দ্রিক
সক্রিয় উপচয়ী অনুচর্য্যাপরায়ণ,—
তা'দের ব্যক্তিত্ব সাধারণতঃ
বিন্যস্তই হ'য়ে থাকে,
ঐ সুকেন্দ্রিক বিন্যাস-বিভূতিশালী চরিত্র যা'দের
তা'দের ব্যক্তিত্বের ওজন
বেশীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
লোকশ্রদ্ধা ঐ ব্যক্তিত্বশালীদের কাছে

নিজেকে অর্ঘ্য দিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তর্পিত নন্দনায়,
আর, তাঁদেরই অনুচর্য্যায়
জনগণ যোগ্যতায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর সবারই পরম তর্পণা,
সবারই সার্থক কেন্দ্র। ৫৩৯৫।
২৮।৯।১৯৫৩, বেলা ১১-৫

শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরতির
চালবাজী ছদ্মবেশ নিয়ে
মানুষ যখন কা'রও কৃত অনুচর্য্যী অবদানকে
অস্বীকার করে,
বলে,—অমুকের অনুগ্রহে
বা কোন গুরুজনের অনুগ্রহ
ও অনুচর্য্যা-অবদানেই
সে পরিপোষিত হয়েছে—
যে বাস্তবে তা' করেছে,
তা'কে এড়িয়ে বা অস্বীকার ক'রে
বা নিম-স্বীকার ক'রে ;—
স্ফুরিত হৃদয়ে তা'কে ধন্যবাদ দেওয়া,
বা কৃতজ্ঞ প্রতিদানে তা'র পোষণীয় কিছু করা,
বা প্রীতি-অবদান-উপঢৌকন দেওয়া হ'তে
নিজেকে দূরে রাখতে চায়—
অস্বীকারে বা নিম-স্বীকারে,—
এই জাতীয় অকৃতজ্ঞতা
সাধারণ অকৃতজ্ঞতা হ'তে
অনেক দুরপনেয় অপরাধ বহন ক'রে থাকে,
এই অকৃতজ্ঞতার অন্তরে লুক্কায়িত থাকে
কৃতঘ্নতা ;

যে করেছে,—
নিজের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার লোভে
অচিরেই হয়তো তা'কে সে
সংঘাত হানবে এমনতর,
যে-সংঘাতে তা'র হৃদয় হয়তো
চিরদিনের মত
ক্ষোভপীড়িত অবশ হ'য়ে
নিজের জীবনকেই সংশয়ান্বিত ক'রে তুলতে পারে ;
ঐ বাস্তব কৃতজ্ঞতাকে এড়িয়ে
যদি কেউ ঈশ্বরের দোহাই দিয়েও বলে—
তাঁ'র দয়ায় পেয়েছি,
ঈশ্বরের দয়াও সেখানে বজ্রবহ্নি হ'য়ে
বজ্রতাপদীপ্ত হ'য়ে উঠে থাকে,
নির্য্যাতন আলিঙ্গন-তৎপর হ'য়ে
অট্টহাস্যে
তা'র ঐ মিথ্যা কৃতঘ্ন আচারের
পিছু নিয়ে থাকে ;
তাই, প্রীতি-অনুচর্য্যা-অবদান
যা' হ'তে পেয়েছ,
আপ্যায়নী সৌজন্যের সহিত
তা'কে ধন্যবাদ দাও,
তা'র পোষণে নিজেকে ধন্য ক'রে তোল,—
তোমার অন্তর্দেবতা নন্দিত হ'য়ে উঠবেন,
সে-নন্দনা সার্থক হ'য়ে উঠবে ঈশ্বরে। ৫৩৯৬।
২৮।৯।১৯৫৩, বিকাল ৫-৪০

যারা প্রতিলোম-পরিণীত
বা প্রতিলোম-সঞ্জাত,
সমাজ তা'দিগকে বাহ্যজাতি ব'লে

বস্তি বা গ্রামের বাহিরে
স্থান নির্দ্ধারণ ক'রে দিত,
এবং সমাজের সাধারণে যা' করতো—
তা' হ'তে ভিন্ন রকমের কর্ম্মের
ব্যবস্থা ক'রে দিত,
যা' দিয়ে তা'রা নিজেরা
নিজেদিগকে পরিপালিত করতে পারে,
এবং যা' হ'তে সমাজও খানিকটা
পরিচর্য্যা পায় ;
বাহ্যজাতিকে গ্রামের বাহিরে বসবাসের
ব্যবস্থার মর্ম্ম এই—
যা'তে তাদের অবান্তর সংস্রব-আধিক্যে
উৎকৃষ্ট বা সুকৃষ্ট জনসাধারণ
সংক্রামিত হ'য়ে,
ঐ অপকৃষ্টের মত
বুদ্ধি, বিবেচনা ও প্রবৃত্তি-পরায়ণ হ'য়ে না ওঠে,
কদাচারী না হ'য়ে ওঠে,
কুৎসিত ব্যভিচারী হ'য়ে না ;ওঠে—
ঐ সংসর্গজ আকর্ষণ-অনুক্রমণায় ;
কোন স্থায়ী উৎকৃষ্ট কুল বা বংশও যদি
ঐ বাহ্যজাতির সংসর্গে
বসবাস করে বেশী দিন,—
তা'দের প্রবৃত্তিও ঐরকম
কৃষ্টি-বিপর্য্যয়ী হ'য়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ,
ফলে, সুজনন সংক্ষুব্ধ হ'য়ে
ব্যভিচার-ভারান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকে,
সমাজও অধঃপতিত হ'য়ে চলে ;
সমাজের উদ্দেশ্যই ছিল এমনতর
যা'তে অনুশীলন-নিয়মনে
উৎকৃষ্ট জনগণের আবির্ভাব

অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে,
এবং নিকৃষ্ট জনন চিরতরে তিরোহিত হ'য়ে যায়,
আর, ঐ উৎকৃষ্ট জাতক
জাতির সম্বর্দ্ধনার সম্পদ হ'য়ে উঠতে পারে ;
এই এমনতর করার উদ্দেশ্য ঘৃণা নয়কো,
জাতিকে হীন সংক্রামকতা হ'তে বাঁচান ;
বিধি যদি ব্যভিচার-বিদগ্ধ হ'য়ে চলে,—
প্রকৃতি তা'কে ক্ষমা করে না কখনই,
নুন কখনও চিনি হয় না,
আবার চিনি কখনও নুন হয় না,
এই লবণ-গুণ-সম্পন্ন
বা মিষ্ট গুণ-সম্পন্ন করতে হ'লেই চাই
বিহিত সংসর্গ-সঙ্গতি,
নতুবা তা' কিছুতেই হ'তে পারে না ;
তাই, তুমি উদার হও,
প্রীতিপ্রসন্ন হও,
সবাইকে আলিঙ্গন দাও,
কিন্তু আত্মঘাতী হ'তে যেও না ;
যা'কে যে-স্থানে নিয়োজিত রাখলে
তা'র বৈশিষ্ট্য বর্দ্ধনাভিমুখে চলে
বা যা'কে যেমনতর স্থলে নিয়োগ করলে
তা'র বৈশিষ্ট্য উৎকর্ষী হ'য়ে ওঠে,
তাই করাই কিন্তু ধর্ম্ম ;

দয়া পরম ধর্ম্ম,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যকে আহত ক'রে
তোমার দয়া যদি তা'র ব্যভিচার করে,
সে দয়া কিন্তু পরম অধর্ম্ম হ'য়ে উঠতে পারে,
কারণ, তা' তোমার সম্বর্দ্ধনার ধৃতিকে
অপলাপ-অনুশায়ী ক'রে তুলে থাকে ;
তোমার অন্তর্দেবতা পতিত-পাবন হ'য়ে উঠুন,

কিন্তু কারও পাতিত্যের কারণ হ'য়ে
তোমার অন্তর্দেবতাকে
অপকৃষ্টের দুস্তর সংঘাতে
সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে যেও না ;
মরো না,
মেরো না কা'কেও,
বরং যদি পার—
মরণেরই মৃত্যু ঘটাও,
অমৃতের অধিকারী ক'রে তোল সবাইকে,
ঈশ্বরই অমৃত-স্বরূপ। ৫৩৯৭।
২৮।৯।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৩৫

তুমি তোমার একক উপাসনাকে
পূত নিষ্ঠায়
সুমার্জ্জিত অনুশীলন-তৎপরতায়
অব্যাহত রেখে
বিশুদ্ধ শরীর ও পবিত্র অন্তঃকরণে
সমবেত প্রার্থনায় যোগ দাও,
কিন্তু সমবেত প্রার্থনাকে সর্ব্বস্ব ধ'রে নিয়ে
একক-উপাসনাকে পরিত্যাগ
করতে যেও না। ৫৩৯৮।
২৮।৯।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৬-৪০

মনে রেখো—
তোমার দেবতা সবারই দেবতা,
বিশেষতঃ যা'রা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তা'দের ;
দেবতা তাঁ'রাই—
প্রাচীনই হন,
অধুনাতনই হন,

যাঁদের ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরের বিভা
উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে—
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে,
বিশেষ বিভায় ;
তাই, তোমার অন্তরের উৎসারণী শ্রদ্ধা
দেবতায় স্পর্শ লাভ করুক,
কিন্তু উপযুক্ত, ষট্‌কর্ম্মশীল, সদাচারসম্পন্ন স্বাস্থ্যবান
পুরোহিত ছাড়া
তোমরা সাধারণে
দেবতাকে স্পর্শ করতে যেও না ;
যদি মূর্ত্তি ভালবাস—
তাঁর অনুরূপ মূর্ত্তি বা বিগ্রহ স্থাপনে
তাঁর জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বকে স্মরণ ক'রে
ঐ স্মারক অনুবেদনা নিয়ে
তাঁর পূজা কর,
তবে বাহ্যতঃ স্পর্শ করতে যেও না
ঐ মূর্ত্তি বা বিগ্রহকে ;
দেবপ্রেরণা-প্রদীপ্ত যিনি,
ঐ আচার-অন্বিত যিনি,
ঐ দেব-প্রেরণা তোমাদের মধ্যে
অনুপ্রেরিত করতে পারেন যিনি,
তিনিই স্বাভাবিক পুরোহিত,
বিহিত জৈবী-সংস্থিতি-সম্পন্ন
সৎসঞ্জাত বিপ্রই
সাধারণতঃ পৌরোহিত্যে বরণীয়,
তিনিই তাঁকে স্পর্শ করুন,
আপামর সাধারণ
তাঁকে সম্মুখে রেখে
উপাসনা-তৎপর হও,
সর্ব্বসাধারণে তাঁকে স্পর্শ ক'রে

নানাপ্রকার সংক্রামকতার আবর্ত্তন
সৃষ্টি করতে যেও না,
তা'তে দেবতার পূজা হবে না,
হবে দুরত্যয় অনাচারেরই
ব্যভিচার-বিকৃত পূজা বা সম্বর্দ্ধনা ;
তোমাদের পুরোহিত
তোমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিনিধি,
ঐ প্রতিনিধির হাতেই
তাঁর ঐ হৃদয়স্থ শ্রদ্ধাস্থণ্ডিলেই
দেবতার আহুতি-অর্ঘ্য প্রদান কর,
ঐ উপযুক্ত পুরুষের
সম্বেদনী অনুপ্রেরণা
তোমাদের অন্তরকে
ঐ দেবপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
পূত-দীপ্ত ক'রে তুলবে ;
সাধারণের প্রত্যেকেই
ঐ পূজা বা অর্ঘ্যে
তাঁকে যদি অর্চ্চিত করতে চায়,—
সে-অর্চ্চনার ভিতর-দিয়ে
সংক্রামকতাই বিস্তার লাভ করবে,
বিকৃত-অনুপ্রেরণাই অপ্রতিহত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, ব্যাধিদুষ্ট তো আছেই,
এমন-কি, ব্যাধিবিষবাহী সুস্থ লোকও
বহু দেখা যায়—
যা'রা নিজেরা ভাল থেকেও
অন্যকে অজানিতে সংক্রামিত ক'রে তোলে ;
তাই বুঝে দেখ—
কোন্‌টাই বা জীবনীয়,
আর কীই বা অপলাপের,
কীই বা গ্রহণীয়

আর কীই বা বর্জ্জনীয়,
দেবতার আশীষ-অভিষিক্ত হ'য়ে
যদি চলতে চাও,
যে সুষ্ঠু প্রথার ভিতর দিয়ে
তা' পাও,
তা'কেই সঞ্জীবিত ক'রে চল ;
ঈশ্বরই দেব-বিভা,
ঈশ্বরই আত্মিক প্রেরণা,
ঈশ্বরই আচার্য্য,
তিনিই পুরোহিতের হৃদয়-স্থণ্ডিল । ৫৩৯৯ ।
২৮।৯।১৯৫৩, সন্ধ্যা ৭টা

তোমার বা তোমাদের
যদি কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন
বা প্রতিষ্ঠা করতে চাও,
ঐ দেবতার আসনের চারিদিকে
একটি কুণ্ড রচনা ক'রো
এবং ঐ কুণ্ডের ভিতরে
উচ্চ বেদীপরে দেবতার আসন
স্থাপনা ক'রো,
ঐ কুণ্ড হ'তে কিছু দূরেই যেন
পুরোহিতের আসনের বহির্ভাগে
একটি সুষ্ঠু তাম্র-বেষ্টনী থাকে,
সর্ব্বসাধারণের পক্ষে
যে-বেষ্টনী ভেদ ক'রে
ঐ কুণ্ডকে সহজে
অপবিত্র ও ব্যাধি-সংক্রমণদুষ্ট ক'রে তোলা
সম্ভব না হয়,
আর, ঐ কুণ্ডের তলদেশ হ'তে
বাহির পর্য্যন্ত

দুদিকে দুটি কিংবা ততোধিক
তাম্রনলিকা সংযোজিত ক'রে রেখো,
দেবতার পূজার জন্য
যে ফুল-জল ইত্যাদি অর্ঘ্য-অবদান
দেওয়া হয়—
তা' যেন ঐ কুণ্ডের ভিতরই হয়,
আর, এই পূজা-অর্ঘ্য
বা স্নান-জল ইত্যাদি
তোমার বা তোমাদের প্রতিনিধিস্বরূপ
পুরোহিতই যেন অর্পণ করেন,
ঐ অর্ঘ্যাদি-সিক্ত হ'য়ে
ঐ জল ইত্যাদি যা'-কিছু
ঐ কুণ্ডের ভিতর থেকে
ঐ তাম্রনলিকার ভিতর-দিয়ে
যেন নির্গত হ'য়ে যায়,
ঐ অমনতর নির্গমনের ফলে
পূজার অর্ঘ্যাদি-অভিষিক্ত জল
সংক্রমণ-দুষ্ট কমই হ'তে পারবে,
কারণ, তাম্র স্বভাবতঃই সংক্রমণ-প্রতিষেধক,
ব্যাধিবীজাণুধ্বংসী,
তাই, ঐ স্নানজলাদি পান-হেতু
তোমাদের অন্তরস্থ জীবনদেবতার আসন
অর্থাৎ এই দেহ-মন্দির
ব্যাধি-সংক্রামিত হ'য়ে
বিকারগ্রস্ত হ'তে পারবে কমই,
ঐ দেবতার প্রতিফলন
জল বা প্রসাদ-অভিষিক্ত হ'য়ে
তোমাদের শরীর-বিধানকেও
পরিশুদ্ধ ক'রে তুলবে বেশীর ভাগ,
তোমরা পরিশুদ্ধি-পরিক্রমায়

সুস্থ-সম্বর্দ্ধনায়
নন্দিতই হ'য়ে উঠবে,—
যদি কিনা বিশেষ ব্যভিচার-বিকৃতি
বা কদাচার কিছু না ঘটে ;
আবার, পুরোহিতের সদ্বংশজ
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতি-সম্পন্ন
ষট্‌কর্ম্মশীল
তপানুচর্য্যী হওয়া
নেহাৎই প্রয়োজন,
পুরোহিত যদি অমনতর না হন,—
তিনি তাঁর বাক্য, ব্যবহার,
আচরণ, অনুষ্ঠান ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
মানুষকে প্রেরণাপ্রবুদ্ধ করতে পারেন কমই ;
তাই, পূত অভিদীপনা নিয়ে
যাই করতে যাও—
তা' যেন পূত-বিনায়িতই হ'য়ে ওঠে,
অসুষ্ঠু যা' তা'র নিবিড় ও নিরন্তর সংস্রবে
সুষ্ঠুও কিন্তু অসুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
যদি অস্তি-বৃদ্ধির উপাসকই হও,
তবে সৎ যা' তা'কেই ধারণ কর,
পালন কর,
আর, ঈশিত্বেই আছে
ঐ ধারণপালনী সম্বেগ,
ঈশিত্বেই আছে
বর্দ্ধনার পূত পরাক্রম,
ঈশ্বরই পবিত্রতার পূত সঙ্গম । ৫৪০০ ।
২৮।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৮-১৫

মানুষের সৎ-চলনাকে ব্যাহত ক'রো না,

অস্তিবৃদ্ধির স্বচ্ছন্দতাকে
নিগড়নিবদ্ধ ক'রো না,
শুভ-সন্দীপনী হাস্যরস-কৌতুক ইত্যাদিকে
নিরুদ্ধ করতে যেও না,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-চর্চ্চাকে
অর্চ্চনামণ্ডিত ক'রে তুলো',
বিবর্ত্তনী আলোচনা
যা' সম্বর্দ্ধনার অনুপ্রেরক,
জীবনদীপনার পরিপোষক,
তা'কে ব্যাহত বা ব্যর্থ হ'তে দিও না,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, স্বাস্থ্য, উৎপাদনী যোগ্যতা
ও নিরাপত্তার যা'-কিছু
তা'কে উৎসাহ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে
খর্ব্ব হ'তে দিও না,
হিংসার যা',
মৃত্যুর যা',
ব্যভিচারী যা',
কৃতঘ্নতার যা',
বিশ্বাসঘাতকতার যা',
অর্থাৎ যাই মানুষের জীবনস্রোতকে
বর্দ্ধন-বিনায়িত করতে বাধা সৃষ্টি করে,
তা'কে নিরোধ করতে ত্রুটি ক'রো না ;
ঈশ্বরই জীবনের বর্দ্ধনা,
ঈশ্বরই জীবনস্রোতা,
বিধি তাঁ'র সৃজনী ধাতা,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমই
ঐ বিধির উদ্‌গাতা,
আর, তিনিই স্বতঃ-মূর্ত্ত বিধাতা। ৫৪০১।

২৯।৯।১৯৫৩, সকাল ৯-৩৫

তোমার চরিত্রে যদি
তোমার দেবতা জাগ্রত না থাকেন—
শ্রদ্ধোষিত ইষ্ট বা আচার্য্য-অনুবর্ত্তিতার
ভিতর-দিয়ে,
তবে প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রেরণা কে জোগাবে ?
তোমার জীবনে যদি ইষ্ট বা আচার্য্য
জাগ্রত না থাকেন,
তোমার চরিত্রে, বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে
যদি বিচ্ছুরিত হ'য়ে না ওঠেন তিনি,
তোমার দেবতা—
কাষ্ঠ-দেবতাই হউন,
আর মৃন্ময়-দেবতাই হউন,—
তোমার জীবনের উৎসারিত উদিত তর্পণায়
তিনি জাগ্রত হ'য়ে উঠবেন না কিছুতেই,
আর, ঐ দেবতার মূর্ত্তি যা'তে নির্ম্মিত
তা'তেই তিনি পর্য্যবসিত হ'য়ে রইবেন ;
ভক্তি-উৎসারণী প্রাণন-স্পন্দনে
ঈশ্বর সবেতেই জাগ্রত,
তিনি সবারই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ৫৪০২।
২৯।৯।১৯৫৩, বেলা ১১-১৫

দেবমূর্ত্তি যদি ঐশী প্রেরণা-প্রদীপ্ত
ক'রে না তোলে,
মানুষের অন্তরতম অস্তিবৃদ্ধির অনুবেদনাকে
সুকেন্দ্রিকতায় জাগ্রত ক'রে না তোলে,
সে-দেবতা কিন্তু নিরর্থক ;
তীর্থ যদি কৃষ্টি-প্রতিভাকে প্রদীপ্ত
ক'রে না তোলে,

কৃষ্টিকে অন্বিত সঙ্গতিতে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
শ্রেয়সম্বুদ্ধ ক'রে
বাস্তব যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে না তোলে,
শ্রদ্ধোষিত কৃষ্টিপল্লবনের তরণ-দীপনায়
মানুষকে যদি প্লাবিত ক'রে না তোলে,
পর্য্যাপ্ত যোগ্যতায় যদি
অধিরূঢ় ক'রে না তোলে তাকে—
বিবর্ত্তনী প্রবর্ত্তনাকে প্রদীপ্ত ক'রে,
জীবনে সার্থক ক'রে,—
সে-তীর্থ কিন্তু নির্জ্জীব ;
তীর্থের মহিমাই কিন্তু
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়িত লোকানুচর্য্যী
যোগ্যতার যোগজীবনবাহী তীর্থগুরু,
ঐ তীর্থগুরু যাঁ'রা
তীর্থের মূর্ত্তপ্রতীকই তাঁ'রা—
ঐতিহ্যের সুসন্দীপ্ত অনুচর ;
তাঁরাই পুরুষোত্তমের পরম অনুচর,
যাঁ'দের চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
ঐ পুরুষোত্তম বিকীর্ণ হ'য়ে
মানুষের জীবনকে
যোগ্যতার অভিদীপনায়
ধৃতির পথে
ধর্ম্মের পথে
সংহত ও সার্থক ক'রে
তা'দের ত্রাতা হয়ে ওঠেন ;
যে-তীর্থের পুরোহিত,
যে-তীর্থের গুরু ঐ অমনতর,—
তীর্থ সেখানে জাগ্রত,

নয়তো, তা' ধৃতি ও কৃষ্টির মশান ছাড়া
কিছুই নয়কো। ৫৪০৩।
২৯।৯।১৯৫৩, বেলা ১১-৫০

দেবতা কিন্তু ঈশ্বর ন'ন,
ঈশ্বরের ঐশী মূর্চ্ছনার ভিতর-দিয়েই
দেবতার আবির্ভাব হ'য়ে থাকে ;
দেবতা বহু থাকতে পারেন—
বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
কিন্তু ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়,
অমৃতস্রোতা—
সবিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ। ৫৪০৪।
২৯।৯।১৯৫৩, রাত্রি ৮-৫০

---

# সূচীপত্র